উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,০৭০.৮৪ (+৫৬৭.৯৯)

নিফটি : ২৩,৫৮১.১৫ (+১৭২.৩৫)

মিত্রদের ‘না’ শুনে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩১° সর্বোচ্চ / ১৮° সর্বনিম্ন	৩১° / ১৯°	৩০° / ১৯°	২৭° / ১৬°

নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর কাঁটা পবিত্র কর ৫

আবার বিতর্কে জড়ালেন জিতু কমল
দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ৮

শিলিগুড়ি ৩ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 March 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 297

তৃণমূলে নবজোয়ার!

যাঁদের নাম নেই প্রার্থীতালিকায়, তাঁরা মন খারাপ করবেন না। তাঁদের অন্য কাজে আমরা নিযুক্ত করব। সব কাজেই সবাইকে লাগবে। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মমতার আবেগে কর্পোরেট কাঁচি

কলকাতা, ১৭ মার্চ : কালীঘাটের সেই পুরোনো, চেনা ছোট ঘরটা। ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১— টানা তিনবার এই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকেই বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে নবান্ন দখলের হ্যাটট্রিক করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজনীতিতে আইপ্যাকের ডেটা-সমীক্ষা যতই আধুনিক হোক না কেন, সংস্কারের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগাধ বিশ্বাস যে আজও অটুট, ছাব্বিশের মহারণেও তার অন্যথা হল না। তাই তৃণমূল ভবন নয়, মঙ্গলবার এই পয়মন্ত ঘর থেকেই ২৯১টি আসনের সেনাপতিদের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বুঝিয়ে দিলেন, তিনি পুরোনো ট্র্যাডিশন বদলাতে নারাজ। দলনেত্রীর নিজের কথাতেই, ‘চিরকাল আমরা এই ঘর থেকে প্রার্থী বলি। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছি।’

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল,

ভরসার এই পুরোনো ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে এবার যে তালিকা প্রকাশ্যে এল, তা শাসকদলের অন্দরে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছে। চিরকালের চেনা আবেগের রাজনীতির বদলে এবার কালীঘাটের ওই ঘরে বসেই শেষকথা বলল কর্পোরেট স্টাইলের ‘পারফর্ম অর পেরিশ’ নীতি। অর্থাৎ, কাজ করলে পদে থাকুন, নইলে সোজা রাস্তা মাপুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে খোদ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তালিকার বাকি নামগুলো পড়ছিলেন, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, টিকিট বণ্টনে ‘কাছের লোক’-এর চেয়ে ‘কাজের লোক’-এর কদর কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, এটাও পরিষ্কার যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তৃণমূল এখন নতুন প্রজন্মের দল গড়ে নিতে চাইছে।

পনেরো বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে এবার আর শুধু মুখের জোরে বা

এরপর দশের পাতায়

ডাবগ্রামে মুখোমুখি ‘মা-ছেলে’

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : টিকিটের সমীকরণ বদলে যায় চোখের পলকে। শীর্ষ স্তরের কাছে প্রস্তাব যায় একাধিক নামের। তারপর কে এগিয়েছে, কে পিছিয়েছে, কার ভাগ্যেই বা শিকে ছিঁড়তে চলেছে- সেসব জানেন বোধহয় কেবল ভাগ্যদেবতা।

গৌতম দেব নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবার ‘ঘরে’ ফিরবেন। ফিরলেনও। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতলেন কর্মী-সমর্থকরা। চমকে দিলেন রঞ্জন শীলশর্মা। দৌড়ে অবশ্য তিনি ছিলেন একসময়। তাঁর প্রতিযোগী ছিলেন আরও কাউন্সিলার, জেপি কানোরিয়ার মতো নেতারা। কিন্তু স্বপ্না বর্মন তৃণমূলে যোগদানের পর হিসেবনিকেশ উলটে যেতে শুরু করে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে স্বপ্নার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বারবার কটাক্ষের সুর শোনা গিয়েছে রঞ্জনের গলায়।

কিন্তু রাজনীতির অঙ্ক কি আর অতই সহজ? পাশা ফের পালটে গেল শেষলগ্নে। স্বপ্নার আপত্তির কথা হাওয়ায় ভাসতেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। শেষ হাসি হাসলেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারই। তিনি বরাবরই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে নিয়ে পুরসভা গঠনের পক্ষে।

কিন্তু এবার লড়াইয়ের ময়দানে তাঁর সঙ্গে সম্মুখসমরে নামছেন ‘মা’। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। দীর্ঘদিন ধরে শিখাকে মা বলেই ডাকেন রঞ্জন। এদিন সেই প্রসঙ্গে বললেন, ‘কলকাতায় রয়েছি। এখান থেকে ফিরে বৃহস্পতিবার প্রথমে মায়ের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নেব, তারপর প্রচার শুরু করব।’ বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সাফ কথা, ‘ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্তরেই থাকবে। রাজনীতির মাঠে জোরদার লড়াই হবে।’

চমক রয়েছে মহকুমার ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রেও। দলের রাশ হাতে রাখা ‘দাদা’র প্রিয় পাত্র হতে

- শিলিগুড়িতে প্রত্যাশিতভাবেই টিকিট পেয়েছেন গৌতম দেব
- জল্পনা জিইয়ে রেখে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে শিখার বিরুদ্ধে লড়বেন রঞ্জন শীলশর্মা
- ফাঁসিদেওয়া আসনেও চমক, টিকিট কাজল-ঘনিষ্ঠ রিনাকে

পারলেই টিকিট নিশ্চিত, জানতেন সবাই। সেইমতো সুসম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন অনেকে। কিন্তু শেষ অবধি প্রার্থীপদে নাম ঘোষণা হল ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা টোপ্পো এক্কার। অনুগত বোন যাবতীয় কৃতিত্ব দিলেন ‘দাদা’কে। দাদা থুড়ি কাজল ঘোষ এই বিধানসভার দলীয় আহ্বায়ক।

এরপর দশের পাতায়

হাসপাতালে আক্রমণ, ভারতের কড়া নিন্দা

কাবুলে পাক হানায় হত ৪০০

কাবুল ও নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : পবিত্র রমজান মাসে আফগানিস্তানে রক্তস্নান। সোমবার রাতে কাবুলের একটি মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাকিস্তানের ভয়াবহ বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪০০ জন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহত হয়েছেন ২৫০-এর বেশি মানুষ। ২ হাজার শয্যার ওই ‘ওমিদ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট হসপিটাল’-এ হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক একে ‘বর্বরোচিত, কাপুরুষোচিত এবং অমার্জনীয় গণহত্যা’ বলে উল্লেখ করেছে।

হামলার প্রত্যক্ষদর্শী ৫০ বছর বয়সি আহমেদের বক্তব্য, ‘পুরো জায়গাটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল কেয়ামত (বিপর্যয়) বা দোজখ (নরক) নেমে এসেছে। চোখের সামনে বন্ধুদের পুড়ে যেতে দেখেছি। সবাইকে বাঁচাতে পারিনি।’ অ্যাম্বুল্যান্সচালক হাজি ফাহিম জানান, ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে একের পর এক পুড়ে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। হাসপাতালের একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রোগীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।

আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ এই আক্রমণকে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ’ বলে মন্তব্য করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

পাক বিমানহানায় হাসপাতাল যেন ধ্বংসস্তূপ। কাবুলে।

বঙ্গে কমিশনের তৃতীয় শক্তিশেল

১২ জেলায় এসপি, ৪ কমিশনার বদল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধকে আমল দিল না নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে ফের ব্যাপক বদলি করল পুলিশকর্তাদের। এক ধাক্কায় ১২ জেলার পুলিশ সুপার ও ৪ জন পুলিশ কমিশনারকে মঙ্গলবার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার মাঝরাত ও সোমবারের পর এটা যেন নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় শক্তিশেল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সোমবার রাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লেখা সর্বশেষ চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, ভবিষ্যতে এধরনের বদলির ক্ষেত্রে যেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক রীতি মেনে চলা হয়। কিন্তু সেই চিঠির পরও ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ফের একতরফা এল রদবদলের নির্দেশ। নিঃসন্দেহে এতে নবান্ন বনাম নির্বাচন কমিশনের স্নায়ুযুদ্ধ আরও বাড়ল।

কমিশনের মঙ্গলবারের নির্দেশিকায় বীরভূম, কোচবিহার, মালদা, বারাসত, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর, ইসলামপুর, হুগলি (গ্রামীণ), বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবারের মতো স্পর্শকাতর জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১২ জেলার নতুন পুলিশ সুপারের তালিকায় রয়েছেন অনুপম সিংহ (মালদা), সূর্যপ্রতাপ যাদব (বীরভূম), জসপ্রীত সিং (কোচবিহার), মিস পুষ্পা (বারাসত), ঈশানী পাল (ডায়মন্ড হারবার), রাকেশ সিংহ (ইসলামপুর), শচীন (মুর্শিদাবাদ), সানি রাজ (হুগলি-গ্রামীণ), অলকানন্দা ভাওয়াল (বসিরহাট), পাপিয়া সুলতানা (পশ্চিম মেদিনীপুর), সুরিন্দর সিংহ (জঙ্গিপুর) এবং অংশুমান সাহা (পূর্ব মেদিনীপুর)।

বিশেষ করে বারাসতের এসপি প্রিয়ব্রত রায়ের বদলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি অভিযানের সময় তাঁর উপস্থিতিই কি এই বদলির কারণ? সোমবার বদল হয়েছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে। মঙ্গলবার বদলে দেওয়া হল হাওড়া, আসানসোল-দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর ও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারদেরও। নতুন চার কমিশনার হলেন যথাক্রমে অখিলেশ চতুর্বেদী, প্রণব কুমার, অমিতকুমার সিংহ ও সুশীলকুমার যাদব।

এই রদবদলের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার কমিশনকে ফের একহাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা

এরপর দশের পাতায়

- উত্তরবঙ্গের এডিজি পদে কমিশন এনেছে কে জয়রামনকে
- দক্ষিণবঙ্গের এডিজি করা হয়েছে রাজেশকুমার সিংকে
- কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

শহরে ফের জল ভোগান্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজে বাঁধের সমস্যার কারণে শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। গত তিনদিন ধরে জল আসছে না শহরের একাধিক এলাকায়। কোনও কোনও এলাকায় একবেলা করে জল মিলছে। কোথাও আবার জলের ‘প্রেশার’ এতটাই কম যে সুতোর মতো জল পড়ছে।

পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তা ক্যানালে জল না থাকায় ‘ইনটেক ওয়েলে’ চাহিদা অনুযায়ী জল পৌঁছাচ্ছে না। যে কারণে জল উত্তোলন করা যাচ্ছে না। তাই পরিশ্রুত পানীয় জল শহরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনা অনুযায়ী এদিন রাতে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা জল ছাড়বে। এরপর সেই জল ইনটেক ওয়েল পর্যন্ত পৌঁছালে জল উত্তোলন হবে। বুধবার সকালে জল পরিশোধন করে শহরে পাঠানো হতে পারে। তবে চাহিদা অনুযায়ী জল দেওয়া যে সম্ভব নয় তা দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়ে দিয়েছেন। সকাল থেকেই আবার লকগেট বন্ধ করে দেবে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, ‘তিস্তা ব্যারেজের বাঁধে কোনও একটা সমস্যা হয়েছে। যে কারণে ওরা লকগেট বন্ধ করে রেখেছে। বুধবার কিছুটা জল ছাড়বে বলেছে। সেইমতো আমরাও চেষ্টা করছি পরিষেবা কিছুটা স্বাভাবিক করার।’

এদিকে পানীয় জল না পেয়ে সমস্যায় সাধারণ মানুষ। সন্তোষীনগরের বাসিন্দা রাম শর্মার বক্তব্য, ‘একে তো নিকাশিনালার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খাবার জল সংগ্রহ করতে হয়। এখন তো আবার জলও পাচ্ছি না। পাশের বাড়ির কুয়ো থেকে জল টেনে আনছি।’ ফুলেশ্বরীর বসিন্দা রেবা সরকার বলেন, ‘জল নিয়ে খুব

- গত তিনদিন ধরে জল আসছে না শহরের একাধিক এলাকায়
- তিস্তা ক্যানালে জল না থাকায় ‘ইনটেক ওয়েলে’ চাহিদা অনুযায়ী জল পৌঁছাচ্ছে না
- বুধবার সকালে জল পরিশোধন করে শহরে পাঠানো হতে পারে

ভুগতে হচ্ছে আমাদের। জল কিনে এনে খেতে হচ্ছে। মাঝেমাঝেই জলের সমস্যা হয়।’

বছর দুয়েক আগেও বর্ষায় গজোলডোবায় তিস্তার বাঁধ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে কারণে ওই সময় লকগেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। লকগেট খুলে দেওয়ার কারণে সমস্ত জল বেরিয়ে যাওয়ায় তিস্তা ক্যানালে জল পৌঁছাচ্ছিল না।

এরপর দশের পাতায়

অসময়ের তুষারপাত

তুষারে ঢাকা পড়েছে পথঘাট। হিমাচলপ্রদেশের লাহুল ও স্পিতিতে। মঙ্গলবার।

বদল ও বদলার হাওয়া মুখে মুখে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে রায়গঞ্জ

অরুণ ঝা

রায়গঞ্জ, ১৭ মার্চ : ডিগবাজি, বিশ্বাসঘাতক, ঘরের শত্রু ইত্যাদি যেন রায়গঞ্জের রাজনীতির কিওয়ার্ড। এই কেন্দ্রের যেখানেই যাবেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা কানে আসবে তার মর্মার্থ ওই শব্দগুলিতেই থাকে। বাহিন যাওয়ার পথে মধুপুরে বট গাছের তলায় লক্ষ্মী বর্মনের ছোট্ট চায়ের দোকানের আড্ডাতেও ভেসে এল একই আলোচনা। গল্পচ্ছলে সুপেন্দ্র দাস বললেন, ‘উপনির্বাচনে কী হয়েছে সবার জানা।’

কী হয়েছিল? স্পষ্ট না বললেও রায়গঞ্জের এখানে-সেখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত। কর্ণজোড়ায় আখের রস বিক্রেতা বিমল বিশ্বাসকে ভোটের হাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এল, ‘হাওয়া বুঝে কী লাভ? সবাই তো বেইমান সেজে টাকা ও পদের লোভে জার্সি পালটান। ২০২১ সালের পরের ঘটনা জানেন না?’

২০২১-এ কী ঘটেছিল? বিজেপি জিতেছিল। কে জিতেছিলেন? কৃষ্ণ কল্যাণী। যিনি ডিগবাজি খেয়ে যোগ দেন তৃণমূলে। পরে উপনির্বাচনে জিতে তৃণমূল বিধায়ক হন। কৃষ্ণই ফের তৃণমূল প্রার্থী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে। মধুপুরের চায়ের দোকানে বসে সেকথাটাই

শীতগ্রাম এলাকায় বেহাল রাস্তা।

বলছিলেন সুপেন্দ্র।

তাঁর মোদ্দা কথা, ‘২০২১ সালে রায়গঞ্জের মানুষ বিজেপিতে আস্থা রেখেছিল। কিন্তু বিধায়ক সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শিবির বদল করেছিলেন। মানুষ সেটা ভোলেননি।’ ফুট কাটলেন ওই চায়ের দোকানের মালিক লক্ষ্মী, ‘নিজের মাকে ছেড়ে সৎমা ধরলে যা হয়, রায়গঞ্জের রাজনীতি তার দৃষ্টান্ত।’

আমজনতার এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়তে হবে কৃষ্ণকে। তাঁর আরেক কাঁটা তৃণমূলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে প্রবল কাজিয়া। যে কারণে তৃণমূলেরই কেউ কেউ রায়গঞ্জকে ‘লস্ট কেস’ ভাবেন। প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে তাই তেমন গুঁতোগুঁতি ছিল না। সমস্যা রায়গঞ্জ শহর নিয়েও। চার বছর পুরভোট হয়নি। চাপিয়ে দেওয়া প্রশাসকমণ্ডলীর ‘অগণতান্ত্রিক’ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই শহরে। পরিষেবা তলানিতে।

সাইকেলে গুটখা ও সিগারেট বিক্রেতা বন্দর এলাকার বাসিন্দা মদনকুমার সাহার ভাষায়, ‘পুর নির্বাচন করাতে এত ভয় কেনও? এদিকে অর্থের অভাবে পুরসভা ধুঁকছে। পরিষেবার মান বলার মতো নয়।’ প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সন্দীপ বিশ্বাস ও অরিন্দম সরকারের সঙ্গে কৃষ্ণের কাজিয়া কয়েক মাস আগে প্রকাশ্যে এসেছিল। রায়গঞ্জে বিধানসভার উপনির্বাচনে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে কৃষ্ণ জিতলেও আলোচনায় ঘুরে-ফিরে আসছে লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে পিছিয়ে থাকার তথ্য।

ঘাসফুল শিবিরের ভোট ম্যানেজার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ- অধিকাংশই উপনির্বাচনের ফলকে গুরুত্ব দেন না। বরং কমলাবাড়ির বাসিন্দা অজয় সূত্রধরের কথা অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহী। তাঁর কথায়, ‘যদি ছাপ্পা ভোট না হয়, তাহলে বিজেপির পাল্লা ভারী। ঝামেলা এড়াতে আমরাই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরি। বাকিটা বুঝে নিন।’

এরপর দশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিন্ধ্যাচল স্টেশনে ট্রেনের সাময়িক স্টপেজ

চৈত্র নবরাত্রি মেলার সময় নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ১৯.০৩.২০২৬ থেকে ০২.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিন্ধ্যাচল স্টেশনে ০২ (দুই) মিনিটের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুসারে সাময়িকভাবে থামবে :

ট্রেন নং ও নাম	বিন্ধ্যাচল-এ সময়সূচি (১৯.০৩.২০২৬ থেকে ০২.০৪.২০২৬)	
	পৌ.	ছা.
১২৩৩৫ ভাগলপুর - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস	১৯.০৫	১৯.০৭
১৫৬৪৮ গুয়াহাটি - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস	১৯.০৫	১৯.০৭

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পুরস্কৃত নীতা আম্বানি

নিউজ ব্যুরো

১৭ মার্চ : কেআইএসএস হিউম্যানিটেরিয়ান পুরস্কার পেলেন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন নীতা এম আম্বানি। সোমবার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (কেআইএসএস)-এর ক্যাম্পাসে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন শ্রীলঙ্কার নোবেলজয়ী অধ্যাপক মোহন মুনাসিংহে। উপস্থিত ছিলেন কেআইএসএস, কেআইআইটি এবং কেআইএমএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্ত, প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আধিকারিক এবং পড়ুয়ারা।

পুরস্কার নেওয়ার পর নীতা বলেন, 'এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিলেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। তবে এই পুরস্কার শুধু আমার একার নয় রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের পুরো টিম এই পুরস্কারের অংশীদার।'

যোগানের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং এনবি২৫৬১৪৩৩, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৬। পিএল. কোড (গ্রুপ):** ৩০৫২০১১৩০০৩৬। **কাজের নাম:** ড্রয়িং নং. এন.এফ. রেলওয়ে/২০১৮/১০/০৫২৪ অনুসারে কোচসমূহে সংলগ্ন করা বায়োটয়লেটে প্রাকৃতিক ভেন্টিলেশন সিস্টেমের যোগান এবং রেট্রো ফিটমেন্ট (এম). মেটেরিয়েল স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং অনুসারে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **পরিমাণঃ** ২২০০ টি। **বায়না রাশি:** ৭৩,৭৩০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার নং. এনবি২৬৫১৮৬, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৬। পিএল. কোড (গ্রুপ):** ৩৩০৯০১৩৭০০৫০। **কাজের নাম:** কিউমিন্স ডিজেল ইঞ্জিনের মডেল নং. কেটিএ৫০জি৩০, পার্ট নং. ৫৫৩০৯৬৪ এর জন্যে রেডিয়েটের এসেমব্লির যোগান, মেকঃ কিউমিন্স। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ১২ মাস]। **পরিমাণঃ** ৪ টি। **বায়না রাশিঃ** ১,৩১,৫৬০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার নং এনবি২৬৫১৮৮, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৬। পিএল. কোড কোড (গ্রুপ):** ৬৬১০৫৪৯০০১০১। **কাজের নাম:** কেবিআই পার্ট নং. ৭৭৮০৬৫ অনুসারে ১১ ইঞ্চি বিএমবিএস ব্রেক সিলিণ্ডারের জন্যে (কেবল নোর ডিজাইন) পুশ সংলগ্ন দ্বারা প্রাম এসেম্বলী। **পরিমাণঃ** ২০০ টি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **বায়না রাশিঃ** ৫৭,০০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার নং. এনবি২৬৫২০৩, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৬। পিএল. কোড কোড (গ্রুপ):** ৩৫২৮০০৫৪০০২১। **কাজের নাম:** পরিশিষ্ট-১ এ থাকা টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে গরমজল এবং ক্লীনিং এজেন্টের ব্যবহারের দ্বারা বিসিএনের জন্যে ক্লাস ই সিটিআরবির হেতু ডি-কাপ ক্লীনিং মেশিনের যোগান, স্থাপন/কমিশনিং। মেকঃ ইনভোটেক অথবা সেইধরণের উপযুক্ত। **পরিমাণঃ** ০১ টি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। **বায়না রাশিঃ** ৯৯,৮৯০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Nimai Pramanik, S/o- Sunil Pramanik, R/O- নটুয়ারপাড়, P.O. ঘেঘিরঘাট, P.S. কোতয়ালি, Dist. কোচবিহার (WB)। আমার আধার কার্ড নং- 370682456629-এ ভুলবশতঃ আমার নাম Mohammed Noor Alam, S/O- Mohammed Anwar থাকায় গত 16-03-2026 নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nimai Pramanik, S/O- Sunil Pramanik হলাম। Nimai Pramanik, S/O-Sunil Pramanik এবং Mohammed Noor Alam, S/O- Mohammed Anwar উভয়ই একই ব্যক্তি। এখন থেকে আমি Nimai Pramanik, পিতা- Sunil Pramanik নামে পরিচিত হইব। আমার সঠিক জন্ম তারিখ- 13-04-2002.

কর্মখালি

Urgent Recruitment. B.Tech/ Diploma in Civil & Mechanical Engineer (Experienced/ Fresher). Male/Female Computer operator knowing Tally. Site Supervisor/Manager (Experienced/Fresher). Email :- engineers0077@gmail.com (C/121095)

হারানো প্রাপ্তি

WB Gramin Bank, COB Branch, আমার RIDC (No - 4000121230132528), কিশোর সূত্রধর, উপরিউক্ত RIDC টি হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 15 দিনের মধ্যে। মো - 8927503862.

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+ বয়স 30-40 পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 8617318416. (C/121094)

•

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে AB+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9093791940. (C/121085)

অ্যাফিডেভিট

আমি Amina Sarkar, W/O- Rejaul Karim Vill- Malahar, P.O. Chorolmoni, P.S- Chanchal Dist- Malda, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 12317. আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 11/3/26 এ E.M. কোর্ট চাঁচল মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে SK Arnuman Srkar থেকে Arnuman Sarkar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115479)

•

I, MD Mokarim, S/o- Abdul Malek, Vill- Maheshpur, P.O.- Gangadevi, P.S- Ratua, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 07/03/2026 before the JM 1st court at Malda that my daughter Mehek Rima and Mehek Rimi is the same and one identical person. (C/121092)

•

My actual name is Mahendra Kumar Limbu S/O Harka Bahadur Limbu aged about 57 yrs. Hindu by religion, Govt Service by occupation R/O Vill- Budhkaran, PO/PS- Naxalbari, Dist- Darjeeling (WB)-734429. In the Service Record, my name wrongly written as Mahendra Kumar. By affidavit on 17.02.2026, before Notary Public, Siliguri, I declare my name as ' Mahendra Kumar Limbu' in place of 'Mahendra Kumar.' Mahendra Kumar Limbu & Mahendra Kumar is same & one identical person & I am that person. (K/D/R)

•

নিজ আধার ও ভোটার কার্ডে এবং জন্মশংসাপত্রে নাম Shereen Jahan Islam D/O Md. Ferdosh Islam এবং মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, রেজিস্ট্রেশন, পাস সার্টিফিকেট ও মার্কশিটে নাম Shereenjahan Islam D/O Md. Ferdosh Islam থাকায় 06.03.2026 দিনহাটা JM (1st.Cl.) কোর্টে 2576 নং অ্যাফিডেফিট বলে এক অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম। Shereen Jahan Islam, সাং-W/ no.07, Dinhata. (S/M)

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে মার্চ' ২০২৬ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	২৫-০৩-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	২৫-০৩-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	২৫-০৩-২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল্ ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১২-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** টংলা-হরিসিঙ্গা সেকশনের ৪৩/৩-৬ কি.মি. অবস্থানে ৬০ নং সেতুর নিকট ধূলসি নদীতে সুরক্ষা কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,০১,৭৪,৭৯৮.৮১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৫,০০,৯০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং টেন্ডার নথি **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

SILIGURI TEA TRAINING INSTITUTE NEAR NORTH BENGAL UNIVERSITY

8372059506/ 9800050770

PG Diploma in Tea Management 6 months Course Fee Rs 50000/-. Certificate in Tea Management 4 months Course Fee Rs 30000/-

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২২ তারিখঃ ১৪.০৩.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য: অভিজ্ঞতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২২; কাজের নাম :** মালদা টাউন ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং প্যানেল রুমে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; **টেন্ডারের মূল্য :** ₹ ৯৩,৯৪,৫১৩.০৬; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৮৭,৯০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৩.২০২৬ থেকে ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** নোটিশ বোর্ডঃ সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/মালদা টাউন; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

MLD-374/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

কামাখ্যা-চার্লাপল্লী-কামাখ্যা অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা

১৫৬৭৩/১৫৬৭৪ নম্বর চার্লাপল্লী-কামাখ্যা-চার্লাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা নিচের বিবরণ অনুযায়ী হবে:-

ট্রেন নং. ১৫৬৭৩ চার্লাপল্লী থেকে ১৮-০৩-২০২৬ (বুধবার)		স্টেশন	ট্রেন নং. ১৫৬৭৪ কামাখ্যা থেকে ২২-০৩-২০২৬ (রবিবার)	
আগমন	প্রস্থান		আগমন	প্রস্থান
—	১৯:৪০	চার্লাপল্লী	১৪:৪০	—
০১:৪০	০১:৫০	বিজয়ওয়াড়া জং	০৮:২০	০৮:৩০
০৬:২০	০৬:২২	সমলকোট জং	০৪:০০	০৪:০২
১০:৪০	১০:৫০	বিজয়নগরম জং	০০:৩৫	০০:৪৫
১৭:০০	১৭:০৫	ভুবনেশ্বর	১৮:৫০	১৮:৫৫
০০:৫০	০০:৫৫	খড়গপুর জং	১৩:৪০	১৩:৫০
০৯:১৫	০৯:২৫	মালদা টাউন	০৬:৪০	০৬:৫০
১২:৫০	১৩:০০	নিউ জলপাইগুড়ি	০২:১০	০২:২০
১৫:৩৩	১৫:৩৫	নিউ আলিপুরদুয়ার	২৩:৩৮	২৩:৪০
১৬:৪০	১৬:৪২	কোকরাঝার	২২:৩০	২২:৩২
১৮:৩৬	১৮:৩৮	গোয়ালপাড়া টাউন	২০:৫২	২০:৫৪
২২:০০	—	কামাখ্যা	—	১৯:০০

অন্যান্য স্টপেজ : নালগোন্ডা, গুন্টুর জং., গুডিভাদা জং., ভীমাভারম টাউন, তনুকু, রাজামুন্দ্রি, দুভাদা, পেন্দুর্তি, শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুরদা রোড জং., কটক, জাজপুর কে রোড, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, ডানকুনি, বোলপুর এস নিকেটন, রামপুরহাট, বারসোই জং, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, গোসাইগাঁও হাট, নিউ বঙ্গাইগাঁও, অভয়পুরী আসাম, দুধনই এবং ছয়গাঁও।

গঠন : স্লিপার ক্লাস (আটটি), সেকেন্ড ক্লাস (এগারোটি), এলএসএলআরডিপিপি (দুটি), প্যান্ট্রি কার (একটি) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সূর্যকমল রেলওয়ে স্টেশনে উচ্চস্তরীয় প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০৮ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার মণ্ডলের সূর্যকমল রেলওয়ে স্টেশনে উচ্চস্তরীয় প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪,৫৯,৯৮,৯৭৩.১৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৮০,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ০৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৪৩/২০২৫-২৬, তারিখ: ১২-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/৫১৪৮/ওটি/২২৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ৫২ কেজি রেলের জন্য জগলড ফিশ প্লেট প্রস্তুত ও সরবরাহ, যা আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৪৮ অল্ট. ১ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-১-২০২১ অনুযায়ী। প্রতি সেটে থাকবে দুটি ফিশ প্লেট, দুটি ক্ল্যাম্প (আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৫৫ অনুযায়ী) এবং দুটি ক্ল্যাম্প (আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৫৫/১ অনুযায়ী), এছাড়া ড্রয়িং নং টি-১১৫১১ অনুযায়ী দুটি নাট ও বোল্টসহ সিঙ্গল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার (ড্রয়িং নং টি-১০৭৭৩) এবং ফিশ প্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন (সর্বশেষ সংশোধন) অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেম: ফিশপ্লেট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ – ৮১৬৮ সেট, এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং – ৬০২৫৯০৫৭২৩০৫।

ক্রম নং: ২; টেন্ডার নং: ৬০/২৬/৫০১০এ/ওটি/২২৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৮-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) ডুয়াল স্ট্যাটিক ইলেকট্রনিক ওয়াগন ওয়েই ব্রিজ (৫০ এমটি), সংযুক্ত অ্যানেক্সারে উল্লিখিত সমস্ত বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, প্রযুক্তিগত তথ্য ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (১) পরিমাণ – ১ সেট, এসএসই/ডব্লিউএস/টিনধারিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং – ৬৫৩২০০৬৯০০১৫। (২) ৫ বছরের জন্য সমন্বিত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০ %, শুরু হবে বছর: ২-এর পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, ধাপ: ০] আইটেমের ধরন: এএমসি। এসএসই/ডব্লিউএস/টিনধারিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ – ১ সেট। পি.এল. নং – ৬৫৩২০০৬৯।

ক্রম নং: ৩; টেন্ডার নং: ৬১/২৪/৫৪৭১ই/ওটি/২২৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২০-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডুয়াল গেজ ১ ইন ১২ টার্ন আউট (টি/ডি ভ্যারিয়েন্ট) আরএইচ/এলএইচ টার্ন-আউট, ইউআইসি ৬০ কেজি রেল (ডুয়াল গেজ পিএসসি স্লিপারে বসানোর জন্য) সহ থিক ওয়েব সুইচ এবং ওয়েল্ডযোগ্য সিএমএস ক্রসিংসহ রেল, সমস্ত উপাদান, ফিটিংস ও ফাস্টেনিং সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ (পিএসসি স্লিপার, ইআরসি এমকে-ভি ব্যতীত), আরডিএসও প্রত্যয়িত বিক্রেতাদের দ্বারা (১ ইন ১২ টার্ন আউট সরবরাহের জন্য), যাদের কাছে এই উপকরণ বিশ্বে যে কোনো স্থানে সরবরাহ ও সন্তোষজনকভাবে কার্যকর থাকার প্রামাণ্য নথি রয়েছে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩৬ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। সিনিয়র ডিইএন/সি/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১৪ সেট। পি.এল. নং – ৬০০৬০২৬৮।

ক্রম নং: ৪; টেন্ডার নং: ২০/২৬/৫০০১/ওটি/২৩০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ৩-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ট্র্যাকশন মোটর (রেজিস্ট্যান্স রিং মেকানিক্যালি ইন্টারলকড টু এন্ড প্লেট ডিজাইন রোটর, স্কিম-II টাইপ ৬এফআরএ-৬০৬৮) বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য, অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সরসহ, সিএলডব্লিউ পি.এল. নং: ২৯৯৪০৬০৬ এবং সিএলডব্লিউ ড্রয়িং নং ওটিডব্লিউডি.০৯৬.০০১ অল্ট.-৩ অথবা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং সিএলডব্লিউ/২০০৮/৩পিএইচ টিএম/এসটিআর/০০০১ রেভ-১ অল্ট-১, জুলাই ২০২২ অথবা সর্বশেষ, এবং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮০ রেভ-১ অল্ট-৩ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (সমস্ত স্পেসিফিকেশন ও মাত্রা সিএলডব্লিউ পি.এল. নং, ড্রয়িং নং এবং এসটিআর নং অনুযায়ী হতে হবে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ২১০০৪৩৮, ৩-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টি.এম. টাইপ ৬এফআরএ-৬০৬৮, ৩-ফেজ লোকোমোটিভের জন্য, ড্রয়িং নং ওটিডব্লিউডি.০৯৬.০০১ অল্ট-৩, স্পেসিফিকেশন নং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮১ (স্কিম-II ডিজাইন রোটরসহ) এবং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮০ (স্কিম-I ডিজাইন রোটরসহ) এবং এসটিআর নং সিএলডব্লিউ/২০০৮/৩পিএইচটিএম/এসটিআর/০০০১ (মেজর) সাব আইটেম: শূন্য] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। এসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ৬ টি। পি.এল. নং – ২৯৯৪০৬০৬।

ক্রম নং: ৫; টেন্ডার নং: ৩০/২৫/১১৮৭সি/ওটি/২৩১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৫-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বিবরণ:- এলএইচবি কোচের জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ব্রেক ডিস্ক। উপাদান স্পেসিফিকেশন:- আরডিএসও এসটিআর নং আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০২ (রেভ.-৩) অনুযায়ী। ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টি আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০২ (রেভ.-৩)-এর ধারা নং ১৬ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৭২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০২৯৯, এলএইচবি কোচ এবং বন্দে ভারত ট্রেন সেটসহ ইএমইউ-ইউএস ও মেমু-ইউএস-এর জন্য ব্রেক ডিস্ক, সাব আইটেম: এলএইচবি কোচের জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ব্রেক ডিস্ক] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১১৮ টি। ii) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে(আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১১৫ টি। পি.এল. নং – ৩৩৫০৯৬৮২।

ক্রম নং: ৬; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/০১০৪/ওটি/২৩২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১১২০০ মিমি ০/আর (কার্ভড) ফ্যান-আকৃতির সুইচের নির্মাণ ও সরবরাহ, ১ ইন ১৬ টি/আউটের জন্য, ব্রড গেজ ৬০ কেজি (ইউআইসি) পিএসসি স্লিপারের উপর, আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৬৯২ অল্ট.০৪ অনুযায়ী; স্টক রেল এবং সমস্ত অংশসহ সম্পূর্ণ, যার মধ্যে চেক রেল, এনসিজিআরএসপি (ড্রয়িংয়ে তালিকাভুক্ত), প্লেট স্ক্রু, ফিশ প্লেট ও ফিশ বোল্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইআরসি এবং ইনসুলেটিং লাইনার ব্যতীত, আরডিএসও ড্রয়িং নং আরটি-৫৬৯২ (সর্বশেষ সংশোধন) অনুযায়ী সম্পূর্ণ। আইআরএস স্পেসিফিকেশন আইআরএস টি-১০ অফ ২০২৫ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০০৪৫, ওভার রাইডিং কার্ভড সুইচেস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ – ১২ সেট, বঙ্গাইগাঁও ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. = ৬০০৬০২০৭।

দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটটিতে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের যদি ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উৎপাদন, সরবরাহ এবং স্থাপনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০১/২০২৬/এলএমজি, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং :** ডিসিবিএল০১২০২৬এমএলজি; **কাজের নাম :** এসএসই/বিজার/বঙ্গাইগাঁও এবং রাঙ্গাপাড়া নর্থ -এর আওতাধীন ৮৩টি ওডব্লিউজি গার্ডারের টপ কর্ড-এর পরিদর্শন ব্যবস্থার উৎপাদন, সরবরাহ এবং স্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ৩৮,৪২,৩১,১৫৭.৪৪/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২০,৭১,২০০/- টাকা; **টেন্ডার নং :** ডিসিবিএল০২২০২৬এমএলজি; **কাজের নাম :** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ/প্রধান সেতু-লাইন ইউনিটগুলির ইন্টেলিজেন্ট ওয়াটার লেভেল মনিটরিং ইনস্ট্রুমেন্ট (ডব্লিউএলএমআই) -এর দুই বছরের রক্ষণাবেক্ষণ (উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সেতুর স্থানে অবস্থিত দূরবর্তী স্থানে দুই বছরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি সহায়তা এবং হার্ডওয়্যারের এএমসি)। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ৫,২৮,৬৫,৭০৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,১৪,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির গ্রহণের **বন্ধের** তারিখ ও সময় হলো ০৬-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় হলো ১৫:০৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথির **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পুনঃ নিযুক্তির অধিসূচনা

নং. ই/২৮৩/সিওএন/গেজেটেড/রি-এংগেজমেন্ট তারিখ: ০৫/০৩/২০২৬

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকবর্গের ঠিকা ভিত্তিক পরামর্শদাতা হিসেবে পুনঃ নিযুক্তির অধিসূচনা

অনুসূচি		
(ক)	অধিসূচনা প্রকাশের তারিখ:	০৬-০৩-২০২৬
(খ)	আবেদনের অন্তিম তারিখ:	২৬-০৩-২০২৬

১। রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০২৪/ই(জিআর)।/৩৮/১ {নং ২০২৪/এনএফআর/অফিসার্স/রি-এংগেজমেন্ট/০০১}, তারিখ ২৯-০৮-২০২৪ এবং ২০২৪/ই(জিআর)।/৩৮/১, তারিখ ০৮-১১-২০২৪ অনুসারে যোগ্যতার নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করা ইচ্ছুক অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে আধিকারিকবর্গের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি) থেকে উনাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ সংস্থায় সেবার জরুরী পরিস্থিতিতে **"অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকবর্গের পুনঃ নিযুক্তি"** যোজনার অধীনে নির্দিষ্ট মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে পরামর্শদাতা হিসেবে পুনঃ নিযুক্তি প্রদান করার জন্যে আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে:

(ক) বয়স: ০১/০৮/২০২৫ তারিখে ৬৫ বৎসরের নিচে হইতে হবে।

(খ) অবসরের সময়ে পে লেভেল: কেবল জেটিএস (লেভেল-১০) এবং গ্রুপ-বি (লেভেল-৮ এবং লেভেল-৯) থেকে অবসরপ্রাপ্তগণ।

(গ) মহাপ্রবন্ধক জেটিএস (লেভেল-১০), এসটিএস (লেভেল-১১) এবং জেএজি (লেভেল-১২) থেকে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে আধিকারিকদের জেটিএস (লেভেল-১০) এবং এসটিএস (লেভেল-১১) এর খালি পদসমূহের বিপরিতে পুনঃ নিযুক্তি প্রদান করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

(ঘ) গ্রুপ-বি(লেভেল-৮ এবং লেভেল-৯) থেকে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কেবল গ্রুপ-বি (লেভেল-৮ এবং লেভেল-৯) এর খালি পদসমূহের বিপরিতে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন।

(ঙ) লেভেল-১৩ থেকে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জেএজি(লেভেল-১২) এর খালি পদসমূহের বিপরিতে পরামর্শদাতা হিসেবে পুনঃ নিয়োগ করতে পারবেন।

২। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে আধিকারিকদের পুনঃ নিযুক্তি নিম্নলিখিত বিভাগসমূহে প্রস্তাব করা হয়েছে:-

(ক) ইঞ্জিনিয়ারিং

৩। **বিভাগ অনুসারে খালি পদসমূহ নিম্নরূপে প্রদান করা হল:-**

ক্রমিক নং	বিভাগ	মোট খালি পদের সংখ্যা	
		শ্রেণী	মোট খালি পদের সংখ্যা
১	ইঞ্জিনিয়ারিং	জেএজি	২
২		এসএস	৪
		মোট	৬
		যোগ্যতা	(লেভেল-১২ এবং ১১) থেকে অবসরপ্রাপ্ত

৪। পুনঃ নিযুক্তির শর্তাবলি সংযোজনী-এ হিসেবে সংলগ্ন করা হয়েছে।

৫। আবেদনের নির্ধারিত বিন্যাস সংযোজনী-বি হিসেবে সংলগ্ন করা হয়েছে।

টোকা: এই যোজনা কেবল ৩১-১২-২০২৬ পর্যন্ত বৈধ হবে।

সংলগ্নসমূহ:
(ক) শর্তাবলি (সংযোজনী-এ)
(খ) নির্ধারিত প্রফর্মা (সংযোজনী-বি)

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.nfrlyconstruction.org→Important Notices** ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করুন।

মহাপ্রবন্ধক (পি)/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোত্র, দুপুর ১.০০ সংগম, বিকেল ৪.০০ রকি, সন্ধে ৬.৪৫ পাওয়ার, রাত ১০.১৫ আনন্দ আশ্রম

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাদশা-দ্য কিং, দুপুর ১.০০ বড়বউ, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ বাদশা-দ্য ডন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মামা ভাগ্নে, বেলা ১১.৩০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.০০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, সন্ধে ৭.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ১০.৩০ মনে মনে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমান্তরাগ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ত্রিশূল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.০৭ দঙ্গল, বিকেল ৪.৫৬ হাউসফুল-থ্রি, সন্ধে ৭.৫০ কুবেরা, রাত ১১.১৭ অতিথি তুম কব জায়োগে

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.১০ টাইগার জিন্দা হ্যায়, বিকেল ৩.৪০ কৃষ্ণা কটেজ, সন্ধে ৬.১৫ টারজান দ্য ওয়ান্ডার কার, রাত ৯.০০ ওয়েলকাম, ১১.৪৮ ধুম-টু

জি সিনেমা : বেলা ১১.০৪ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.৪৯ রেইড-টু, বিকেল ৪.৪০ বীরা : দ্য পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ সুপ্রিম খিলাড়ি, রাত ১০.২২ আচার্য

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০০ গড তুসসি গ্রেট হো, দুপুর ১.৪১ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৪.২০ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.২০ বিগ ধমাকা

ওয়াইল্ড ফাইটার্স বিকেল ৩.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

প্রেম আমার বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হাউসফুল-থ্রি বিকেল ৪.৫৬ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বাড়বে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মে দান করে তৃপ্তি পাবেন। আজ সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। বৃষ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা বাড়বে। দূরের কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সংসারে অশান্তি। আজ লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। সন্তানের পড়াশোনার উন্নতি দেখে মনে শান্তি পাবেন। আজ পুরোনো কোনও সমস্যার সমাধান হবে। কর্কট : কোনও আত্মীয়ের ব্যবহারে মানসিক কষ্ট বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে হতে পারে। বকেয়া টাকা ফেরত পাবেন। সিংহ : বহুদিনের হারানো কোনও দামি জিনিস পুনরুদ্ধার হতে পারে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তদের আজ স্বীকৃতি ও সম্মানলাভের যোগ আছে। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। তুলা : সন্তানের মেধার বিকাশ ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ দেখে স্বস্তি পাবেন। আজ কোনও কারণে কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : সংসারে কেউ কেউ আপনার বিরোধিতা করতে পারে। বহুব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে বাধা পড়বে। আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। ধনু : যে কোনও কারণেই আজ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কোনও বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। মকর : সমাজে আপনার যুক্তিপূর্ণ বঞ্চনার কারণে প্রশংসিত হবেন। রাজনৈতিক কর্মীদের কাজের চাপ আরও বাড়বে। কুম্ভ : দীর্ঘদিন ধরে ভাইবোনদের সঙ্গে চলা বিবাদ আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হবে। মীন : অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ফাটকা ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৭ ফাল্গুন, ১৮ মার্চ ২০২৬, ৩ চ'ত, সংবৎ ১৪ চৈত্র বদি, ২৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৯, অঃ ৫।৪৩। বুধবার, চতুর্দশী দিবা ৭।৪৮। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৩৬। সাধ্যযোগ প্রাতঃ ৬।১০ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।২৪। শকুনিকরণ দিবা ৭।৪৮ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৭।২৩ গতে নাগকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৩৮ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৩৬ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ,শেষরাত্রি ৫।৩৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৭।৪৮ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।৪৭ গতে ১০।১৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৭ গতে ৪।১৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে লন্ডভন্ড দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলার নানা অংশ

উড়ল বিক্ষোভ মঞ্চের অস্থায়ী ঘর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ঝড়ের জেরে শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে সোমবার রাতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাওয়াখালির মাঠে ভূমিরক্ষা কমিটির অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানের সমস্ত অস্থায়ী ঘর ঝড়ে ভেঙে উড়ে গিয়েছে। টিন ও বাঁশের কাঠামো ধরে কোনওরকমে আন্দোলনকারীরা প্রাণে বেঁচেছেন।

মঙ্গলবার কাওয়াখালির মাঠে গিয়ে দেখা গেল বাঁশ, টিন দিয়ে তৈরি অস্থায়ী পাঁচটি ঘর ভেঙে গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ঘরের একাংশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিন সকাল থেকে আন্দোলনকারীরা ঘর তৈরির কাজ শুরু করেছেন। ঝড় চলাকালীন বিক্ষোভ মঞ্চে ছিলেন চন্দন দাস। তিনি বলেন, 'ঝড় শুরু হতেই ঘরের টিনগুলো উড়ে চলে যায়। সেই টিন যদি উড়ে কারও গায়ে লাগত, তাহলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। দুটো টোটো ছিল, যেগুলি উলটে যায়। কয়েকজন মিলে একটি টিন ধরে রেখে বাঁচার চেষ্টা করি।'

কমল রায় নামে আরেক ব্যক্তি বলেন, 'মঞ্চে প্রায় ১২ জন ছিলাম। ঝড় শুরু হতেই সব লন্ডভন্ড হয়ে যায়। খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ঝড় যেন আরও গতি নিয়ে বয়ে গিয়েছে।'

এদিকে, ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝড়ের জেরে টিনের অনেক ঘর ভেঙে যায়। ভেঙে পড়েছে বেশ কয়েকটি গাছও। ব্যাটালিয়ন মোড় সংলগ্ন ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলাতেও একটি গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে। রাতে বোঝা না গেলেও সকালে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায়। রাতে ঘর ভেঙে যাওয়ায় অনেক বাসিন্দা প্রতিবেশীদের বাড়িতে রাত কাটাতে বাধ্য হন। জয়দেবভিটার বাসিন্দা আলি মুন্সির ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে। রাতে পরিবার নিয়ে আলি প্রতিবেশীর বাড়িতে ছিলেন। তাঁর কথা, 'ঘর ঠিক করতে প্রশাসন সহযোগিতা করলে ভালো হয়।'

বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাঙ্গিনী, দধাগজ, বানিয়াপাড়া, জয়দেবভিটা, জটিয়াকালী, প্রধানপাড়ায় অন্তত ৫০টি টিনের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'কতজনের ক্ষতি হয়েছে, তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এরপর সেটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

ঝড়ে কাওয়াখালির মাঠে ভূমি রক্ষা কমিটির অস্থায়ী ঘর ভেঙে গিয়েছে।

> ঝড় শুরু হতেই ঘরের টিনগুলো উড়ে চলে যায়। সেই টিন যদি উড়ে কারও গায়ে লাগত, তাহলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। দুটো টোটো ছিল, যেগুলি উলটে যায়।
>
> **চন্দন দাস** আন্দোলনকারী

জল জমে নষ্ট শাকসবজির খেত

নকশালবাড়ি, ১৭ মার্চ : সোমবার রাতের ঝড়ে তছনছ হল নকশালবাড়ির একাধিক শাকসবজির খেত। মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শন করলেও ভোটের পর সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জনপ্রতিনিধিদের একাংশ। সোমবার রাতে চৈত্র মাসের ঝড়ে নকশালবাড়িজুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক গাছ, বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি বাড়ি। রাত থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছে ব্লক প্রশাসন। রঘুজোতে ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় দশ বিঘা জমির ফসল। করলা গাছ, ভুট্টাখেত, কুমড়োখেত সহ বিঘার পর বিঘা শাকসবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জল জমে নষ্ট হয়েছে বহু ফসল।

এদিকে, ঝড়ের দাপটে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের ৭৫টি সেগুন গাছ উপড়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন টুকরিয়াঝাড়ের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া। তিনি বলেন, 'জঙ্গল এবং আশপাশের এলাকা মিলিয়ে একশোর মতো গাছ পড়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি গাছ ঘরবাড়ি এবং বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে। আমরা রাত থেকে সেগুলো সরানো শুরু করেছি।'

নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ জানালেন, রাত থেকে গাছ কাটার কাজে মোতায়েন রয়েছে দল। হতাহতের কোনও খবর নেই। কয়েকটি বাড়িতে গাছ পড়েছে। তা নিয়ে ত্রাণ প্রদানের রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। এদিকে, নকশালবাড়ি বেঙ্গাইজোতে গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রামনাথ রায় এবং রমেন রায়ের বাড়ি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

বিদ্যুতের খুঁটির ওপর ভেঙে পড়েছে গাছ। কালিম্পংয়ে।

গাছ পড়ে যান চলাচল ব্যাহত জাতীয় সড়কে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : সোমবার রাতের কিছুক্ষণের ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড কালিম্পং। শুধু কালিম্পং শহরই নয়, ঝড়ে জেলাজুড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক বাড়ির ছাউনি উড়ে গিয়েছে, অনেক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে। আবার কিছু রাস্তায় গাছ পড়ে সাময়িক যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাশাপাশি মিরিকেও ওই রাতের ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। সেখানে রাস্তার ওপরে থাকা একটি ছোট গাড়ির ওপরে গাছ ভেঙে পড়ে তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, কোথাও কোনও জীবনহানির খবর নেই। তবে, কিছু এলাকায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু এলাকায় বিদ্যুতের তারের ওপরে গাছ পড়ে পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্লক থেকে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে ধীরে ধীরে কালিম্পং শহর এবং আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। তবে, মাঝেমধ্যেই লোডশেডিং হচ্ছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে পেডং, লাভা, আলগাড়ার সিংহভাগ এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাত অবধি বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

সোমবার সন্ধ্যায় কালিম্পংয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রচণ্ড গতিতে ঝড় হয়। সেই ঝড়ে শহরের বাগধারা এবং টাউন হলের সামনে দুটি বহু পুরোনো বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে। দুটি গাছই বিদ্যুতের তারের ওপরে পড়ায় হাইটেনশন এবং লো টেনশন তার সহ অন্যান্য কেবল ছিঁড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। এছাড়া আট মাইলে রাস্তায় ওপরে গাছ পড়ে রাতেই দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে কালিঝোরা এবং লোহাপুলের মাঝে গাছ পড়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোরে সেই গাছ সরিয়ে রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। সকালে কালিম্পংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছিল। তবে, নতুন করে ঝড়-বৃষ্টি না হওয়ায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি জানিয়েছে, ঝড়ে বহু জায়গায় হাইটেনশন এবং লো টেনশন বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়েছে। অনেক জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। সোমবার রাত থেকেই সেগুলি মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। এদিন দুপুর থেকে অনেক এলাকাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে।

শিল পড়ে ক্ষতি ডুয়ার্সের চা বাগানে

নাগরাকাটা ও ময়নাগুড়ি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার বিকেলের আধঘণ্টার শিলাবৃষ্টিতে নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকার অজস্র ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ সবথেকে বেশি সুলকাপাড়া সহ আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আপার কলাবাড়ি, হৃদয়পুর, পূর্ব হৃদয়পুর, কলাবাড়ি বস্তির মতো এলাকাগুলিতে। নাগরাকাটার পাশাপাশি ডুয়ার্সের বানারহাট ও মালবাজার এলাকাতেও বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে। ফলে বেশকিছু চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ময়নাগুড়িতে ঝড়ের ফলে বেশকিছু গাছ উপড়ে পড়ে। রাজ্য সড়কের ওপর গাছ পড়ায় যান চলাচল বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ।

শিলাবৃষ্টির ফলে সুলকাপাড়ার খয়েরবাড়ি কাঠপুল এলাকার বুনি খাতুন নামে এক মহিলার টিনের চাল ফুটো হয়ে যায়। বুনি বলেন, 'বিছানাপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত দরকারি জিনিসপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন কোথায় থাকব জানা নেই।' একই পরিস্থিতি সুলকাপাড়ার মালতী হাঁসদা নামে এক মহিলার বাড়ির। এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির সভাপতি রাজেন ফুয়েল বলেন, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে।' নাগরাকাটার বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল বলেন, 'ক্ষতির বিশদ রিপোর্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে।'

এদিকে পশ্চিম ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির একাংশে বড় আকারের শিল পড়ে। বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানের ম্যানেজার লালন বিশ্বকর্মা বলেন, 'সবে নতুন কুঁড়ি আসা শুরু হয়েছিল। শিলের ঘায়ে সব ঝরে গিয়েছে।' হলদিবাড়ি চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার রজত দেব বলেন, 'শিলাবৃষ্টির কারণে বাগানের একটি সেকশনে ক্ষতি হয়েছে।' চা বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বৃষ্টি আশীর্বাদ হলেও শিলাবৃষ্টি বাগানগুলির কাছে কার্যত অভিশাপ। শিল পড়লে চা গাছের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে পরবর্তীতে ছত্রাক সহ নানা ধরনের রোগপোকার হামলা শুরু হয়। এজন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কিছু পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।

ঝড়ে শ্মশানঘাট এলাকায় একটি বড় গাছ ভেঙে ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও দমকলের কর্মীরা গিয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। একইরকমভাবে ময়নাগুড়ি হাসপাতাল, শহরের মিলন সংঘ মোড়ে বড় গাছ পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পান কয়েকজন স্থানীয়। ঝড়-বৃষ্টির ফলে ময়নাগুড়ি বাজারে একটি তোরণ ভেঙে যায়। ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড়ে একাধিক বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়।

ঘাসফুলের বাজি হরিহর

উত্তরের ভোট-আয়না

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ মার্চ : রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের খেলা যে কতটা নাটকীয় হতে পারে ফের প্রমাণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের ছায়াসঙ্গী হরিহর দাসকে এবার শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার হরিহরের নাম ঘোষণা করতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে নগেনকে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। তারপর থেকেই গুঞ্জন ছিল, পদ্ম শিবিরে নাম থাকলেও নগেনের ঝোঁক আদতে ঘাসফুলের দিকেই। এবার তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তথা রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহরকে প্রার্থী করে তৃণমূল সেই জল্পনাকেই মান্যতা দিল। শীতলকুচি সহ জেলার অন্যান্য আসনে নগেনপন্থী রাজবংশী ভোটব্যাংকে থাবা বসাতেই তৃণমূলের এই কৌশলী চাল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শীতলকুচিতে নগেন-ঘনিষ্ঠ প্রার্থী

এদিন প্রার্থী হওয়ার পরই নগেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন হরিহর। তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়েছেন। হরিহর বলেন, 'উনি সবসময়ই আমাকে আশীর্বাদ করেন। আশা করছি এবারও তাঁর আশীর্বাদ পাব। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরই আমি শীতলকুচিতে এসেছি। এখানে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছি।' কোচবিহারের রাজনীতি ও গ্রেটার আন্দোলনে নগেন একটি বিতর্কিত নাম। কখনও তিনি বিজেপি আবার কখনও তৃণমূলের পক্ষে থাকেন।

তাঁর ঝুলিতে থাকা রাজবংশী ভোট পেতে দুই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও তাই নগেনকে কাছে রাখতে মরিয়া। নগেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও তিনি মাঝেমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। কিছুদিন আগে কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সহ একাধিক রাজ্য নেতারা এসেছিলেন। কিন্তু নগেন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরিবর্তে ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রাজ্য সরকারের মঞ্চে তাঁকে সংবর্ধনা নিতে দেখা যায়। এরপরেই বিজেপির সঙ্গে নগেনের দূরত্ব আরও প্রকট হয়। তখন থেকেই গুঞ্জন শুরু হয় তাহলে এবারের নির্বাচনে নগেনপন্থী ভোট কাদের দিকে যাবে?

সূত্রের খবর, বঙ্গবিভূষণ গ্রহণের আড়ালে তৃণমূলের সঙ্গে নগেনের একটি 'গোপন সমঝোতা' হয়েছে। জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, তিনি নাকি দাবি করেছিলেন কোচবিহারে একাধিক আসনে তাঁর মনোনীত প্রার্থী দিতে হবে। শীতলকুচিতে হরিহরের নাম ঘোষণায় সেই জল্পনা যে সত্যি এদিন তা স্পষ্ট হল। হরিহর দীর্ঘদিন ধরেই নগেনের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য আসনের মতো শীতলকুচিতেও রাজবংশী ভোট একটি বড় ফ্যাক্টর। এই আসনটি বর্তমানে বিজেপির দখলে রয়েছে। যদিও এখানকার বর্তমান বিধায়ক বরেন বর্মনকে সরিয়ে বিজেপি সাবিত্রী বর্মনকে প্রার্থী করেছে। ফলে এখানে বিজেপিই ফের জয়ী হবে নাকি বিজেপি সাংসদ নগেনের ছায়াসঙ্গী হরিহর জয়ী হবেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল তুঙ্গে। এই ব্যাপারে একাধিকবার নগেনকে ফোন করা হলে কোনও উত্তর মেলেনি।

তিন আসনে পুরোনোরা, ইসলামপুরে কানাইয়া

ভোট উৎসব '২৬

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ মার্চ : চোপড়া, চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর বিধানসভা আসনে বিদায়ি বিধায়কদেরই তৃণমূল কংগ্রেস ফের প্রার্থী করল। ইসলামপুর আসনে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কানাইয়ালাল আগরওয়ালের ওপর আস্থা রেখেছেন। বর্তমানে কানাইয়া ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি। বিধানসভা ভোটে ১১ বারের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীকে বাদ দিয়ে কানাইয়াকে প্রার্থী করায় চর্চা চরমে। ২০১৯ সালের লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল রায়গঞ্জ আসনে কানাইয়া প্রার্থী হলেও জিততে পারেননি। এবার প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হতেই কানাইয়ার গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট। তবে কথায় 'করিম কাঁটার' খচখচানিও রয়েছে।

কানাইয়া বলেন, 'আমার নাম ঘোষণা হওয়ার পর আমি করিম সাহেবকে ফোন করেছিলাম। ওঁর ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি কলকাতায় আছেন। ফিরলেই দেখা করব।' তাঁর সংযোজন, '২০১৯ সালের ভোটে করিম সাহেব নিজের জন্য যা পরিশ্রম করেননি আমি তাঁর জন্য সেই পরিশ্রম করেছি। তাই আশা করি করিম সাহেব সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন।' এই বিষয়ে জানতে করিমকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি কোনও সাড়া দেননি।

২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে কানাইয়া ইসলামপুর থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন।

শুভেচ্ছায় ভাসলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল (উপরে) ও গোলাম রব্বানি। মঙ্গলবার।

পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সেই সময় থেকেই কানাইয়া এবং করিমের দ্বন্দ্ব ওই এলাকায় ওপেন সিক্রেট।

অন্যদিকে, চোপড়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা হামিদুল রহমানকে তৃণমূল ফের প্রার্থী করেছে। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই মঙ্গলবার সোনাপুর এলাকায় জোরকদমে প্রচার শুরু হয়ে যায়। বিকেলে সোনাপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠে স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয়। চাকুলিয়ার বিদায়ি বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদকে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রার্থী করা হয়েছে। এক সময়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্ত গড় বলে পরিচিত চাকুলিয়াতে মিনহাজুল ২০২১ সালে ঘাসফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, সেই সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে দল এবারও তাঁর উপরই প্রবল আস্থা রেখেছে।

গোয়ালপোখরে গোলাম রব্বানির নাম এসআইআর-এ বিচারাধীন রয়েছে। এমন জটিল পরিস্থিতিতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রব্বানির উপরই ভরসা রেখেছেন। রব্বানির নাম ঘোষণা হতেই কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে মন্ত্রীর ইসলামপুরের বাড়িতে রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়েন। গোয়ালপোখর আসনে রব্বানি এবার চতুর্থবারের জন্য প্রার্থী হয়েছেন। রব্বানি বলেন, 'দিদি আমার ওপর আস্থা রাখায় তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' তাঁর ছোট ভাই বিজেপির সক্রিয় নেতা। রব্বানির সংযোজন, 'বিজেপি ২০২১ সালে আমার ভাইকে প্রার্থী করে পরিবারে অশান্তি লাগাতে চেয়েছিল। অথচ এবার বিজেপির ঘোষিত প্রার্থীতালিকায় একজনও সংখ্যালঘু স্থান পাননি। বাংলার মানুষ বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।'

(তথ্য সহায়তা : মনজুর আলম)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার- ৪২১, তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. কলবলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য; অভিজ্ঞতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২১; কাজের নাম ঃ** (ক) "ভাগলপুর শান্টিং নেকের ঘুমটি নং-১-এর অনধিকার প্রবেশের স্থানে এলএইচএস স্থাপন এবং ঘুমটি নং-২-এ বিকল্প রাস্তা নির্মাণের" সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "টার্মিনালের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব সৈথিয়া মালবাহী ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে বর্তমান রানিং লাইনগুলো সম্প্রসারণের জন্য ভাগলপুর স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন" সংক্রান্ত বৈকল্পিক কাজ। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ₹১,৪১,২১,৯৮৩.৩৬; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,২০,৬০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৩.২০২৬ থেকে ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** নোটিশ বোর্ডঃ সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/মালদা টাউন; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MLD-373/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

KENDRIYA VIDYALAYA G.C.C.R.P.F SILIGURI

NOTICE

This is to inform that the interview for the engagement of Contractual teachers for the academic session 2026-27, which was scheduled to be held on 19-03-2026, has been cancelled due to unavoidable administrative reason. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in**

Principal
KV GC CRPF Siliguri

রঙিয়া ডিভিশনে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রঙিয়া ডিভিশনে ক্লোক রুম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামকক্ষ ইত্যাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ই-নিলামের আহ্বান জানানো হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: ডব্লিউআরএল-আরএনওয়াই-২৬-৩। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্স ফি। দিন: ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৪-১ (পে এন্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে এন্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১২:৪০ টায়
এএ/৩	পিএনইউ -আরএনওয়াই-এনএইচএলএন - ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে এন্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১২:৫০ টায়
এএ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ডব্লিউআরএল-৩২-২৪-১ (পে এন্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়

পরপর লটগুলোর বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং-অফ সময়কাল ৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ অবস্থিত ই-নিলাম লিঙ্ক মডিউল পরিদর্শন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রগতির দিকে মানুষের সেবায়

অশোকের ব্যাটন হাতে দৌড়াতে চান শরদিন্দু

উত্তরের ভোট-আয়না

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : 'দাদা' অশোকের দেখানো পথে হেঁটেই ছাব্বিশের ভোটের ময়দানে লড়াই করতে চান সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। অন্যদিকে, প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যও দলীয় প্রার্থীকে ভোটের মারপ্যাঁচ শেখাতে কোনও কসুর রাখছেন না। দলীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরই সোমবার শরদিন্দু চক্রবর্তী ফোনে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে দাদার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে দুজনে একান্তে আলোচনা সারেন। সেই সময় অশোক তাঁকে ভোটের ময়দানে লড়াইয়ে খুঁটিনাটি পাঠ দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি বিধানসভা আসন অশোক ভট্টাচার্যের কাছে হাতের তালুর মতো চেনা। স্বাভাবিকভাবেই এই আসনে প্রার্থী হতেই অশোকের শরণাপন্ন হতে দ্বিধা করেননি শরদিন্দু। তাঁর কথায়, অশোক ভট্টাচার্য 'ফ্রেন্ড, ফিলজপার অ্যান্ড গাইড' হিসেবে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। পাশাপাশি অশোক বলছেন, 'শরদিন্দু স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও কর্মনিষ্ঠার প্রতীক। এই নির্বাচনি লড়াইয়ের ময়দানে জয় ছিনিয়ে আনতে তাঁকে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনাব।'

অশোক ভট্টাচার্যের দাবি, বাম আমলেই শিলিগুড়ির আসল উন্নয়ন হয়েছে। এই সরকারের আমলে সেভাবে কোনও উন্নয়ন হয়নি। তিনি বলেন, 'শহরে পানীয় জলের সমস্যা সহ ট্রাফিক সমস্যা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নারী নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা এখন প্রশ্নের মুখে।' শরদিন্দু জিতে বিধায়ক হলে এসব বিষয়ে নজর দেবেন বলেই আশা করছেন অশোক ভট্টাচার্য। এছাড়া এই বিধানসভা আসনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আর কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে তা অবশ্য আগামীতে ইস্তেহারে প্রকাশ করা হবে।

শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থী গৌতম দেব। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে নির্বাচনি লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন শংকর ঘোষ। তবে, অশোকের মতো পোড়খাওয়া সারথি থাকায় দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন বলে প্রত্যয়ী সিপিএম প্রার্থী। তিনি বলেন, 'দাদার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এবারের নির্বাচনে আমি তাঁর পরামর্শ নিয়েই পথ চলতে চাই। আমার লক্ষ্য তাঁর অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করা।' এদিন অশোক বলেন, 'শরদিন্দুর হয়ে নির্বাচনি প্রচারে আমি যথাসম্ভব থাকার চেষ্টা করব। এছাড়া নির্বাচনি সময়কালে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে, কীভাবে প্রচারে জোর দিতে হবে সেসব বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে পরামর্শ দেব। আমি আশাবাদী ও জিতবে।'

কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত শরদিন্দু চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

জীবনযুদ্ধ।। জলপাইগুড়ির সিপাইপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রাম ভোট ফেরানোই চ্যালেঞ্জ বামের

ভোট উত্তাপ '২৬

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : গত বিধানসভা, লোকসভা ও পুর নির্বাচনে বামেদের ভোট বিজেপিতে পড়েছিল বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি রাম থেকে বামে ভোট ফেরানোর ডাক দিয়েছেন। সেটাই যেন এবার সিপিএমের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যজুড়ে। শিলিগুড়ির আসনগুলিও তার বাইরে নয়। যদিও অশোকের বক্তব্য, 'তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিতে মুখিয়ে রয়েছেন। আমরাই বিকল্প। ফলে বিজেপি থেকে বামে ভোট ফিরতে বাধ্য।'

অশোকের মতো সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষও বিজেপি থেকে ভোট ফেরা নিয়ে আশাবাদী। তাঁর যুক্তি, 'তৃণমূলকে হারাতে দলের একটা অংশ বিজেপিতে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি তৃণমূলকে সরাতে পারেনি। বরং তৃণমূল এবং বিজেপির সেটিং প্রকাশ্যে এসেছে। সেই থেকেই তরুণরা বিজেপি থেকে মুখ ঘোরাতে তৎপর। আমরা সেই হিসাবেই প্রার্থী দিয়েছি।'

শিলিগুড়ি আসনে তুলনায় কমবয়সি কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ওরফে জয়কে প্রার্থী করেছে সিপিএম। তাঁর প্রচারে এবার তরুণ কর্মীদের দেখাও যাচ্ছে। প্রচারে

> **তৃণমূলকে হারাতে দলের একটা অংশ বিজেপিতে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি তৃণমূলকে সরাতে পারেনি। সেই থেকেই তরুণরা বিজেপি থেকে মুখ ঘোরাতে তৎপর।**
>
> গৌতম ঘোষ
> *কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সিপিএম*

অশোকও তাঁর প্রিয় প্রার্থীর সমর্থনে বলছেন, 'আমার ওপর যেভাবে আস্থা রেখেছিলেন, আগামীদিনে জয়ের ওপরেও সেই আস্থা রাখবেন মানুষ। যা ভুল করেছিলেন, তা থেকে ফিরতে হবে।'

এদিকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে কৃষকসভার নেতা ঝরেন রায়কে প্রার্থী করেছে সিপিএম। ঝরেন তুলনায় কমবয়সি, নতুন মুখ। অতীতে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান নকশালবাড়িতে গত বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম ফুটেছিল। যার মূল কারণ, বামেদের ভোট রামে যাওয়া। সিপিএমের বিশ্লেষণে তা অনেকবার উঠে এলেও সেভাবে কেউই গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ। এবার নকশাল আন্দোলনের মূল এলাকা হাতিঘিসা থেকেই সিপিএম ঝরেনকে প্রার্থী করেছে। ঝরেনের দাবি, 'বামে আবার ফিরতে শুরু করেছেন সমর্থকরা।'

হাতিঘিসাকে একদা বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিংহ আলুওয়ালিয়া দত্তক নিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে অভিযোগ। পরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি হাতিঘিসাকে মডেল গ্রাম করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিছু কাজ হলেও অনেক কাজই বাকি রয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। সিপিএমের দাবি, তৃণমূল এবং বিজেপি আশ্বাস পূরণ করতে না পারায় বামেদের দিকে আবার ঝুঁকছেন অনেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিলিগুড়ির এক পুরোনো সিপিএম নেতা বলেন, 'রাজ্য থেকে তৃণমূলকে হারাতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন সিপিএমের অনেকেই। অবশ্য এখনও বিজেপি সেই আশা জিইয়ে রাখতে পেরেছে। এটাই বামেদের কাছে চ্যালেঞ্জিং। যেদিন বিজেপির পুরোপুরি মোহভঙ্গ হবে, সেদিন আবার পুরোপুরি বিকল্প হবে বাম।'

বাদ পড়তেই পদ ছাড়লেন খগেশ্বর

ঠাঁই পেলেন না ইসলামপুরের করিম

নিউজ ব্যুরো

১৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গের এক সময়ের দাপুটে নেতা থেকে বর্তমান বিধায়কদের অনেকেই ঠাঁই পেলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকায়। সূত্রের খবর, আইপ্যাকের দেওয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বাদ পড়েছেন তাঁরা।

প্রার্থী হতে পারেননি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্রের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বাদ পড়েছেন ১১ বারের বর্ষীয়ান বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবার টিকিট পাননি। আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী, মৃদুল গোস্বামীর মতো নেতারাও কিন্তু তৃণমূলের টিকিট পাননি। তবে মালদার চার চারজন বিধায়ককে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। এর মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনও। এছাড়া টিকিট পাননি সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি, চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ এবং মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

তাঁর 'খাসতালুকে' স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করায় ক্ষোভে দলের জলপাইগুড়ি জেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। মঙ্গলবার তৃণমূল বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই দলীয় কর্মীদের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন খগেশ্বর।

এদিন খগেশ্বর পদত্যাগ করার পরই একে একে দলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক তৃণমূল মহিলা সভাপতি সবাণী ধাড়া, ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি নীলাদ্রি বসু এবং ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের অঞ্চল সভাপতিরা পদত্যাগ করেন। খগেশ্বর ঘোষণা করেন, টাকার কাছে তাঁর পরাজয় হল। বুধবার অনুগামীদের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই বিদ্রোহের আগুন সামলাতে না পারলে রাজগঞ্জ আসন এবার তৃণমূলের বড় মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

প্রার্থী স্বপ্না বর্মন অবশ্য শিলিগুড়িতে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন বাবার পাশে রয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'দল আমাকে রাজগঞ্জে প্রার্থী করেছে বলে শুনেছি।'

এদিন তালিকা ঘোষণার আগে তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লকের নেতারা ফুল-মিষ্টি নিয়ে খগেশ্বরের বাড়িতে হাজির হয়ে যান। কিন্তু রাজগঞ্জে

চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করার পর কর্মীদের সঙ্গে খগেশ্বর রায়।

প্রার্থী হিসাবে স্বপ্নার নাম ঘোষণা হতেই খগেশ্বরের বাড়িতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। খগেশ্বর নিজেই প্রচারমাধ্যমের উদ্দেশে বলেন, 'যখন রাজগঞ্জে তৃণমূল বলে কিছুই ছিল না, তখন আমি ও আমার কয়েকজন কর্মী ছিলাম। দল এভাবে আমার প্রতি অবিচার করবে ভাবতেও পারিনি। আমি টাকার কাছে হেরে গেলাম। আমার পক্ষে দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান পদে থাকাটা এখন জরুরি নয়। দলে আমার গুরুত্ব হারিয়েছে। তাই চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। আমার সঙ্গী অন্য নেতা-কর্মীরাও পদত্যাগ করলেন। আমি আর তৃণমূলে নেই।'

এদিকে, আবদুল করিম চৌধুরীর বাসভবন গোলঘরে জমায়েত হওয়া অনুগামীরা দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কেউ কেউ কেঁদেও ফেলেন। করিম অবশ্য এখন ইসলামপুরে নেই। তাঁর বাসভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১০ দিন হল তিনি কলকাতায় আছেন। দ্রুত ইসলামপুর ফিরবেন। তবে, এদিন প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর করিম চৌধুরীকে ১৭ বার ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যানি। গোলঘরে গুঞ্জন, 'প্রয়োজনে কংগ্রেসের টিকিটে করিম লড়বেন, কিন্তু ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দেবেন না।' প্রসঙ্গত, মাসদুয়েক আগে সংবাদমাধ্যমে করিম দাবি করেছিলেন, 'ইসলামপুর আমার। ফলে টিকিট আমিই পাব।'

ইসলামপুরের দলীয় সংগঠন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে করিম বরাবর বিদ্রোহী বিধায়ক হিসাবেই পরিচিত। বিভিন্ন সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র আক্রমণের নজির রয়েছে। করিমকে কি তবে বিদ্রোহী মানসিকতার মাশুল গুনতে হল, এই প্রশ্নও এলাকাজুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। করিম ইস্যুতে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রব্বানি বলছেন, 'করিম সাহেব দলকে ভালোবাসেন। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নির্দল বা অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না। সম্ভবত বয়সের কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দিদি তো বলেছেন, যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের জন্য আলাদা করে দল ভেবে রেখেছে।'

ফাঁসিদেওয়ায় লিবারেশন প্রার্থী, ক্ষোভ সিপিএমে

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : সিপিএম নেতৃত্বের একাংশ দাবি করছে, শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া আসনটিতে তাদের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু সেই আসনই এবার ছাড়তে হচ্ছে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনকে। সূত্রের খবর, লিবারেশনের তরফে সুমন্তি এক্কাকে দাঁড় করানো হতে পারে। আর তা নিয়েই বাম ঐক্যের মধ্যে কোন্দল দেখা দিয়েছে। সিপিএমের একাংশ লিবারেশনের প্রার্থীকে মানতে চাইছেন না বলে খবর। যদিও লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার বলছেন, 'কোন্দলের কোনও বিষয় নেই। আসনটি সিপিএমের ছিল না। আমাদের প্রার্থী গত বিধানসভাতেও ছিলেন। এবারও তার বাইরে নয়।'

লিবারেশনের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যজুড়ে মাত্র দশটি আসনে লড়ছে তাদের দল। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একমাত্র ফাঁসিদেওয়া আসনটিতেই লিবারেশনের প্রার্থী থাকছে। যদিও এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

সিপিএমের দাবি, বরাবরই ফাঁসিদেওয়াতে দলের শক্তিশালী সংগঠন ছিল। এবারও তারা আম্পা মার্ডিকে প্রার্থী হিসাবে চাইছিল। তা নিয়ে মঙ্গলবার বাগডোগরায় দলের তরফে বৈঠক হয়। সেখানে সিপিএমের তরফে আম্পাকে প্রার্থী করার দাবি ওঠে। তাদের যুক্তি, গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়েছিল সিপিএম। কংগ্রেসের সুনীল তিরকি প্রার্থী ছিলেন। ২০১৬ সালে জিতলেও ২০২১ সালে বিজেপির কাছে পরাজিত হন। কারণ হিসাবে সিপিএমের খড়িবাড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক বাদল সরকার বলছেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের ভোট বিজেপির কাছে পড়েছিল। এবার তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে।' তবে বাদলের আক্ষেপ, 'বিজেপির থেকে যে ভোট আবার সিপিএমে

ভোট উত্তাপ '২৬

ফেরার কথা ছিল, লিবারেশনের প্রার্থী হওয়ায় তা কতটা ফিরবে জানি না। তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই লড়াই করব।' খড়িবাড়ির সিপিএম নেতা বাদল সরকার স্পষ্টই বলছেন, 'লিবারেশনকে আসনটি ছাড়ায় প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকে দলের অনেকে অসন্তুষ্ট। ফলে আলোচনা করে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র প্রাক্তন অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, 'দলীয় নির্দেশে ফাঁসিদেওয়া জোটসঙ্গী লিবারেশনকে ছাড়া হয়েছে।'

নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

চোপড়া, ১৭ মার্চ : ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজির কথায়, 'নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ, আচরণবিধি মেনে চলা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনকালীন সময়ে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।'

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফজলুল হক, সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন, বিজেপি নেতা অসীম বর্মন প্রমুখ।

মিছিল, প্রচার শুরু

নকশালবাড়ি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই মিছিল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। এদিন হাতিঘিসা তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির তরফে শংকর মালাকারের সমর্থনে মিছিল করা হয়।

এদিকে, প্রার্থী পদ ঘোষণা হতেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। এদিন সিপিএমের প্রার্থী ঝরেন রায় বড় মণিরামজোত সংসদে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন অন্নপূর্ণা শ্মশান কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে বাবুপাড়ায় দেওয়াল লিখন করেন।

ভারত দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ : শ্রিংলা

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল বৃহৎ অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেন, 'বর্তমানে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ। বহিরাগত চাপ থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভারতের বৈদেশিক অর্থনৈতিক অবস্থানও মজবুত। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রেকর্ড ৭২৫.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।' তিনি জানিয়েছেন, সারে ভরতুকির জন্য ১৯,২৩০ কোটি টাকা এবং খাদ্য ও গণবণ্টনের জন্য ২৩,৬৪১.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে কৃষক ও দুর্বল শ্রেণির মানুষ মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রয়েছেন। গ্রামীণ চাহিদা বাড়াতে ১০০ দিনের কাজে মজুরি বাবদ ৩০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সড়ক, রেল এবং বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য ১৮,৬৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের উল্লেখ করেছেন।

খুলছে বাগান

চোপড়া, ১৭ মার্চ : চোপড়া ব্লকের চন্দন চা বাগান ১৯ মার্চ থেকে খুলছে। গত ৯ মার্চ মাটিগাড়ায় তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) কনফারেন্স হলে এ নিয়ে বৈঠকে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের পর মঙ্গলবার ফের বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠকে মালিকপক্ষ ১৯ মার্চ থেকে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শ্রমিক নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলছেন, 'আমাদের অফিশিয়ালি কিছু জানানো হয়নি। তবে আজকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাগান খোলার সিদ্ধান্তের বিষয়টি মৌখিকভাবে জানতে পেরেছি।'

বন্ধুত্ব।। *মঙ্গলবার কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ের একটি পার্কে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

সামাজিক মাধ্যমে নজর কমিশনের

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : লক্ষ্য অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতেই ইতিমধ্যে সেই লক্ষ্যে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন পথ চলতে শুরু করেছে। শুরুতেই নজর দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি সামাজিক মাধ্যমের ওয়ালে। লক্ষ রাখা হচ্ছে, সত্যতা যাচাই না করে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে কি না। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনি আবহে কোনওপ্রকার ভুল তথ্য প্রকাশ করে অশান্তি ছড়ানোর চক্রান্ত নজরে এলেই প্রয়োজন অনুসারে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিতভাবে অভিযোগও দায়ের করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দার্জিলিং জেলায় ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। জওয়ানরা বিভিন্ন এলাকায় টহলদারি শুরু করেছেন। শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে পাহাড় ও সমতলের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে ৩টি করে ফ্লাইং স্কোয়াড টিম থাকছে। সেই হিসেবে মোট ১৫টি ফ্লাইং স্কোয়াড টিমের নজরদারিতে থাকছে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন এলাকা। এছাড়া ৩৪টি স্ট্যাটিক টিম থাকছে। সর্বোপরি জেলাজুড়ে একাধিক ভিডিও সার্ভিল্যান্স টিমের নজরদারি চলবে। সেইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। সর্বক্ষণের জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরটি চালু থাকবে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

দার্জিলিং-এর জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, 'অশান্তি এড়াতে সামাজিক মাধ্যমের ওপর নজরদারি চালানো শুরু হয়েছে। সত্যতা যাচাই না করে কোনও তথ্য প্রচারের ঘটনা নজরে এলে কড়া আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।'

> **সত্যতা যাচাই না করে কোনও তথ্য সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের ঘটনা নজরে এলে কড়া আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।**
>
> সুনীল আগরওয়াল
> *জেলা শাসক, দার্জিলিং*

দেহ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার বেঙ্গাইজোতে এক তরুণের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এদিন ওই এলাকার রেললাইন থেকে ২০ ফুট দূরে নয়ানজুলিতে ওই তরুণের দেহ দেখতে পান বাসিন্দারা। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়। পুলিশের অনুমান, ট্রেনের ধাক্কাতে মৃত্যু হতে পারে।

অজয়ের দলে ভাঙন

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : পাহাড়ে অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে (আইজিজেএফ) ভাঙন ধরাল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপিএম)। মঙ্গলবার মিরিকের পহিলাগাঁও স্কুলডারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আইজিজেএফের সোনিয়া তামাং বিজিপিএমে যোগ দেন। শিলিগুড়ির পিনটেল ভিলেজে বিজিপিএম সভাপতি অনীত থাপা সোনিয়ার হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। অনীত বলেছেন, 'সোনিয়া আমাদের দলের সঙ্গে থেকে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে চান। তিনি দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা তাঁকে আজ দলে নিয়েছি।' আইজিজেএফ নেতা এনবি খাওয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ইদ নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ১৭ মার্চ : ইদ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার চোপড়া থানা চত্বরে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

১০ বছর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থায়ী চিকিৎসকহীন

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৭ মার্চ : প্রায় ১০ বছর ধরে স্থায়ী চিকিৎসক নেই চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মাঝেমধ্যে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক চিকিৎসক আসতেন। কিন্তু গত কয়েক মাস হল তিনিও আর আসছেন না। ফলে বর্তমানে শুধু ফার্মাসিস্টের ভরসাতেই চলছে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। লক্ষ্মীপুরে ভোটের ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা।

এখানে মাসকয়েক আগেও সপ্তাহে এক-দু'দিন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একজন চিকিৎসককে অস্থায়ী ভিত্তিতে পাঠানো হত। তবে বর্তমানে সেটাও বন্ধ। এখন ১ জন ফার্মাসিস্ট, ১ জন নার্স ও ১ জন গ্রুপ-ডি স্টাফকেই সব কাজ সামলাতে হচ্ছে। এখানে প্রতিদিন গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ জন রোগী আসেন। কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসক না থাকায় ফার্মাসিস্টকেই রোগী দেখা থেকে শুরু করে ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুর ও চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষ এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। অথচ এখানে কেবল আউটডোর পরিষেবাই রয়েছে। এলাকার অনেকেই বলছেন, সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বছরের পর বছর চিকিৎসকশূন্য। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এ নিয়ে কাটগাঁও গ্রামের বাসিন্দা হাসিবুর রহমান বলছেন, 'এত বড় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকতেও স্থায়ী চিকিৎসক নেই।' নুরজাহান বেগম পায়ের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বললেন, 'কোনওকিছু হলেই এখানে আসি। অথচ স্থায়ী চিকিৎসক কেন আসছেন না বলতে পারছি না।'

লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। -সংবাদচিত্র

লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাবানা পারভিন বলছেন, 'দীর্ঘদিন স্থায়ী চিকিৎসক নেই। এতে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে।' এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম বলছেন, 'স্থানীয় চিকিৎসকের বিষয়টি বিধায়কের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি।' তবে এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান বলছেন, 'চিকিৎসের বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট মহম্মদ সইফুদ্দিন মণ্ডলের কথায়, 'চিকিৎসক না থাকায় আমাকেই সব সামলাতে হচ্ছে। রোগীর চাপ অনেক। বছরের পর বছর এভাবেই পরিষেবা চালু রয়েছে।' বিএমওএইচ রণজিৎ সাহা বলছেন, 'লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক আসার কথা রয়েছে। আশা করছি, সমস্যা মিটে যাবে।'

নাচের তলব

কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলে নাবালিকা পড়ুয়াদের দিয়ে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশনের অভিযোগ। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব ও কলকাতার সিপির থেকে রিপোর্ট চাইল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

বিরল অস্ত্রোপচার

আরামবাগের এক তরুণ বিরল মস্তিষ্কজনিত রোগে ভুগছিলেন। সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করে তুলল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল।

নির্মাণে প্রশ্ন

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে ৫০৫টি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বিষয়ে ফের রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন হাইকোর্টের। জলাভূমি বাঁচাতে কেন্দ্র কীভাবে সহযোগিতা করবে তা জানতে চাইলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

উদ্বেগ প্রকাশ

ট্রান্সজেন্ডার সংশোধনী বিল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ওই সম্প্রদায়ের সদস্যদেরই একাংশ ও বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের অভিযোগ, বিষয়টি নালসা রায়ের পরিপন্থী।

চল কুঠার চালাই... মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি- পিটিআই

২১ লক্ষের নিষ্পত্তি শেষ

চলতি সপ্তাহেই অতিরিক্ত ভোটার তালিকার সম্ভাবনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ মার্চ : ভোটমুখী বাংলায় এবার কার্যত 'পাহারাদার' বসিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরি, পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যে মোট প্রায় ১ হাজারের বেশি সাধারণ ও পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন।

একমাত্র এরাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রতিটি বিধানসভার জন্য একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং প্রায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ পর্যবেক্ষক ও নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার নিয়োগ করল কমিশন। এদিন হাইকোর্টে বিচারাধীন তালিকার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ নিয়ে বৈঠকের পর রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে শুক্রবার বা শনিবার অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ২১ লক্ষের মতো নিষ্পত্তি হয়েছে। ট্রাইবিউনাল গঠন নিয়ে কাজ চলছে।

এদিন কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্যে ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১০০ জন এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিধানসভা ক্ষেত্রে গিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং প্রতিদিন সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনকে রিপোর্ট পাঠাবেন।

সাধারণত, দুই থেকে তিনটি বিধানসভাকে নিয়ে একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং প্রতি পুলিশ জেলা ও কমিশনারেট পিছু একজন করে পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এবার প্রায় তিনগুণ পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা পিছু একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তের অধীনে আরও ২০ জন বিশেষ পর্যবেক্ষক নজরদারির কাজে থাকবেন।এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভারের সংখ্যাও দ্বিগুণের বেশি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নির্বাচন পরিচালনা রাজ্য প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাকে কড়া নজরে রাখতেই এই অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক নিয়োগ বলে মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই নির্বাচনে থাকা অসমের ১২৬টি বিধানসভার জন্যে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ৫১ জন এবং পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৩৫।

- ভোটে ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১০০ জন এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে
- সাধারণত এই কাজে যতজন নিয়োগ করা হয়, এই সংখ্যা তার তিনগুণ
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এঁরা কাজ শুরু করবেন

কেরলে ১৪০টি বিধানসভার জন্যে ৫১ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ১৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক। এমনকি তামিলনাড়ুর মতো ২৩৪ আসনের বিধানসভাতে সাধারণ পর্যবেক্ষক মাত্র ১৩৬ এবং ৪০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক পাঠানো হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের মতে, বাংলার জন্য কমিশনের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক। বাংলাকে নিশানা করতে চায় ওরা। সেই কারণেই এরাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে শুরু করে পর্যবেক্ষক নিয়োগের বহর লাগামছাড়া। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা তো ঠিকই পশ্চিমবঙ্গ দেশের আর পাঁচটা রাজ্যের থেকে ব্যতিক্রম। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই যেসব রাজ্যে এসআইআর হয়েছে সেখানে কোথাও এসআইআরের বিরোধিতা করে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটেনি।'

এদিন হাইকোর্টের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, ডিজিপি এসএন গুপ্তা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দা, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাইবিউনালের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন বিচারপতি কারা হবেন তার তালিকা তৈরি করে প্রধান বিচারপতি কমিশনকে জানিয়ে দেবেন।

কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী অধীর-মৌসম, শুভঙ্করেরা

কলকাতা, ১৭ মার্চ : ২৬-এর ভোটযুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তৃণমূল সম্পূর্ণ এবং বাম ও বিজেপি প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এদিকে প্রার্থী তালিকার চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে মঙ্গলবারই স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক হয়েছে কংগ্রেসের। সূত্রের খবর, একাধিক আসনে দলের অভিজ্ঞ ও পরিচিত মুখেদের প্রার্থী করতে চলেছে তারা।

বুধ বা বৃহস্পতিবারের মধ্যেই অন্তত ১০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে প্রদেশ কংগ্রেস।

সূত্রের খবর, বহরমপুর আসন থেকে প্রার্থী হতে পারেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। প্রায় তিন দশক পর বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। শেষবার ১৯৯৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। যদিও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। তবে একঝাঁক অভিজ্ঞ মুখেদের পাশাপাশি তরুণদেরও স্থান দেওয়া হতে পারে তালিকায়। সেক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর), মৌসম বেনজির নুর, নেপাল মাহাতো, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, ইশা খানদের নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

অধীররঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, দল তাঁকে যে নির্দেশ দেবে তিনি তা পালন করবেন। সূত্রের খবর, মালদার কোনও আসনে বা শ্রীরামপুরে শুভঙ্কর, মালদার কোনও আসন থেকে মৌসম, চাকুলিয়া বা গোয়ালপোখরে ভিক্টর, পুরুলিয়ায় নেপাল মাহাতো, রাসবিহারীতে আশুতোষ, হাওড়ার কোনও আসনে প্রিয়াঙ্কাদের নাম শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক হবে। তারপরই প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে।'

নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর পবিত্র কাঁটা

কলকাতা, ১৭ মার্চ : তৃণমূলের তালিকা প্রকাশের দিনেই শুভেন্দুর গড়ে ফুল বদল। ফুল বদল করে নন্দীগ্রামেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন একদা শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ পবিত্র কর। পবিত্র বিজেপির তমলুক সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি ছিলেন। ২০২১-এর নন্দীগ্রামের ভোটে বিজেপির সংগঠনের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন পবিত্র। যদিও এদিন পবিত্রর তৃণমূলে যোগ দেওয়া ও প্রার্থী হওয়াকে 'গুরুত্বহীন' বলেই উপেক্ষা করেছে বিজেপি।

২৬-এর ভোটে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন পবিত্র কর। তিনি তমলুক সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির অন্যতম নেতা ছিলেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচন ও পরবর্তী সময় বয়ালের সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এদিন তাঁকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী করে তমলুক বিজেপিতে ভাঙন ধরাতে চেয়েছে তৃণমূল।

২০২০ সালের নভেম্বরে তৃণমূল ছেড়ে সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান পবিত্র কর। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও দলবদলের পর পবিত্রকে গুরুত্বহীন করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলের বিরাট কোনও হেভিওয়েট নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। তিনি যে এই তা জানা ছিল না। আসলে জাহাজ যখন ডোবে তখন মানুষ খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়। তৃণমূলের অবস্থাও হয়েছে তাই।' যদিও তৃণমূলের দাবি, তমলুক বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদানের খবর জানাজানি হওয়ার পরেই আতঙ্কে ছিল বিজেপি। পবিত্রর যোগদানের পর কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে তারা। শমীকের দাবি, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী ১০ গুণ ভোটে জিতবে। তবে প্রকাশিত তালিকায় বর্ধমানের আউশগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর বিচারাধীনের তালিকায় নাম থাকা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি।

অভিষেকের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করছেন পবিত্র।

দুর্নীতি প্রচারের হুঁশিয়ারি সরকারি কর্মী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : বকেয়া ডিএ নিয়ে নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ধোঁয়াশা কাটার বদলে ঘনীভূত হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, অর্থ দপ্তর নির্দেশিকাও জারি করেছে, তবুও সরকারি কর্মীদের মনে খটকা, 'শেষপর্যন্ত টাকাটা হাতে পাবো তো, নাকি পুরোটাই ভোটের চমক?'

মঙ্গলবার নবান্নের অলিন্দে কান পাতলে শোনা গিয়েছে শুধুই হিসাব কষার আলোচনা আর উদ্বেগের সুর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া ডিএ মিলবে কিস্তিতে। প্রথম কিস্তি

ডিএ-র কিস্তি ঘোষণায় চরম অসন্তোষ

মার্চে, দ্বিতীয়টি সেপ্টেম্বরে। কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০১৫-র বকেয়া নিয়ে সরকার মৌন। এখানেই শেষ নয়, গ্রুপ-ডি কর্মীরা নগদে টাকা পেলেও বাকিদের টাকা ঢুকবে জিপিএফ অ্যাকাউন্টে। সরকারের এই 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতিতে চরম বিরক্ত কর্মচারী মহলের একাংশ।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষের সাফ হুঁশিয়ারি, 'এই বিজ্ঞপ্তি আসলে কর্মীদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন। ২৪ মার্চের মধ্যে সরকার মামলা প্রত্যাহার না করলে আমরা দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সরকারের দুর্নীতির কথা প্রচার করব।' বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতিও একে 'ঠকানোর ফন্দি' বলে দেগে দিয়েছে।

অন্যদিকে, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় কর্মচারীদের মনে ভয়, এই জটিল বিজ্ঞপ্তির জেরে আইনি লড়াই আবার দীর্ঘায়িত হবে না তো? যদিও তৃণমূলপন্থী ফেডারেশন রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু সাধারণ কর্মীদের প্রশ্ন, সরকার কি সদিচ্ছা থেকে টাকা দিচ্ছে, নাকি সুপ্রিম কোর্টের খাঁড়া এড়াতে নতুন কোনও 'কৌশল' নিয়েছে? ভোটের মুখে ডিএ নিয়ে কর্মীমহলে এই বিভ্রান্তি যে নবান্নকে খুব একটা স্বস্তিতে রাখবে না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

পরোটার চাঁদোয়া। মঙ্গলবার জাকারিয়া স্ট্রিটে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সিপি'র বার্তা

কলকাতা, ১৭ মার্চ : গিরীশ পার্কে সংঘর্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভাব, সব বিতর্ক উড়িয়ে দিলেন কলকাতার নতুন নগরপাল অজয়কুমার নন্দ। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য চাতক পাখির মতো বসে থাকার পাত্র নয় কলকাতা পুলিশ। পরিস্থিতি সামলাতে তাঁরা একাই একশো!' মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সিপি গিরীশ পার্কের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'সেদিন বাহিনী আশেপাশে ছিল না। আর রাজ্যে এখন পর্যাপ্ত বাহিনী নেইও। তাই বলে আমরা কি ঠুঁটো জগন্নাথ? কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত দক্ষ, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা পারদর্শী।'

তিনি এও জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তবে বাহিনীর ব্যবহার নিয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা দরকার বলে মনে করেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, বাহিনীর কাজ তো পরোক্ষ সাহায্য করা, আসল খেল দেখাবে পুলিশই। শহরে দেওয়াল লিখন বা পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে যে অশান্তি, তা নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তাঁর পাখির চোখ এখন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। বিদায়ী কর্তাদের রেশ টেনে নতুন সিপি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, 'নেতা হিসেবে আমি যেন ব্যর্থ না হই, সেটাই দেখব।'

৮ বিধায়কে কোপ, ক্ষোভ পদ্ম শিবিরে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ মার্চ : প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে বড়সড় রদবদলের হাওয়া। বালুরঘাটের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অশোক লাহিড়িকে এবার আর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে নামাল না বিজেপি। একুশের নির্বাচনের 'তুরুপের তাস' এবার ব্রাত্য? রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অন্য গুঞ্জন। অশোকবাবুকে সম্ভবত রাজ্যসভায় পাঠাতে চলেছে দিল্লি।

বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদকে একুশ সালে নবান্নের 'অর্থমন্ত্রী' হিসেবে ভেবেছিল বিজেপি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর বিধানসভার বিরোধী বেঞ্চে তাঁর পাণ্ডিত্য সেভাবে কাজে লাগাতে পারেনি দল। এমনকি পিএসি চেয়ারম্যান পদ নিয়েও দড়ি টানাটানিতে তিনি গুরুত্ব হারিয়েছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের মতে, 'বিধানসভার সংকীর্ণ গণ্ডি অশোকবাবুর জন্য নয়, তাঁর জায়গা হওয়া উচিত সংসদে।' শোনা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য হিসেবে রঞ্জন গগৈয়ের জায়গায় তাঁকে দিল্লির দরবারে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

তবে শুধু লাহিড়ী নন, প্রথম তালিকায় কোপ পড়েছে আরও ৭ জন জেতা বিধায়কের ওপর। তাঁরা হলেন শীতলকুচির বরেনচন্দ্র বর্মন, কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায়, খড়্গপুর সদরের হিরণ চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথপুরের বিবেকানন্দ বাউড়ি, বলরামপুরের বাণেশ্বর মাহাতো, আরামবাগের মধুসুদন বাগ ও গোঘাটের বিশ্বনাথ কারক। দলবদলু তকমা বা লোকসভা ভোটের নিরিখে খারাপ ফল, নানা কারণে এবার তাঁদের আর সুযোগ দেয়নি দল। দিলীপ ঘোষের সক্রিয় প্রত্যাবর্তনে খড়্গপুর সদরে অভিনেতা হিরণ বাদ পড়েছে। দলবদলু ভাবমূর্তির কারণে কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায় বা সংঘ ঘনিষ্ঠ হয়েও রঘুনাথপুরের বিবেকানন্দ বাউড়ি— দলের গুডবুক থেকে ছিটকে গেছেন অনেকেই। বিশেষ করে আরামবাগ ও গোঘাটের মতো এলাকায় লোকসভা ভোটে পরাজয়ের ব্যবধান বাড়ায় প্রার্থী বদল কার্যত অনিবার্য ছিল। তবে শীতলকুচির বরেনচন্দ্র বর্মনের টিকিট না পাওয়া বা আক্রান্ত হওয়ার পরও বলরামপুরের বাণেশ্বর মাহাতোর ব্রাত্য থাকা জেলা স্তরের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও ধন্দে বাতিল হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের এই 'শুদ্ধিকরণ' ভোটে কতটা কাজে দেয়, এখন সেটাই দেখার। শিক্ষা আর আভিজাত্যের লড়াইয়ে পেশাদার রাজনীতির মারপ্যাঁচে কি তবে ব্যাকফুটে অর্থনীতিবিদ? নাকি রাজ্যসভার সাংসদ করে তাঁকে সম্মান ফেরাবে বিজেপি, এখন সেটাই দেখার।

- মনোনয়ন না পাওয়ার তালিকায় উল্লেখযোগ্য অশোক লাহিড়ি
- উত্তরবঙ্গে টিকিট দেওয়া হয়নি বরেনচন্দ্র বর্মন ও সৌমেন রায়কে
- কোপ পড়েছে খড়্গপুর সদরের বিধায়ক হিরনের উপর
- এই রদবদলে কতটা সাফল্য আসবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশে

তামান্নার মাকে প্রার্থী করায় অফিসে ভাঙচুর

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ মার্চ : এবার ঘরের কলহে জেরবার আলিমুদ্দিন। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বামফ্রন্টের অন্দরে শুরু হয়েছে 'শরিকি যুদ্ধ'। একদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে স্থানীয় নেতৃত্বের বিদ্রোহ, সবমিলিয়ে ভোট ময়দানে নামার আগেই কার্যত ব্যাকফুটে সিপিএম।

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ফ্রন্টের আলোচনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একতরফা প্রার্থী ঘোষণা করেছে বড় শরিক। ফ্রন্টের আলোচনা মতো শ্যামপুকুর কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। ২২টি আসন তাদের ছাড়া হবে বলে আলোচনা হয়েছিল। তারা তালিকাও পাঠিয়েছিল। কোচবিহার উত্তর,

অসন্তুষ্ট বাম শরিক, আলাদা লড়াইয়ের হুমকি

সিতাই, জলপাইগুড়ি, হরিশ্চন্দ্রপুর, রানিনগর, মধ্যমগ্রাম ও গলসি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম নিষ্পত্তি না হওয়ায় তারা নিজেদের প্রার্থীর নাম জানায়নি। কিন্তু এক তরফাভাবে কোচবিহার উত্তর, জলপাইগুড়ি, হরিশ্চন্দ্রপুর ও গলসিতে প্রার্থী দিয়েছে সিপিএম। ওই কেন্দ্রগুলি কোনওভাবেই ছাড়বে না তারা। বিমান বসুকে লেখা চিঠিতে নরেনবাবু জানিয়েছেন, 'সদুত্তর না পেলে আমরা আমাদের মতো প্রার্থী দেব।' অর্থাৎ, জোটের বদলে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মেঘ ঘনাচ্ছে বাম আকাশেও।

নদিয়ার কালিগঞ্জে পরিস্থিতি আরও জটিল। নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় সিপিএম কর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে দলীয় কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাবিনা দলের কেউ নন, তাঁকে প্রার্থী হিসেবে মানা হবে না। পরিস্থিতি সামলাতে শেষে পুলিশ ডাকতে হয়। যদিও একে 'বিরোধীদের প্ররোচনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সাবিনা নিজে। তিনি বলেছেন, 'মানুষ চেয়েছেন তাই প্রার্থী হয়েছি। সকলে স্বাগত জানিয়েছেন। এতে ক্ষোভ-বিক্ষোভের কিছু নেই।'

এদিকে লোকসভা ভোটের নিরিখে এগিয়ে থাকা রানিনগর আসনটিতে এখনও প্রার্থী দেয়নি সিপিএম। এখনও দড়ি টানাটানি অব্যাহত। ওই আসনে মহম্মদ সেলিম প্রার্থী হোক বলে চাইছে দলেরই একাংশ।

একাংশের দাবি, খোদ মহম্মদ সেলিমকে সেখানে লড়তে হবে। যদিও আরেকাংশের মত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দলের রাজ্য সম্পাদকের নির্বাচনে লড়াই না করে প্রচারক হিসেবে থাকাই শ্রেয়। সব মিলিয়ে প্রার্থী তালিকা নিয়ে যে ডামাডোল শুরু হয়েছে, তা সামলাতে না পারলে নিচু তলায় কর্মীদের মনোবল ভাঙার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল। এই সুযোগে টিপ্পনী কাটতে ছাড়েনি তৃণমূল। জেলা নেতৃত্বের কটাক্ষ, 'সাইনবোর্ড দলে পরিণত হওয়া সিপিএমের এসবই ভবিতব্য।'

তৃণমূলেও পরিবারতন্ত্র চর্চায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : ছাব্বিশের মহারণে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ পেতেই রাজ্য রাজনীতিতে উঠল নতুন ঝড়। একদিকে যখন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা রুখতে একঝাঁক প্রবীণ নেতাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, ঠিক তখনই অন্য দরজা দিয়ে দলে রাজকীয় এন্ট্রি নিলেন শাসকদলের একাধিক 'স্টার-কিড'। ২৯১ আসনের এই তালিকায় চোখ রাখলে স্পষ্ট, তৃণমূলের অন্দরে এখন উত্তরাধিকার বা 'পরিবারতন্ত্রে'র জয়ধ্বনি।

তালিকায় নজর ঘোরালেই দেখা যাবে, হেভিওয়েট নেতাদের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের ব্যাটন এখন তাঁদেরই উত্তরসূরিদের হাতে। উত্তরপাড়া কেন্দ্রে এবার শাসকদলের তুরুপের তাস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্যকে লড়তে হবে সিপিএমের ডাকাবুকো নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। মহেশতলায় আবার টিকিট পেয়েছেন প্রাক্তন

বিধায়ক দুলাল দাসের ছেলে তথা রত্না চট্টোপাধ্যায়ের ভাই শুভাশিস দাস। তাঁর বিরুদ্ধে কাস্তে-হাতুড়ি হাতে ময়দানে তরুণ আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ, বামেদের আনকোরা ও তরতাজা যুবনেতৃত্বের মোকাবিলায় তৃণমূল বাজি ধরেছে নেতাদের 'বংশধর'দের ওপর।

ছবিটা বদলায়নি খাস কলকাতাতেও। এন্টালিতে টানা তিনবারের বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা এবার নিজে সরে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিয়েছেন ছেলে সন্দীপন সাহাকে। আবার মানিকতলা কেন্দ্রটি যেন পাঞ্জে পরিবারেরই অঘোষিত জমিদারি! প্রয়াত সাধন পাণ্ডের পর সেখানে উপনির্বাচনে জিতেছিলেন তাঁর স্ত্রী সুপ্তী পাণ্ডে। আর এবার ছাব্বিশের লড়াইয়ে সেখানে তৃণমূলের টিকিট পেলেন সাধন-কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে। অন্যদিকে, পানিহাটিতেও একই চিত্র। দাপুটে নেতা নির্মল ঘোষের জায়গায় জোড়াফুলের টিকিটে লড়বেন তাঁরই ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ, যাঁর প্রতিপক্ষ সিপিএমের তরুণ মুখ কলতান দাশগুপ্ত। এই সব কটি আসনেই বিজেপি এখনও তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দলে যে পেশাদারিত্বের কথা বারবার বলা হচ্ছিল, এই তালিকা যেন তাকেই চরম প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। সাধারণ কর্মীরা যখন দিনের পর দিন দলের হয়ে রাস্তায় ঘাম ঝরাচ্ছেন, তখন নেতাদের ছেলে-মেয়েরা রাতারাতি পেয়ে যাচ্ছেন বিধায়ক হওয়ার টিকিট। জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ ওঠে, আজ সেই একই পথের পথিক বাংলার শাসকদলও।

জেলে গেলেও টিকিট

কলকাতা, ১৭ মার্চ : ছাব্বিশের মহারণে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় শুধুই কি 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'র জয়জয়কার? তলিয়ে দেখলে কিন্তু হিসেবটা একটু অন্যরকম ঠেকছে। নিয়োগ থেকে রেশন--একাধিক দুর্নীতিতে বিদ্ধ শাসকদল এবার প্রার্থী বাছাইয়ে কার্যত এক অদ্ভুত 'জোড়া নীতি' বা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে চলল। একদিকে যেমন নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে জেলখাটা হেভিওয়েটদের নির্দয়ভাবে ছেঁটে ফেলে ক্লিন ইমেজের বার্তা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা হল, ঠিক তেমনই রেশন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো দাগিদের ফের টিকিট দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক থাকা 'লোকাল স্ট্রংম্যানদের' ওপর এখনই ভরসা হারাতে নারাজ কালীঘাট।

নিয়োগ দুর্নীতির জেরে প্রায় তিন বছর জেল খাটার পর সদ্য জামিনে মুক্ত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছিল, বেহালা পশ্চিম থেকে তাঁকে হয়তো ফের টিকিট দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে তৃণমূল সেখানে দাঁড় করিয়েছে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে। কোপ পড়েছে নিয়োগ মামলার আরেক মূল অভিযুক্ত, পলাশিপাড়ার দীর্ঘদিনের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের টিকিটেও। দীর্ঘ কারাবাসের পর তাঁর বদলে এবার সেখানে লড়ছেন রুকবানুর রহমান। অন্যদিকে, পুকুরে মোবাইল ছুড়ে ফেলে শিরোনামে আসা বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এখনও জেলেই বন্দি। তৃণমূল তাঁর বদলে সেখানে টিকিট দিয়েছে সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে ঘাসফুলে আসা প্রতিমা রজককে, যিনি গত একুশের ভোটে এই জীবনকৃষ্ণের কাছেই পরাজিত হয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রার্থী বাছাইয়ের এই 'স্বচ্ছতা'র ফিল্টার আচমকাই উধাও হয়ে গিয়েছে রেশন দুর্নীতির ক্ষেত্রে! দীর্ঘদিন জেল খেটে জামিনে ফেরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা বালুকে তাঁর পুরনো গড় হাবড়া থেকেই ফের প্রার্থী করেছে দল। বাদ যাননি দেগঙ্গার আনিসুর রহমানও। রেশন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো এবং জেল খাটার পরেও তাঁর হাতেই সগর্বে উঠেছে জোড়াফুলের টিকিট।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯৭ সংখ্যা, বুধবার, ৩ চৈত্র ১৪৩২

সুপরিকল্পিত

তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় বড় কোনও চমক নেই। তবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে জেলায় জেলায় তুলনায় নবীন ও নতুনদের সামনে আনার পরিকল্পনা স্পষ্ট। জিতে জনপ্রতিনিধি হলে তাঁদের হাতে সাংগঠনিক ব্যাটন তুলে দেওয়ার এই ছকের পিছনে দলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার ভাবনা আছে। যদি তাঁদের কেউ কেউ হেরেও যান, তবু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার সুযোগ থেকে গেল। তাই বলে অবশ্য পুরোনো কিন্তু অভিজ্ঞ সবাইকে ঝেড়ে ফেললেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোচবিহার জেলায় তুলনায় নবীন মুখের বড় প্রমাণ সাবলু বর্মন। যাঁকে মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। দলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অন্যতম সেনাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কিন্তু নাটাবাড়ি কেন্দ্রে আর মনোনয়ন দেওয়া হল না। বরং দলে কাজ করার নিরিখে নবীন শৈলেন বর্মাকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হল। বাদ পড়লেন দলের দীর্ঘদিনের নেতা আবদুল জলিল আহমেদ ও গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

বাদের তালিকায় চলে গেলেন আলিপুরদুয়ারের মৃদুল গোস্বামী, সৌরভ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ কর, জলপাইগুড়ি জেলার খগেশ্বর রায়, চন্দন ভৌমিক, মহুয়া গোপ, উত্তর দিনাজপুরের আবদুল করিম চৌধুরী, মালদার কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্রদের মতো বহু পুরোনো নেতা। কিন্তু রতুয়ার সমর মুখোপাধ্যায়, কলকাতার ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, মদন মিত্র, এমনকি বর্ষীয়ান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অশোক দেব পর্যন্ত প্রার্থীতালিকায় স্থান পেয়েছেন।

কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাংশু ভট্টাচার্য, তন্ময় ঘোষরা মনোনয়ন পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গে মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবার বোড়ে বানালেন অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায়, সুমন কাঞ্জিলাল, রামমোহন রায়, কৃষ্ণ দাস, কানাইয়ালাল আগরওয়ালদের। যাঁরা দলের দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় স্তরের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। নন্দীগ্রামে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর বিপরীতে পরিষদীয় রাজনীতিতে নতুন মুখ, বয়সে নবীন পবিত্র করকে তুলে আনা হয়েছে। যিনি বিজেপিতেও সাংগঠনিক নেতা হিসেবে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছিলেন।

তালিকা দেখলে বোঝা যাবে যে পুরোনো ও প্রবীণদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের আর দলের ক্ষতি করারও তেমন সামর্থ্য নেই। তুলনায় নবীনও একদল কর্মী তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় নেই বটে। কিন্তু তাঁদেরও দলের বিরুদ্ধে যাওয়া কঠিন। গেলেও তাতে তেমন দাগ কাটতে পারবেন না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তালিকাটি তৈরিতে মস্তিষ্ক মূলত দুজনের- মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক অবশ্যই ছিল এই পরিকল্পনায়। শেষপর্যন্ত স্পষ্ট হল যে, তালিকাটি নিছক কেন্দ্রওয়াড়ি প্রার্থীদের নাম নয়। এর পিছনে রয়েছে তৃণমূলের সাংগঠনিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। একথাও অনস্বীকার্য যে, দল আবার সরকারে এলে সেই পরিকল্পনা যত সহজে বাস্তবায়িত হবে, হেরে গেলে কাজটা ততটা মসৃণ হবে না। ২০১১-তে পরাজয়ের পর জেলায় জেলায় সিপিএমের সংগঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল।

বিধানসভা নির্বাচনে তুলনায় নবীন ও নতুন মুখকে মনোনয়ন দিয়ে তৃণমূল অন্তত সেরকম বিপর্যয় ঠেকানোর আগাম পদক্ষেপ করে রাখল। এটা ঠিকই যে, ২০২৬-এর ভোট তৃণমূলের পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিজেপি দলগতভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে এই নির্বাচন লড়তে নেমেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের একের পর এক পদক্ষেপ সেই শক্তিতে আরও সাহায্য করছে। মূলত ত্রিশক্তির চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলার শাসকদল।

এর বাইরে আছে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলবিরোধী তীব্র অসন্তোষ। স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতির যে রাজ গত কয়েক বছরে বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেছে তৃণমূল- তা থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া জনসাধারণের একাংশ। যাঁদের কেউ কেউ পছন্দ না করলেও তৃণমূলের ওপর ক্ষোভে পদ্ম প্রতীকে ভোট দিতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। এতরকম প্রতিবন্ধকতার মুখে কিন্তু মমতা-অভিষেকের প্রার্থীতালিকায় ভারসাম্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কি না, তা পরের কথা।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

কাঠমান্ডুর জনাদেশে অশনিসংকেত

কাঠমান্ডুর মসনদ থেকে পুরোনো নেতাদের ছুড়ে ফেলে নেপালের ক্ষমতা দখল করল জেন জেড, আর এই যুগান্তকারী পালাবদল প্রতিবেশীদের জন্যও এক কড়া সতর্কবার্তা।

ধৃতিমান সরকার

হিমালয়ের কোলে এ এক আস্ত ব্যালট-বিপ্লব! সদ্যসমাপ্ত নেপালের সাধারণ নির্বাচনে এমন এক রাজনৈতিক ভূমিকম্প ঘটে গেল, যার আফটারশক শুধু কাঠমান্ডু নয়, টের পাচ্ছে নয়াদিল্লি থেকে বেজিং— গোটা দক্ষিণ এশিয়া। দশকের পর দশক ধরে চলে আসা চেনা রাজনীতির স্ট্যাটাসকো, প্রবীণ নেতাদের রাজনৈতিক মিউজিক্যাল চেয়ার আর দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ— সবকিছু খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তারুণ্যের প্রবল সুনামিতে। নেপালের সাধারণ ভোটাররা, বিশেষ করে জেন জেড বা নতুন প্রজন্ম, এমন এক জনাদেশ দিল যা এশিয়ার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে এক নতুন মাইলফলক।

নেপালের নিম্নকক্ষ বা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে। নেপালের সংবিধান অনুযায়ী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে। আর এই চূড়ান্ত জয়ের পর কাঠমান্ডু মেট্রোপলিটানের প্রাক্তন মেয়র এবং তরুণ প্রজন্মের আইকন বালেন্দ্র শাহ (যিনি 'বালেন' নামেই বেশি পরিচিত) যে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন, তা এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

এই নির্বাচন আসলে দৈত্যবধের নির্বাচন। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেয়ারম্যান কেপি শর্মা ওলি, যিনি চারবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং টানা ছ'বার সংসদীয় নির্বাচনে জিতেছেন, তিনি এবার নিজের খাসতালুকেই বালেন শাহের কাছে প্রায় ৫০ হাজার ভোটের বিশাল ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন। রাজনীতিতে এই হার শুধু একটি আসনের হার নয়, এটি গোটা একটি রাজনৈতিক যুগের অবসান। ওলি থেকে শুরু করে নেপালি কংগ্রেসের প্রভাবশালী যুব নেতা গগন থাপাও এবার ধরাশায়ী। সরলাহি-৪ কেন্দ্র থেকে তিনি হেরেছেন আরএসপি প্রার্থী অমরেশকুমার সিংয়ের কাছে। চমকপ্রদ ব্যাপার হল, জেন জেড মুভমেন্টের অন্যতম মুখ, মাত্র ২৬ বছর বয়সি মণীশ খানালও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন।

সরাসরি নির্বাচনের ১৬৫টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসনেই জিতেছে আরএসপি। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের হিসেবেও তারা বাকিদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে। এই 'বালেন-ওয়েভ' এতটাই প্রবল ছিল যে, ভালো কাজ করেও অনেকে এই ঝড়ে টিকতে পারেননি। নেপালের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা এবং দীর্ঘ লোডশেডিংয়ের অবসান ঘটানো কুলমান ঘিসিং কাঠমান্ডু-৩ কেন্দ্রে হেরে গিয়েছেন। মানুষ ব্যক্তির ক্যারিশমার চেয়েও আরএসপি-র ঘণ্টা প্রতীককেই পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

বালেন শাহ রাজনীতিতে কম কথা বলা এবং বেশি কাজ করার জন্য পরিচিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেব রাজ দাহালের মতে, আরএসপি-র ভোটব্যাংকের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোটারই বালেনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়ে ভোট দিয়েছেন। তাঁর দুর্নীতিমুক্ত এবং 'অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড' ভাবমূর্তি মানুষের মধ্যে বিপুল বিশ্বাস তৈরি করেছে। নবনির্বাচিত সাংসদ তোসিমা কার্কি যেমন বলছিলেন, 'ভোটাররা চাইছিলেন একটা স্থিতিশীল সরকার এবং দেশের মৌলিক পরিবর্তন। ঘনঘন সরকার বদল, জোটের দরাদরি আর লাগামহীন দুর্নীতিতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আজকের ভোটাররা রাজনীতিতে সততা, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছ নেতৃত্ব চান।'

তবে এই নতুন প্রজন্মের সমর্থন কোনও অন্ধ ভক্তি নয়। কাঠমান্ডুর ২২ বছর বয়সি তরুণী প্রিয়াংকা রাই যেমন স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, 'আমরা আরএসপি-কে ভোট দিয়েছি কারণ আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটা স্থিতিশীল সরকার চাই। তবে পুরোনো দলগুলো যেমন গদিতে বসে প্রতিশ্রুতি ভুলে যেত, এরা তেমন করলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। আমরা যেমন জেতাতে জানি, কাজ না করলে পাঁচ বছর পর গদি থেকে নামাতেও জানি।'

নেপালের এই অভাবনীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের কাছে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিকভাবে নেপালের রাজনীতি ভারত এবং চিনের ভূ-রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির অন্যতম কেন্দ্র। কেপি শর্মা ওলির শাসনকাল ভারতের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। তাঁর আমলেই কালাপানি-লিপুলেখ নিয়ে মানচিত্র বিতর্ক চরমে ওঠে এবং নেপালের ওপর বেজিংয়ের প্রভাব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নেপালি কংগ্রেস বরাবরই ভারতের প্রতি কিছুটা নরম মনোভাব পোষণ করে এসেছে।

কিন্তু আরএসপি এবং বালেন শাহের উত্থান ভারতের কাছে এক নতুন এবং জটিল সমীকরণ। বালেন শাহ না প্রো-ইন্ডিয়া, না প্রো-চায়না; তিনি কট্টরভাবে 'প্রো-নেপাল'। কাঠমান্ডুর মেয়র থাকাকালীন ভারতের নতুন সংসদ ভবনে 'অখণ্ড ভারত'-এর মিউরাল লাগানোর জবাবে তিনি নিজের অফিসে 'গ্রেটার নেপাল'-এর মানচিত্র ঝুলিয়ে দিয়ে তীব্র জাতীয়তাবাদী বার্তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। সুতরাং, নয়াদিল্লি যদি ভাবে যে ওলির পতনে ভারতের লাভ হল, তবে তা আংশিক সত্য। বালেন শাহের মতো একজন তরুণ, আত্মবিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ডিল করতে গেলে ভারতকে তাদের চিরাচরিত 'বড় দাদা' সুলভ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আজকের নেপালের তরুণ প্রজন্ম ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির আবেগ বা রোটি-বেটির পুরোনো আখ্যানে আর আটকে নেই। তারা চায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক উন্নতি, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। ভারত যদি এই নতুন নেপালের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানিয়ে তাদের উন্নয়নের প্রকৃত অংশীদার হতে পারে, তবেই হারানো জমি পুনরুদ্ধার সম্ভব। না হলে, বালেন শাহের মতো একজন বাস্তববাদী নেতা দেশের স্বার্থে বেজিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাতেও দু'বার ভাববেন না।

নেপালের এই জেন জেড বিপ্লব গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই এক বিশাল সতর্কবার্তা। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কা— সব দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর এটা বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে যে, পুরোনো জং ধরা সিস্টেম, পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতির পাহাড় আর ধর্ম বা জাতপাতের পুরোনো আখ্যান দিয়ে আজকের তরুণ প্রজন্মকে আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। তাদের কাছে ডিজিটাল দুনিয়ার অবাধ তথ্য রয়েছে, তারা গ্লোবাল সিটিজেন। তারা পারফরমেন্স বোঝে, ডেলিভারি বোঝে।

কাঠমান্ডুর তরুণরা যদি ব্যালট বাক্সে বোতাম টিপে ওলির মতো ডাকসাইটে নেতাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে, তবে সেই আগুন অন্যান্য দেশেও ছড়াতে খুব বেশি সময় লাগবে না। নেপালের এই নির্বাচন প্রমাণ করে দিল যে, ক্ষমতা কখনোই চিরস্থায়ী নয়, আর তারুণ্যের স্পর্ধাকে অবজ্ঞা করলে মসনদ উলটে যেতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। বালেন শাহের সামনে এখন এক পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ— অতি-রাজনীতিকরণের শিকার হওয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন করা এবং সুশাসন ফিরিয়ে আনা। তিনি সফল হলে নেপাল এশিয়ার বুকে এক নতুন ইতিহাস লিখবে, আর ব্যর্থ হলে এই জেন জেড তাঁকে ছুড়ে ফেলতেও যে পিছপা হবে না, প্রিয়াংকাদের সতর্কবার্তাতেই তা স্পষ্ট।

বালেন শাহের মতো একজন তরুণ, আত্মবিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ডিল করতে গেলে ভারতকে তাদের চিরাচরিত 'বড় দাদা' সুলভ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নেপালের এই জেন জেড বিপ্লব গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই এক বিশাল সতর্কবার্তা। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর এটা বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে যে, পুরোনো জং ধরা সিস্টেম, পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতির পাহাড় আর ধর্ম বা জাতপাতের পুরোনো আখ্যান দিয়ে আজকের তরুণ প্রজন্মকে আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

(লেখক দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ।)

আজ

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বাউলশিল্পী পূর্ণদাস বাউল।

১৯৩৮

অভিনেতা শশী কাপুরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যখন রাজগঞ্জে তৃণমূল বলে কিছু ছিল না, তখন দল করে জিতেছি। ৪টি নির্বাচনে জয়ী হয়েছি। দল এভাবে আমার প্রতি অবিচার করবে, ভাবতেও পারিনি। আমি টাকার কাছে হেরে গেলাম। দলে আমার গুরুত্ব হারিয়েছে। তাই আমি আর তৃণমূলে নেই। জেলা কমিটির চেয়ারম্যানের পদে থাকাটা এখন আর জরুরি নয়।

-খগেশ্বর রায়

ভাইরাল/১

লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে অস্কার পুরস্কার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে হলিউড এডিটর ম্যাট নেগলিয়ার শেয়ার করা ছবিতে দেখা গিয়েছে, সিটগুলির তলায় ইতিউতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে খাবারের প্যাকেট, পানীয়ের কাপ, প্লাস্টিকের বর্জ্য, টিস্যু পেপার। জোর শোরগোল।

ভাইরাল/২

বন্ধুর পিস্তল নিয়ে রিল বানাচ্ছিলেন তরুণ। ম্যাগাজিন লোড করেন। পিস্তলটি নিজের বুকের দিকে ধরে আচমকা ট্রিগার টিপতেই গুলি তাঁর বুকে লাগে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মারা যান। পূর্ব দিল্লির দল্লুপুরার মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

চলো আবার লাইনে দাঁড়াই

এই তো কয়েক বছর আগের কথা। পড়িমরি করে রাতদুপুরে আমরা সবাই গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। তার পরদিন থেকে নাগাড়ে, সাতসকালে হোক অথবা ভরদুপুরে, এটিএমের সামনে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে। আমাদের বোঝানো হল লাইনে দাঁড়ানো তো নতুন কোনও উটকো সমস্যা নয়। পুজো দেখার সময় অথবা সিনেমা হলে টিকিট কাটার সময় লাইনে তো দাঁড়াতেই হয়। সত্যি তো! এভাবেও ভাবা যায় এবং এভাবেই ভাবতে হবে।

আবার লাইনে দাঁড়ালাম। যৌক্তিক অসংগতি অতি বিষম বস্তু! যে দেশে জন্ম-বেড়ে ওঠা-পড়াশোনা-বিয়ে-সন্তানদের ঘরসংসার এবং গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন, সেই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যৌক্তিক অসংগতির 'রক্তচক্ষু'! অগত্যা যাবতীয় নথির বোঝা বগলদাবা করে আবার লাইনে দাঁড়িয়ে। প্রমাণ দাখিলের দায় আমাদের নিজেদের। এভাবেই ভাবতে হবে।

আবারও লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। যুদ্ধের আঁচে রান্নার গ্যাস বাষ্পীভূত! বুকিংয়ের কড়াকড়ি তো আছেই, তার ওপর সার্ভার নাকি মাঝে মাঝেই কোমায় চলে যাচ্ছে! সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে ফের লাইনে দাঁড়িয়ে। কথায় বলে, 'গরজ বড় বালাই'। এটা শুধু কথার কথা নয়। ষোলো আনা খাঁটি কথা। এভাবেই ভাবতে হবে।

এই লাইনে দাঁড়ানোর সামনে-পেছনে কারণ তো কিছু আছেই। কারণগুলো আমরা হয়তো সঠিকভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু দেখতে পাই সবই। এই দেখতে পাওয়ার একটা কারণ অবশ্যই আছে। স্বচ্ছ ভারতের সবকিছু এতটাই স্বচ্ছ যে, চোখ বন্ধ করলেও সবটা দেখা যায়। এটা ঘোর বাস্তব।

তাপসী দে
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

ফুটব্রিজ চাই

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরে জানলাম, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার সংলগ্ন পুনর্ভবা নদীতে ফুটব্রিজের কাজের সূচনা করা হল। খুব ভালো খবর। ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে।

পাশাপাশি গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন বেলবাড়ি সহ একাধিক এলাকার মানুষের ভরসা সাঁকো ও নৌকা। পুর এলাকার মধ্যস্থলে নদীর পূর্বদিকে সাত ও আট নম্বর ওয়ার্ড, নদীর পশ্চিম দিকে তিন ও দুই নম্বর ওয়ার্ড। স্বভাবতই ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, বড় বাজার ঘাটপাড়ে একটি ফুটব্রিজ তৈরি করা হোক। কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তরফে শিলান্যাস পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও অদৃশ্য কারণে আজও ওই এলাকায় ফুটব্রিজ তৈরির উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গারামপুরবাসী হিসেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের কাছে আমার আবেদন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরে বেলবাড়ি ও বড়বাজারের মধ্যে সংযোগকারী ফুটব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হোক।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উদাসীনতা ও অবজ্ঞার আড়ালে বিপন্ন নাট্যমঞ্চ

সমাজবদলের প্রধান মাধ্যম নাটক নিয়ে অবজ্ঞা দূরে সরিয়ে এই শিল্পের যথার্থ সম্মান ফেরানো জরুরি।

চিরদীপা বিশ্বাস

হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে মেসেজ— 'এই নাটক ফাটক করে হবে টা কী বলতো?' এমন তাচ্ছিল্যভরা কথা মাথা গরম করার পক্ষে যথেষ্ট। তবে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় কথা না বাড়িয়ে নিজের মস্তিষ্ক শীতল রাখার চেষ্টাই করলাম। বস্তুত, মুখে বুলি ফোটার আগে থেকেই যাদের 'নাটক-ফাটক', 'নাচ-ফাচ' বা 'গান-ফান' -এর সঙ্গে হৃদ্যতা, তারা জীবনে ঠিক কতবার এমন উক্তি শোনে তার হিসেব থাকে না। আক্ষেপের বিষয়, স্কুলের অঙ্কের ব্যাচে বা কলেজের ভরা ক্লাসরুমেও শিক্ষিত ও সম্মাননীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে এই 'ফ'কারান্ত শব্দগুলো মাঝেমাঝেই অত্যন্ত সহজাত হয়ে পড়ে।

সমাজের বাঁধাধরা গণ্ডির চক্রব্যূহে আটকে আমরা ভুলে যাই, এই 'ফাটক-ফাচ-ফান' নিতান্তই কেবল বিনোদনের জন্য নয়। বরং এটি সমাজের এক সুস্পষ্ট আয়না। এই আয়না এতটাই তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব ফোটায় যে, আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে খোদ গোরা সরকার 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' করে এর কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হয়েছিল। 'গজদানন্দ' বা 'যুবরাজ' -এর মতো ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক নাটক— নিন্দুকদের ভাষায় সেই ফাটকের প্রভাব এতটাই ভয়ানক ছিল যে, ১৮৭৬ সালে তা প্রদর্শনের স্বাধীনতা খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংরেজরা। তারও আঠারো-উনিশ বছর আগেকার যুগান্তকারী সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' বা শ্রীরামকৃষ্ণের 'লোকশিক্ষের ক্ষেত্র'-এর কথা ভুলি কী করে! তবেই ভাবুন, এসবের গুরুত্ব কতটা।

- এআই

সমগ্র ভারতবর্ষে 'আইপিটিএ' (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন)-এর হাত ধরে আসা বিপ্লবের ঢেউয়ের কথা কমবেশি সকলেরই জানা।

তা সত্ত্বেও আমরা আজও একে বিনোদনের ফচকেমির চোখেই দেখি। বর্তমানে 'স্টার স্টাডেড' ফাটক দেখতে আমরা হল ভরাই ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশেরই মন পড়ে থাকে কেবল সেলফি তোলার প্ল্যানিংয়ে। পাশাপাশি আরও একটি দৃশ্য চোখে পড়ে। ধরুন, মঞ্চে টানটান ক্লাইম্যাক্স সিন অভিনীত হচ্ছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ দর্শকাসন থেকে রিংটোন বেজে উঠল— 'সাইয়ারা তু তো বদলা নেহি হে...'। সত্যিই আমাদের এই উদাসীনতা বদলাবে, সেই সাধ্য কার!

মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন এমন বিঘ্ন ঘটার পর শিল্পীরা মাঝপথে অভিনয় থামিয়ে দেন। দর্শকদের কাছে করজোড়ে বিনম্র অনুরোধ করার পরও আমাদের টনক নড়ে না, এদিক-ওদিক টুকটাক রিংটোন বাজতেই থাকে। অথচ অবাক করা বিষয়, সিনেমা হলে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময় কি এই রিংটোন আমাদের এতটা বিরক্ত করে? সেখানে কি আমরা অনেক বেশি সুশৃঙ্খল থাকি না? এই দ্বিচারিতা আসলে আমাদের সাংস্কৃতিক মননের অভাবকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ভেবে দেখুন, এই 'ফাটক' করে নাট্যকর্মীরা পানটা কী? সমাজের চোখে হয়তো কিছুই না, কিন্তু নিজেদের জীবনে এর গুরুত্ব অনেকটা। অসীম আত্মবিশ্বাস, মনঃসংযোগ, যূথবদ্ধতা, সদর্থক চিন্তা আর জীবনভরের শিক্ষা পান তাঁরা।

তাই প্রতি বছর ২৭ মার্চ 'বিশ্ব নাট্য দিবস' অনেক আশা নিয়ে আসে বিশ্বের নানা মঞ্চে চরিত্র হয়ে ওঠা অগণিত মানুষের বুকে। তাঁদের অভিনয় দুটো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করলে, দশজনকে হাসালে বা একজনকে ভাবালে— সেটাই চরম প্রাপ্তি। তাই সেলফির মোহ ছেড়ে এমনভাবে নাটক দেখুন, যা আপনাকে ভাবায় এবং সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন জাগায়। কয়েক দশকে অনেক কিছু বদলেছে, তবে কী বদলায়নি সেটাও ভাবুন। সেইমাফিক নিজের 'টিনের তলোয়ার'-কে শান দিয়ে চকচকে রাখুন, দরকার পড়বে।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। বেমানান, অসংলগ্ন ৫। বাচ্চা, ছানা ৬। আইনত নিযুক্ত প্রতিনিধি ৮। অকর্ষিত ও জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল ৯। ভোজ্য শস্যবিশেষ ১১। নবাবের পুত্র ১৩। খয়ের ১৪। সবুজ রংয়ের দামি পাথরবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। লম্বাচওড়া, স্বাস্থ্যবান ২। ছাই, ভস্ম ৩। ছাতার আকৃতির গাছ ৪। মূল গায়কের সহকারী ৬। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত কন্দ ৭। গুরুতর, সাংঘাতিক ৮। স্বজন, আত্মীয় বা বন্ধু ৯। মুগুরজাতীয় অস্ত্র ১০। মুখেমুখে প্রচারিত গুজব ১১। পাট শাকের অন্যনাম ১২। গোঁড়া লেবুর আরেক নাম ১৩। চিঠি, ঋণের দলিল, স্বীকারপত্র, আঁচড় বা ঘষার দাগ।

সমাধান ■ ৪৩৯৫

পাশাপাশি : ১। তুকতাক ৩। বালাই ৫। বচনবাগীশ ৬। ফসকা ৭। ধান্যক ৯। বদরিকাশ্রম ১২। লিটার ১৩। কপিঞ্জল।

উপর-নীচ : ১। তুড়িলাফ ২। কদাচ ৩। বাহবা ৪। ইলিশ ৫। বকা ৭। ধাম ৮। করপাল ৯। বগলি ১০। বিধুর ১১। শ্রমিক।

বিন্দুবিসর্গ

মিত্রদের ‘না’, ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

লারিজানি হত্যার দাবি ইজরায়েলের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৭ মার্চ : ইরান-আমেরিকা সংঘাতের আবহে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে অনেকটাই কোণঠাসা দেখাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। হরমুজ প্রণালীর অচলাবস্থা কাটাতে এবং জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করতে মিত্র দেশগুলির কাছে রণতরী পাঠানোর ডাক দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু জার্মানি, ব্রিটেন, স্পেন বা ইতালির মতো ঘনিষ্ঠ মিত্রদের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া না মেলায় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের কাউকে দরকার নেই। আমরা বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী দেশ, আমাদের সেনাবাহিনীও সবথেকে শক্তিশালী।’

এদিকে মঙ্গলবার যুদ্ধের ময়দান থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইরানের বর্তমান নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানিকে লক্ষ্য করে ইজরায়েল তেহরানে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাটজ দাবি করেছেন, লারিজানি নিহত হয়েছেন। যদিও ইরান সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। মোজতবা খামেনেইয়ের পর লারিজানি হলেন ইরানের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ইজরায়েলের দাবি সত্যি হলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন ইজরায়েলের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী বাসিজ রেজিস্ট্যান্স ফোর্স-এর প্রধান গোলামরেজ্জা সোলেইমানিকেও নিশানা করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা।

পাশাপাশি ইরানের নতুন শীর্ষনেতা মোজতবা খামেনেইয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়েও জল্পনা জোরালো হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, ইজরায়েলি হামলায় গুরুতর আহত মোজতবার চিকিৎসা চলছে রাশিয়ায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবার নওরোজ উৎসব উপলক্ষ্যে ইরানবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ইরানের সাহসী জনগণকে আমার শুভেচ্ছা। অন্যবারের মতো এবারও এই আলোর উৎসবে আপনাদের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।’

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য অগ্নিগর্ভ। মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সহ প্রথমসারির বেশ কয়েকজন নেতার মৃত্যুর জেরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। জবাবে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। এই সংকট কাটাতে ট্রাম্প ন্যাটোর সদস্য দেশগুলিকে এগিয়ে আসার আবেদন জানালেও বেশিরভাগ দেশ সরাসরি যুদ্ধজড়িত হতে অস্বীকার করেছে। ট্রাম্পের অভিযোগ, আমেরিকা বছরের পর বছর ধরে ন্যাটো দেশগুলিকে নিরাপত্তা দিলেও প্রয়োজনের সময় তারা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে ব্রিটেনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ব্রিটেনের কাছে দুটি যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী চেয়েছিলাম, কিন্তু কিয়ের স্টার্মার রাজি হননি। এখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়ার পর তারা সাহায্য করতে চাইছে, যা আমার আর প্রয়োজন নেই।’

ইউরোপীয় মিত্রদের অনীহার পেছনে অবশ্য অন্য যুক্তি কাজ করছে। জার্মান চ্যান্সেলার ফ্রেডরিখ মার্জ জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার আগে ওয়াশিংটন বা ইজরায়েল তাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। রাষ্ট্রসংঘ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমতি ছাড়া জার্মানি কোনও সামরিক অভিযানে অংশ নেবে না বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। স্পেনের বিদেশমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বলেন, ‘আমরা এমন কিছু করব না যাতে উত্তেজনা বেড়ে যায়।’ ইতালির পক্ষ থেকেও লোহিত সাগরের ‘অ্যাস্পাইডস’ মিশনকে হরমুজে সরিয়ে আনার প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য দাবি করেছেন, মিত্রদের সাড়া না দেওয়া তাঁর কাছে ‘চমক’ নয়। তিনি বলেন, ‘আমি শুধু ওদের মানসিকতা পরীক্ষা করছিলাম। জানতাম ওরা আসবে না।’

ইজরায়েলে লেবাননের হামলার পর। মঙ্গলবার।

একনজরে

- হরমুজে রণতরী পাঠানোর প্রস্তাবে ব্রিটেন, জার্মানির মতো বন্ধুরা সাড়া না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, শক্তিশালী দেশ হিসেবে আমেরিকার কাউকে প্রয়োজন নেই
- বাসিজ ফোর্সের প্রধানকে নিশানা করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা
- যুদ্ধ শুরুর আগে আলোচনা না করায় আমেরিকার ইরান অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকার করেছে জার্মানি
- ইরানের সাধারণ মানুষকে নওরোজ উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেতানিয়াহু

ডাইনি সন্দেহে ছেলে সহ দম্পতি খুন

রাঁচি, ১৭ মার্চ : একবিংশ শতকেও ডাইনি সন্দেহে হত্যা ঘটছে। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার ডাঙ্গাটোলা এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল। অভিযোগ, ডাইনি সন্দেহে সেখানে একই পরিবারের তিনজনকে খুন করা হয়েছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে আচমকা দম্পতির বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালানো হয়। পরিবারটির বিরুদ্ধে কালা জাদু অর্থাৎ ডাইনিবিদ্যা চর্চার অভিযোগ ছিল। ওই চর্চার ফলে গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ত। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। নিহত দরবারি মুর্মু (৫০), মাক্কু বাস্কে (৪৫) ও তাঁদের ১২ বছরের সন্তান জিতনারায়ণ মুর্মুর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসেনি। এসডিপিও জানিয়েছেন, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বিশেষ টিম গড়া হয়েছে। সবদিক খতিয়ে তদন্ত চলছে। হত্যার জন্য ব্যবহৃত কুড়ুল উদ্ধার করা হয়েছে।

ইদের আগে বিকিকিনির ভিড়। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ১৭ মার্চ : সিপিএম, বিজেপির পর এবার কেরলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস এবং তাদের জোটশরিক আইইউএমএল। রাজ্যের ১৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মঙ্গলবার প্রথম দফায় ৫৫ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশনকে পারাভুরে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সানি জোশেফকে পেরাভুরে, প্রবীণ নেতা রমেশ চেন্নিথালাকে হরিপদে প্রার্থী করা হয়েছে। অপরদিকে আইইউএমএল ২৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

এদিন এআইসিসি দপ্তরে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির পাশাপাশি হাজির ছিলেন কেসি বেণুগোপাল, দীপা দাশমুন্সির মতো নেতা-নেত্রীও। ৯ এপ্রিল কেরলে একদফায় ভোট। সিপিএম ইতিমধ্যে ৮১টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সোমবার বিজেপি কেরলে ৪৭ জনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে।

জেডিইউ ত্যাগ কেসি ত্যাগীর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার নীতীশ কুমারের জেডিইউ ছাড়লেন দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ কেসি ত্যাগী। ২০০৩ সালে প্রয়াত জর্জ ফার্নান্ডেজের সমতা পার্টির সঙ্গে জেডিইউয়ের সংযুক্তিকরণের সময় থেকে তিনি দলে ছিলেন। জেডিইউয়ের মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি। জল্পনা চলছে, শীঘ্রই অন্য দলে যোগ দিতে পারেন ত্যাগী। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন তিনি। এদিন দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করে ত্যাগী বলেন, ‘জেডিইউ সুপ্রিমো এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। ওঁর সঙ্গে দীর্ঘ ৫০ বছর সমাজতান্ত্রিক পরিসরে কাজ করেছি আমি। আমাদের সম্পর্ক চিরদিন থাকবে। নতুন কোনও দলের ব্যানারে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি করব।’

ফিরল নন্দাদেবী, গ্যাসে ই-কেওয়াইসি আবশ্যিক

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : শিবালিকের পর এবার গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে ভিড়ল এলপিজি বোঝাই ট্যাংকার নন্দাদেবী। যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে মঙ্গলবার সকালে ওই জাহাজটি নোঙর ফেলে। তাতে প্রায় ৪৫-৪৭ হাজার টন এলপিজি রয়েছে। সোমবার সকালে গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছোয় শিবালিক। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নন্দাদেবীও পৌঁছে যাওয়ায় ভারতে এলপিজি গ্যাসের সংকট খানিকটা হলেও সমাধান করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমে জানা গিয়েছিল, কান্ডলা বন্দরে নন্দাদেবী জাহাজটি ভিড়বে। কিন্তু পরে তা বদলে ভাদিনারে আনা হয়। এর পাশাপাশি জগ লড়কি নামে আরও একটি জাহাজ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ৮১ হাজার টন অপরিশোধিত তেল নিয়ে মুন্দ্রা বন্দরের দিকে এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে হরমুজের পশ্চিমে মোট ২২টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ রয়েছে। তাতে মোট ৬১১ জন ভারতীয় নাবিক রয়েছেন।

এদিকে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার যাতে সুষ্ঠুভাবে গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ই-কেওয়াইসি বা বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তি জারি করে মন্ত্রক জানিয়েছে, এলপিজির ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত নির্দেশটি নতুন নয়। বরং ভারত সরকারের চলমান প্রক্রিয়ারই একটি অংশ যাতে সমস্ত গ্রাহক বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। ই-কেওয়াইসি শুধুমাত্র সেই সমস্ত গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য যাঁরা এখনও পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেননি। যাঁরা সাধারণ গ্রাহক এবং আগে একবার ই-কেওয়াইসি করেছেন তাঁদের আর দ্বিতীয়বার এই কাজটি করতে হবে না। তবে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের প্রতি অর্থ বছরে একবার এটি করতে হবে। মূলত বছরে ৭টি রিফিলের পর, অর্থাৎ ৮ম এবং ৯ম রিফিলের ভরতুকি পাওয়ার জন্য এটি প্রয়োজন। কেন্দ্র জানিয়েছে, ই-কেওয়াইসি করার জন্য ডিলারশিপে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে বসে সহজেই বিনামূল্যে এটি করা যাবে। তবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক এও জানিয়ে দিয়েছে, ই-কেওয়াইসি না করলেও কোনও গ্রাহকের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ কোনওভাবেই ব্যাহত বা বন্ধ হবে না। শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, সঠিক গ্রাহক চিহ্নিত করতে, ভুয়ো সংযোগ বাদ দিতে এবং গ্যাসের কালোবাজারি বা অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যেই এই কাজটি করা হচ্ছে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে।

গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে এলপিজি ট্যাংকার নন্দাদেবী।

বাগানে ‘বেড়াচ্ছিলেন’ বলেই রক্ষা মোজতবার

তেহরান, ১৭ মার্চ : ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই কি আদৌ বেঁচে আছেন? জল্পনা শুরু হতেই ইরানি সূত্রে জানানো হয়েছে, হ্যাঁ, তিনি জীবিত।

২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে ইজরায়েল-আমেরিকার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয় আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্তার। ফাঁস হওয়া অডিও রেকর্ডিং অনুযায়ী, হামলার ঠিক কয়েক মিনিট আগে কোনও কাজে ভবন থেকে বেরিয়ে বাগানে যাওয়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পান মোজতবা। ওই হামলায় তাঁর পায়ে সামান্য আঘাত লাগলেও প্রাণ হারান তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। ভয়াবহ হামলায় ইরানের সেনাপ্রধানের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাথা দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল খামেনেইয়ের জামাতার।

ফাঁস হওয়া ওই অডিওটি গত ১২ মার্চ তেহরানের এক বৈঠকের। অডিওর কণ্ঠস্বরটি খামেনেইয়ের দপ্তরের অন্যতম কর্তা মাজাহের হোসেইনির। ওই অডিও ফাঁসের পরেই চারদিকে শোরগোল।

হামলার পর থেকে মোজতবাকে জনসমক্ষে না দেখা যাওয়ায় তাঁর জীবিত থাকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সূত্রের দাবি, মোজতবা বর্তমানে রাশিয়ার মস্কোতে পুতিনের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন। ইরান সরকার ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সাঁড়াশি হামলার কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার।

বিপর্যয় মোকাবিলার মক ড্রিল। মঙ্গলবার নৈনিতালের হলদওয়ানিতে।

রাহুলের ক্ষমা প্রার্থনা দাবি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে শাসকপক্ষের সাংসদরাই অভিযোগ করে এসেছেন। এবার রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন প্রাক্তন আধিকারিকরা। তাঁদের অভিযোগ, সংসদ চত্বরে রাহুল গান্ধির আচরণ অনভিপ্রেত। রাহুলের বহু আচরণের সমালোচনা করে ২০৪ জন প্রাক্তন আমলা ও সামরিক কর্তার সই সম্বলিত খোলা চিঠিতে কংগ্রেস নেতাকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সংসদে রাহুল গান্ধির আচরণ উসকানিমূলক। চিঠিতে ২০৪ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ১১৬ জন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা, ৮৪ জন প্রাক্তন আমলা ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন জন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত।

তেলের দাম না বাড়ানোর বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে যখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিয়ে হাহাকার শুরু হয়েছে, ঠিক তখনই ভারতীয় গ্রাহকদের স্বস্তি দিল পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। মঙ্গলবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা জানিয়েছেন, দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর এই মুহূর্তে কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই।

এদিকে মঙ্গলবার বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি, জ্বালানি সংকট এবং ভারতের সামনে থাকা কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক বা বিদেশমন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি তুলেছে বিরোধী দলগুলি। এই মর্মে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা। চিঠিতে সই করেছেন কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, সিপিআই(এম), সিপিআই, আম আদমি পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, আরজেডি, এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী), শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী), ন্যাশনাল কনফারেন্স, আইইউএমএল সহ একাধিক দলের সাংসদ। এমন সময় তেলের দাম নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পশ্চিম এশিয়ায় ইরান, ইজরায়েল ও আমেরিকার সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা বলেন, ‘পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই।’ আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা না চাপাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির চাপ আংশিকভাবে নিজেদের কাঁধে নিচ্ছে, যাতে খুচরো বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকে।

চলতি মাসে ভরতুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বেড়ে দিল্লিতে ৯১৩ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামও বেড়ে যাওয়ায় রেস্তোরাঁ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের জন্য ৩০০ টাকা ভরতুকি বজায় রয়েছে।

ক্ষুব্ধ দেবেগৌড়া

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : সংসদে মেয়াদ শেষের মুখে কংগ্রেস সাংসদদের আচরণে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া। এই বিষয়ে তিনি সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিকে একটি চিঠি লিখেছেন। বিরোধী দলনেতা সহ কংগ্রেস সাংসদরা যেভাবে লাগাতার অচলাবস্থা তৈরি করছেন তাতে তাঁদের অবিলম্বে আটকাতে সোনিয়া গান্ধির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন দেবেগৌড়া। সংসদের সিঁড়িতে বসে রাহুল গান্ধির বিক্ষোভেরও সমালোচনা করেছেন জেডিএস সুপ্রিমো।

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে বয়সের বাধা রদ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : দত্তক নেওয়া সন্তানের বয়সের ওপর ভিত্তি করে আর মাতৃত্বকালীন ছুটি নির্ধারিত হবে না বলে ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০২০-এর ৬০(৪) ধারাটি বাতিল করেছে। আগে নিয়ম ছিল, দত্তক নেওয়া শিশুর বয়স তিন মাসের কম হলেই কেবল মা ১২ সপ্তাহের ছুটি পাবেন।

আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই বৈষম্যমূলক নিয়ম সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শিশুর বয়স যা-ই হোক না কেন, তার প্রতি মাতৃস্নেহ ও যত্নের প্রয়োজনীয়তা একই থাকে।

আইনজীবী হামসানন্দিনী নন্দুরির করা মামলায় আদালত জানায়, মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া যে কোনও পালিত মায়ের আইনি অধিকার। বয়সের ভিত্তিতে এই বিভাজন অযৌক্তিক, তাই এখন থেকে দত্তক নেওয়া সকল মা-ই সমভাবে এই ছুটির সুবিধা পাবেন।

নিঃশব্দে বিদায় গগৈয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নীরব প্রস্থান ঘটল তাঁর। টানা ৬ বছর মুখে কুলুপ এঁটে সোমবার রাজ্যসভা থেকে বিদায় নিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ।

সংসদীয় নথিতে গগৈয়ের কাজের খতিয়ান অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। ছয় বছর আগে মনোনীত সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়ার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিচারব্যবস্থা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কণ্ঠস্বর হওয়ার। পিআরএস লেজিসলেটিভ রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যসভায় গগৈয়ের উপস্থিতি ছিল মাত্র ৫৩ শতাংশ, যা জাতীয় গড় (৮০ শতাংশ) অপেক্ষা অনেক কম। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, পুরো মেয়াদে তিনি একটিও প্রশ্ন করেননি। এমনকি তাঁকে দেখা যায়নি কোনও ‘প্রাইভেট মেম্বার বিল’ পেশ করতেও।

নতুন ডিজি-কে সুপ্রিম-বার্তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : চেয়ারে বসতে না বসতেই সুপ্রিম কোর্টের রোষে পড়লেন রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। উত্তর শহরতলির ত্রাস, কুখ্যাত গ্যাংস্টার জয়ন্ত সিং ওরফে ‘জায়ান্ট’-এর জামিন নিয়ে পুলিশের ঢিলেঢালা মনোভাব দেখে কার্যত মেজাজ হারাল শীর্ষ আদালত। সাফ জানিয়ে দিল, অপরাধীর প্রতি এই ‘দয়া’ বা গাফিলতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

মঙ্গলবার বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের বেঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্যাংস্টারের জামিন পাওয়ার নির্দেশকে কেন চ্যালেঞ্জ জানানো হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ, ‘এটা শুধু একটা অপরাধের মামলা নয়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন। দয়া করে এর গুরুত্ব বুঝুন।’ সরাসরি নতুন ডিজি-কে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আগেও এই একই মামলায় প্রাক্তন ডিজি-কে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হয়েছিল সুপ্রিম দরবারে। সেই পুরনো ক্ষতে নুন ছিটিয়ে আদালত এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, আগামিতে এমন ঢিলেমি চললে ফল ভালো হবে না।

‘উমরের গ্রেপ্তারি স্বেচ্ছাচারিতা’

মত আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক উমর খালিদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাবন্দিত্বকে ‘স্বেচ্ছাচারী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন’ তাদের মতামতে জানিয়েছে, উমর খালিদকে আটকে রাখা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী এবং এটি সম্পূর্ণ অবৈধ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণের মতো মৌলিক অধিকারগুলি চর্চা করার কারণেই দিল্লির এই মেধাবী সমাজকর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে বিনা বিচারে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিতর্কিত ইউএপিএ আইনে কারারুদ্ধ মানবাধিকার কর্মী খালিদকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জোরদার দাবিও তুলেছে রাষ্ট্রসংঘের ওই কমিটি। এছাড়া তাঁকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও ভারত সরকারকে সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। ‘ডায়াসপোরা ইন অ্যাকশন ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি’ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, ‘গণতন্ত্রে বিনা বিচারে কাউকে বছরের পর বছর আটকে রাখা যায় না।’ আন্তর্জাতিক স্তরে এহেন পর্যবেক্ষণ ভারতের বিচার ব্যবস্থার ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

‘আমাকে বেঁধে জেলে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল’

মুক্তির পর বিস্ফোরক ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েই লাদাখের জন্য নতুন উদ্যমে লড়াইয়ের ডাক দিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে তিনি আশাবাদী হলেও বলতে ভুললেন না, লাদাখের মানুষ যতক্ষণ না জিতছেন, ততক্ষণ তাঁর লড়াই চলবে।

জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ) প্রত্যাহারের পর যোধপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোকে পাশে বসিয়ে লাদাখের অধিকার নিয়ে খোলাখুলি মতামত দেন ওয়াংচুক। মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তাঁর আন্দোলন কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়, ছিলও না। লাদাখের সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে আনাই লক্ষ্য তাঁর।

কারাগারের অভিজ্ঞতা ও নিজের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবেশকর্মী ওয়াংচুক বলেন, ‘আমাকে বগলদাবা করে প্রায় পোঁটলার মতো বেঁধে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। প্রথম দিন দশেক আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না বাইরের পৃথিবীর। পরিবার তো দূর, আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি।’ এরপর একটু থেমে বলেন, এখন নিজের কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে এবং ডানা মেলে নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নিতে পেরে তাঁর খুব ভালো লাগছে।

টানা ১৬৯ দিন যোধপুর জেলে বন্দি থাকলেও তাঁর মনোবল যে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা স্পষ্ট করে ওয়াংচুক বলেন, ‘আমি ১২ মাস জেলে থাকার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।’

লাদাখের আন্দোলন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওয়াংচুক বলেন, তিনি নিজের জয়-পরাজয় বা সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবেন না। তাঁর ভাবনা সার্বিকভাবে লাদাখের জনজীবনকে নিয়ে। হালকা ঠাট্টার সুর তাঁর কথায়,

‘আমি সামান্য লোভী মানুষ। শুধু নিজের জয়ে সন্তুষ্ট হই না। আমি সব সময় একটা ‘উইন-উইন’ বা দু-পক্ষের জয়ের অপেক্ষায় ছিলাম।’ বলেন, সোনম ওয়াংচুক ব্যক্তিগতভাবে জিতলে লাদাখ, হিমালয় বা যে আদর্শের জন্য তিনি লড়ছেন, তাদের কী লাভ হবে যদি সেই দাবিগুলিই না জেতে!

> আমাকে বগলদাবা করে প্রায় পোঁটলার মতো বেঁধে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। প্রথম দিন দশেক আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না বাইরের পৃথিবীর।
>
> -সোনম ওয়াংচুক

কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থানকে ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসাবেই দেখছেন এই শিক্ষাবিদ। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক ঘটনায় আলোচনার পথ শুধু খোলেইনি, অনেকটা চওড়াও হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘সরকার আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে এবং গঠনমূলক আলোচনার জন্য যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা খুব ভালো ব্যাপার। এভাবে এগোতে পারলে লাদাখবাসীর পাশাপাশি আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্যপূরণও হবে।’

ওয়াংচুক জেলে থাকাকালীন জেলকর্মীদের ভূমিকা ও ব্যবহারের প্রশংসা করলেও আন্দোলনের স্বার্থে এনএসএ-র অপব্যবহার বন্ধে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দাবি করেছেন। ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্তি সহ লাদাখের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও পূর্ণ রাজ্যের দাবির বিষয়ে তিনি এখনও অনড় ও অবিচল রয়েছেন।

ফের বিতর্কে জিতু কমল

বাংলা ধারাবাহিক চিরদিনই তুমি যে আমার। দিতিপ্রিয়া রায়কে নিয়ে তাঁর অশান্তির আঁচ এখনও আবছা হয়নি, আবার বাংলা ছবি এরাও মানুষ... নিয়ে জিতু কমল বিতর্কে। ছবিতে তাঁর বিপরীতে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। জিতুর বিরুদ্ধে প্রযোজক-পরিচালকদের অভিযোগ, তিনি সেটে সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না বলেছেন, যদি করেন বাড়তি দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে। শেষ দিনে শুটিং শুরু করার কথা বলায়, তিনি পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইবার কথা বলেন। তারপর তাঁর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে নির্মাতাদের তরফে। ১২ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক ছাড়াও তাঁকে ডাবিংয়ের ১ লক্ষ ২০ হাজার দেওয়া হয়েছে, চুক্তি বাতিলের পর তা ফেরত দেবার কথা বলা হয়েছে। এত অভিযোগের উত্তরে জিতু বলেছেন, যখন খুশি ডেট বদলাচ্ছিল ওরা, আমি এসভিএফ-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তাদের কাজ করতে পারছি না, ৫-৬ দিন বসে আছি। শেষ দিন মানে ১৬ মার্চের কথা বলছে, তাহলে তার আগে ছবির কাজ করলাম কী করে! ওরা সময়মতো গাড়ি পাঠায় না, সেটে পৌঁছোব কী করে! পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবার কথা বলছে, কারণটা বলেনি? এমনি এমনি এসব হয়? গায়ে হাত দিতে আসা, গালাগালি দেওয়া, এগুলো কী তাহলে? অরূপ বিশ্বাস, পিয়া সেনগুপ্তর নামে থ্রেট করত, মারার হুমকি দিত, ভাবতাম ইয়ার্কি করছে। শেষ দিনে পরিচালক সাই প্রকাশ বলল বেরিয়ে যা, তখন বেরিয়ে আসি। সব ফুটেজ আছে আমার কাছে। ফোরামকে জানিয়ে সব করেছি। যদি আইনের পথে যায় ওরা, আমিও সেভাবেই লড়ব। ওখানে কাজের পরিবেশ ছিল না। ওরা ভাবছে শুটিং হয়ে গেছে মানে ছবি ওদের, শিল্পীর অনুমতি ছাড়া ডাবিং করানো যায় না, ওরা জানে না।

সাই প্রকাশের প্রতিক্রিয়া অবশ্য পাওয়া যায়নি।

রাজ-লাভলি আছেন, বাদ বিধায়ক কাঞ্চন

কাঞ্চন মল্লিককে সরিয়ে দিল তৃণমূল। ব্যক্তিগত জীবনে ক্রমাগত বিতর্কে জড়ানোর কারণে, কাঞ্চনের বিরুদ্ধে দলের অন্দরেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। উত্তরপাড়া আসনে তাঁকে চাইছিলেন না এলাকার মানুষই। খবর ছিল, এই আসনে এবার দাঁড় করানো হতে পারে ইমন চক্রবর্তীকে। যদিও তা হল না। এমনিতেই একসময়ের বামঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তরপাড়া আসন থেকে বামেদের হয়ে লড়ছেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। আর তাই রাজনীতির মুখকেই রাখল তৃণমূল এই আসনে। টিকিট পেলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

খবর ছিল টালিগঞ্জ থেকে ভোটে দাঁড়াতে পারেন টলিউড অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তবে প্রার্থী ঘোষণার সময় নাম ঘোষণা হল অরূপ বিশ্বাসের। ব্যারাকপুরে প্রার্থী তালিকায় হল না কোনও রদবদল।

থাকলেন রাজ চক্রবর্তী। রাজের বিরুদ্ধে অবশ্য সেভাবে দলের অন্দরে কোনও অভিযোগের খবর ছিল না। ফলে রাজ এবারেও ভোটে লড়বেন ব্যারাকপুর থেকেই।

একইভাবে সোনারপুর দক্ষিণ থেকে টিকিট পেলেন অরুন্ধতী মৈত্র অর্থাৎ অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র। যদিও শোনা গিয়েছিল, এবার টিকিট নাও পেতে পারেন লাভলি। কিন্তু নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে, লাভলিকেই দেওয়া হল সোনারপুর দক্ষিণের দায়িত্ব। জায়গা বদল হল সোহমের। অভিনেতা-রাজনীতিবিদকে চণ্ডীপুর থেকে সরিয়ে, পাঠানো হল তেহট্টে। তবে শ্রাবন্তী কিংবা ইমনকে কোনও টিকিট দেয়নি তৃণমূল। পরমব্রত এবারও বাদ পড়ে গেলেন। কিন্তু থেকে গেলেন রাজ চক্রবর্তী। তাঁকে নিয়ে কারও কোনও সমস্যা নেই।

ভিকি কৌশলের আচরণে নেটমহলের গুসসা

একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের, সেখানে আমন্ত্রিত অভিনেতা ভিকি কৌশল। দেখা যাচ্ছে, ভিকি বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, স্যার, হাউ ইস দ্য জোশ? উরি ছবির বিখ্যাত সেই সংলাপ, যা একদিন দর্শকদের নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটাই বরকে করেছেন ভিকি। উপস্থিত অতিথিরা সকলেই খুব আনন্দ পেয়ে ভিকিকে হাততালি দিয়েছেন। এতে ভিকি উৎসাহী হয়ে বলেন, দেখেছেন সব সময় ব্যাচেলরদের জোশ বেশি থাকে, আমাদের মতো বিবাহিতদের জোশ বছরের পর বছর একটু একটু করে কমতে থাকে। তারপর উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশে বলেন, আমি জানি ওঁদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে ওঁরা বলবেন, হাই স্যার। এরপরই নেটমহল তাঁর সমালোচনা শুরু করে। অনেকে বলছেন রণবীর কাপুর বা রণবীর সিং বললে এতক্ষণে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়ে যেত। ভিকির ওপর অত বড় শাস্তির খাঁড়া নামবে না। অনেকে বলছেন, রণবীররা অত ভালো স্বামী নয়। বলতেই পারেন। অনেক সময় অনেক জায়গাতেই ওরা এরকম অনেক মন্তব্য করেছেন।

একনজরে সেরা

নাচ বাতিল

কন্নড় ছবি কেডি: দ্য ডেভিল ছবিতে সরকে চুনার তেরি সরকে গানটির বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশন পদক্ষেপ করেছে। নির্মাতাদের কাছে এর জন্য আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। সরকারও সেন্সর বোর্ডকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে বলেছে। গানের কথা এবং গানে নোরা ফতেহির নাচ খুবই কুরুচিপূর্ণ। ইউ টিউব এই গান সরিয়ে ফেলেছে।

অনুষ্কার বিয়ে

রশ্মিকা মান্দানার পর এবার দক্ষিণী অনুষ্কা শেট্টির বিয়ে। তাঁর হবু বর ব্যবসায়ী। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। বিয়ের পরিকল্পনা তাঁরাই করেন, আপত্তি করেননি অনুষ্কাও। ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর প্রেম আছে। ঘরোয়া পরিবেশে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়েই বিয়ে হবে। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়নি, তবে মনে হয় চলতি বছরই শুভকাজ হবে।

প্রসেনজিৎ নয়

সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রসেনজিতের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার খবর পোস্ট করেন। লেখেন, জয় শ্রীরাম। ধরে নেওয়া হয়, প্রসেনজিৎ বিজেপিতে আসছেন। ভুল ভাঙিয়ে পুত্র তৃষাণজিৎ পোস্ট করেছেন, আমি বা বাবা কেউ রাজনীতিতে আসছি না। ভুল খবর ছড়াবেন না। পজিটিভ থাকুন।

অক্ষয়ের কথা

অক্ষয় কুমার রোহিত শেট্টির ছবি গোলমাল ৫-এ এলেন। তাঁর চরিত্রটি নেগেটিভ এবং তিনি ন্যাড়া হয়ে অভিনয় করবেন। ২০০৯-এ স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে অন্য অক্ষয়কে দেখা গিয়েছিল। তিনি সিং ইজ কিং ছবির জন্য সেরা অভিনেতা হয়েও বলেছিলেন, গজনির জন্য আমির খানের এই পুরস্কার পাওয়া উচিত। ছবিটা দেখেই এ কথা বলছি।

আহত বিক্রম

অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় তাঁরই প্রযোজিত সিরিজ তারকাটার অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ে গোড়ালিতে চোট পেয়ে আপাতত বিশ্রামে। তাঁর কথায়, ডাক্তার ১৫ দিন রেস্ট নিতে বললেও আমি ৩-৪ দিনের মধ্যেই হাঁটাচলা করতে পারব, আশা করি। অ্যাকশন সিনের বাকি শুটিং কীভাবে করব, শুধু সেটাই ভাবছি। সিরিজে সৃজিত মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান আইডলের ময়াং চ্যাংকে দেখা যাবে।

কাশ্মীরি কিকবক্সারের বায়োপিকে কার্তিক

আবার কবীর খানের ছবিতে কার্তিক আরিয়ান এবং আবারও একটি রোমহর্ষক স্পোর্টস ড্রামায়। তাজামুল ইসলাম কাশ্মীরের বান্দিপোরার মেয়ে। সেখান থেকেই কায়রোর ওয়ার্ল্ড কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে সে এবং সেখান থেকেই তার খবরের শিরোনামে যাওয়া। তারই বায়োপিক হবে, তাজামুলের কোচের ভূমিকায় আসছেন কার্তিক। তিনি রোমান্টিক নায়ক হিসেবেই পরিচিত। কবীরের চান্দু চ্যাম্পিয়নে একেবারে অন্য ধারার চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন, প্রশংসাও পান। এবার আরেকটি চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াচ্ছেন কার্তিক। অন্যদিকে কবীর সব সময়েই মানুষের আবেগকে বড় স্কেলে নিয়ে আসেন, ৮৩ বা বজরঙ্গী ভাইজান-এ তা দেখা গিয়েছে। স্পোর্টস কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে মিশে থাকে, তাও তিনি তাঁর ছবিতে নিয়ে এসেছেন। আরও একবার তেমনই ছবি করতে চলেছেন তিনি। ছবির প্রি প্রোডাকশনসের কাজ চলছে। কে তাজামুলের চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও যাতে ছবির অন্যতম একটি চরিত্র হয়, তাও দেখবেন কবীর।

তালিকা শুনে খুশি, গানেই থাকবেন ইমন

ইমন চক্রবর্তী আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরে এসেছেন। কেন জানেন? মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেছেন বলেই। স্পষ্ট এ কথা জানিয়ে গায়িকা বলেছেন যে, দলের কোথাও তাঁর নাম নেই, কোথাও দাঁড়াচ্ছেন না তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। তিনি তাঁর মাতৃসমা। তাই তাঁর কথাটা শুনেছেন ইমন। অভিভাবকের মতোই মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে নেতিবাচকতা এড়িয়ে নিজের কাজে মন দেওয়ার কথা বলেছেন। ইমন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অন্তত এই বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী হিসেবে দেখা যাচ্ছে না। দলের শীর্ষ মহলের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও গায়িকা আপাতত নিজের সঙ্গীত কেরিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন। তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরে এক দীর্ঘ পোস্ট করে ইমন লিখেছেন, 'বিগত কয়েকমাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যেমন, উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতালা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতেও নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আপনাদের করজোড়ে একটি বিনীত অনুরোধ রাখছি, প্লিজ আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। ঋষিকেশে ভূমি পেডনেকর। সঙ্গে সাধ্বী ভগবতী সরস্বতী।

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে অডিশন

জনপ্রিয় টেলিভিশন গেম শো 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। এবার অডিশন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িতে।

আগামী ২১ মার্চ জলপাইগুড়ির সরোজেন্দ্র দেব সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্র এবং ২২ মার্চ শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই অডিশন। সফল প্রতিযোগীরা অংশ নিতে পারবেন এই জনপ্রিয় গেম শো-তে। উল্লেখ্য, 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' খুব অল্প সময়েই দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন চারজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন জিতে নেন ১ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, প্রতি মাসে একজন ভাগ্যবান বিজয়ী অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা জেতার সুযোগ পান, যা এই শো-কে বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম আকর্ষণীয় গেম শো-তে পরিণত করেছে। জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় সান বাংলায় সম্প্রচারিত হয়।

অডিশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং একটি বৈধ সরকারি পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে।২১ ও ২২ মার্চ জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত এই অডিশনে অংশ নিয়ে আপনিও শুরু করতে পারেন আপনার স্বপ্নপূরণের যাত্রা।

ছোট্ট তারা

জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্র অয়ন দাস পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনেও পারদর্শী। দ্বিতীয় শ্রেণির এই পড়ুয়ার আচরণের প্রশংসা করেন শিক্ষকরা।

ভোটের রঙ্গমঞ্চে স্বাগত...

লালঝান্ডায় ভক্তির টিকা

মা কালীর শরণাপন্ন বাম প্রার্থী, যাবেন মসজিদ-গির্জাতেও

জনসংযোগে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

উত্তরের ভোট-আয়না

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : যে রাজনীতির আঙিনা দীর্ঘকাল ধরে ডারউইন আর মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাঠশালা ছিল, সেখানেই আজ শোনা গেল মন্দিরের কাঁসরঘণ্টার ধ্বনি। যুক্তিবাদ আর নাস্তিকতার যে কঠিন বর্ম বামপন্থাকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছিল, সেই বর্মের ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়ল ভক্তির রসধারা। মঙ্গলবার বিকেলের ছবিটা সেকথাই বলছে।

এদিন লাল পার্টির চেনা আঙিনায় এক ছক ভাঙা দৃশ্যের অবতারণা হল। কপালে লাল টিকা আর করপুটে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে আনন্দময়ী কালীবাড়ির গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে মা কালীর চরণে ভোটে জেতার অব্যক্ত আকুতি জানিয়ে পুজো দিতে দেখা গেল শিলিগুড়ির সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীকে। দীর্ঘকাল ধরে যে বামপন্থা যুক্তিবাদ আর শ্রেণিচেতনাকেই শেষকথা বলে মেনে এসেছে, যারা ধর্মের বেড়া থেকে রাজনীতিকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত সেই সিপিএমে ধর্ম ও রাজনীতির চিরকালীন ব্যবধান কি তবে ঘুচতে চলেছে?

শিলিগুড়ির উত্তুরে হাওয়ায় মঙ্গলবার সেই প্রশ্নই ভেসে বেড়াচ্ছে। যদিও অনেকেই বলছেন, ভোট বড় বালাই তাই দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক জড়তা ভাঙার ইঙ্গিত দিতে সচেতনভাবেই শরদিন্দু কৌশলী প্রচার হিসাবে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। ধর্ম নিয়ে কড়াকড়িতেই বামের ভোট রামের বাক্সে পড়ছে বলেই মত নতুন প্রজন্মের অনেক সিপিএম নেতার। সেই ট্রেন্ড ঠেকাতে এবং তাঁরা যে ধর্ম বিরোধী নন সেই বার্তা দিতেই বাম প্রার্থী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে চরণামৃত খেয়েছেন বলেই জানিয়েছেন সিপিএম নেতাদের অনেকেই।

সোমবারই প্রার্থী হিসেবে শরদিন্দু চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিজের নির্বাচনি ক্ষেত্রের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলিতে জনসংযোগে নামেন ওই পোড়খাওয়া কাউন্সিলার। কিন্তু রাজনীতির চেনা ছকটি ভেঙে গেল কালীবাড়ি রোডের মোড়ে এসে। একের পর এক দোকানে ঢুকে যখন তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত জোড় করে ভোট চাইছিলেন, ঠিক তখনই তিনি সটান ঢুকে পড়েন মন্দিরের ভেতরে। বাম প্রার্থীর এমন কাণ্ড দেখে থমকে যান পথচলতি মানুষ, বিস্ময় জাগে খোদ বাম কর্মীদের মনেও।

দেবীর শরণে। প্রচারে বেরিয়ে মন্দিরে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী।

দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর শরদিন্দু মন্দিরের পুরোহিতকে নিম্নস্বরে বললেন, 'মা-কে বলবেন যেন আশীর্বাদ দেন, ভোটে জেতার জন্য।' এই একটি বাক্য কয়েক দশকের বামপন্থী কাঠামোর ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে দল একদা অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে ধর্মস্থানে অসংখ্য ভক্ত আসেন, তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন, ধর্মের নামে যেন হানাহানি না হয়।' তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রচারের পথে মন্দির, মসজিদ কিংবা গির্জা যা পড়বে, তিনি সবখানেই পা রাখবেন।

প্রচারের সময় বাম প্রার্থীর ভোল বদল দেখে স্থানীয়দের অনেকেই হতচকিত হয়ে যান। মন্দিরে পুজো দিতে আসা লেকটাউনের বাসিন্দা মন্দিরা সেনগুপ্তের কণ্ঠেও ঝরে পড়ল বিস্ময়। তিনি বললেন, 'সিপিএমের এমন ছবি আগে চোখে পড়েনি। তবে সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়।' কালীবাড়ি রোডে প্রচার শেষ করে শরদিন্দু ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্থানীয় কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরাকে নিয়ে কিছুটা জনসংযোগও সারেন। রাতে অশোক ভট্টাচার্যকে নিয়ে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে মজদুর কলোনিতে মিছিলে যোগ দেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং অবশ্য এখনও কিছুটা রক্ষণশীল। সকাল থেকে শালুগাড়ার বঙ্কিমনগর কিংবা বিকেলে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেও তিনি এখনও কোনও মন্দিরে ঢোকেননি। যদিও তাঁর বয়ানেও স্পষ্ট বিবর্তনের সুর, 'কোনও ধর্মস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।' শরদিন্দুর পুজো দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই অনেক বাম নেতা-কর্মী আবার পালটা প্রশ্ন তুলেছেন, 'কপালের লাল টিকা ক্ষয়িষ্ণু আদর্শের শেষ আত্মসমর্পণ নয়তো?'

সেই প্রশ্নেও চর্চা শুরু হয়েছে পার্টি অফিস থেকে চায়ের ঠেকে।

হোটেল থেকে গ্রেপ্তার ৪ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : শিলিগুড়ি থানা সহ খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ও এসওজি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একযোগে অভিযান চালিয়ে ভিনরাজ্যের চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সকলেই বিহারের চম্পারনের বাসিন্দা। শহর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড এলাকার একটি হোটেল থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত রিজওয়ান আলম, আজাদ আলম, মহম্মদ ইমরান ওরফে ইমরান আক্তার ও শের মহম্মদের হেপাজত থেকে আনুমানিক ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা সহ ১০টির অধিক এটিএম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ধৃতরা এটিএম জালিয়াতি কিংবা এটিএম লুটের মতো ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। তবে সঠিক কী উদ্দেশ্যে তাঁরা শিলিগুড়ির ওই হোটেলে ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে পুলিশ ধৃতদের জেরা করে তদন্ত করছে। এছাড়াও এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা সম্প্রতি হিলকার্ট রোড এলাকার ওই হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে, তাঁদের কাউকেই সেভাবে হোটেলের ঘরের বাইরে বের হতে দেখা যায়নি। এতেই হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এরপরই এদিন সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

কাজ দেখতে প্রতিনিধিদল

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : অসমে ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার আগে এই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার অসমের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নিপেন অধিকারীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল শিলিগুড়িতে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, গুয়াহাটিতে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল বসানোর প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কাজ শুরু হওয়ার আগে শিলিগুড়িতে কীভাবে কাজ হয়েছে সেটা দেখার জন্যই এই প্রতিনিধিদল এখানে এসেছে। এদিন দুপুরে তাঁরা সেবক রোডে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আঞ্চলিক অফিসে আধিকারিকদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে অসমের প্রতিনিধিদলকে এই প্রকল্পের বিষয়ে অবগত করা হয়। এরপর শহরের কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি সহ একাধিক জায়গায় এই প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে বের হয় ওই প্রতিনিধিদল।

২৬শে শোভাযাত্রা

ইসলামপুর, ১৭ মার্চ : রামনবমীর শোভাযাত্রার দিন বদল নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মঙ্গলবার ইসলামপুর শহরে সাংবাদিক বৈঠক করে। ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা ২৭ মার্চ শহরে বের হবে বলে সম্প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছিল।

এদিন সংগঠনের উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌরাঙ্গ তলাপাত্র বলেন, 'বোঝার ভুলে আমরা শোভাযাত্রার দিন ২৭ মার্চ ঘোষণা করেছিলাম। গোটা দেশ ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ২৬ মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হবে। তাই ইসলামপুরেও ২৬ মার্চ শোভাযাত্রা বের হবে। সংগঠনের সমস্ত সদস্য, কর্মী ও অনুরাগীদের সংযত এবং শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।'

চে গেভারার ট্যাটু এক হাতে, অন্য হাতে গীতা

ভোট ডায়েরি '২৬

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : দোরে দোরে দৌড়াচ্ছেন তিনি।

রাস্তা থেকে বাজার। মাছ বিক্রেতা থেকে চায়ের দোকানদার। প্রথম থেকেই ফিফথ গিয়ারে জনসংযোগ শুরু করেছেন বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষ। এক হাতে চে গেভারা ট্যাটু, অন্য হাতে গীতা নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন। বিলি করলেন গীতা। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির থানা মোড়ের এই ছবি থেকে স্পষ্ট, প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি প্রার্থী। কিন্তু যে সমীকরণে গত বিধানসভায় প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ওমপ্রকাশ মিশ্রকে হারিয়েছিলেন শংকর, এবার পরিস্থিতি আদৌ একইরকম থাকে কি না, সেই নিয়ে ধন্দে তিনিও। তবে প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন না।

২০২১ সালে সদ্য সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই সময় বাম যুবদের একটা বড় অংশের ভোট শংকরের ঝুঁলিতে যায়। সিপিএমে গুরুত্ব না পাওয়া শংকর দলত্যাগ করায় বহু যুব নেতা-কর্মী একপ্রকার ঘরে বসে গিয়েছিলেন।

বামের ভোট যে রামে গিয়েছিল, সেটা খোদ সিপিএম নেতারাও স্বীকার করছেন। শংকরের একসময়ের রাজনৈতিক গুরু অশোক ভট্টাচার্য কিছুদিন আগেই একটি জনসভায় বলেছিলেন, 'গত তিনটে নির্বাচনে তৃণমূলকে হারাতে বামের ভোট রামে গিয়েছিল। এবার যেন সেটা না হয়, দেখতে হবে।' সুতরাং, এবারের নির্বাচনে সেই অংশ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে গৌতমের বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন হতে পারে আরও।

যদিও শংকর হালকা মেজাজেই বলছেন, 'কোনও জল্পনা নেই। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে সাংসদ রাজু বিস্ট ৬৬ হাজার ভোটে লিড নেন। বামেদের ভোট ফিরবে কি না, সেই নিয়ে কিছু বলতে চাই না। ভোটাররা কারও চিরস্থায়ী সম্পদ নয়। মানুষ পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে ভোট দেন। সিপিএম এখন তৃণমূলের বি টিম হয়ে খেলছে।'

এদিন হিলকার্ট রোডে নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন পদ্ম প্রার্থী। সকালে প্রথমে তিনি নিজের ওয়ার্ডে ঘোরেন। সেখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ওমপ্রকাশকে ৩৫ হাজার এবং সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্যকে প্রায় ৬০ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন তিনি। এবার শংকরের প্রতিদ্বন্দ্বী একদিকে যেমন খোদ শহরের মেয়র গৌতম দেব, অন্যদিকে সিপিএমের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী।

বিজেপি প্রার্থীর গীতা বিলিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'চে গেভারা ছবি বুকে লুকিয়ে গীতা হাতে শহরে ঘুরছেন। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে তিনি সিপিএম থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন। এখন তাঁর শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।'

মেয়রের হাতে স্টাডি রিপোর্ট

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশন এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে জীববৈচিত্র্য নিয়ে স্টাডি রিপোর্ট। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্টটি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাতে তুলে দেন 'স্ন্যাপ'-এর কর্মকর্তা কৌস্তভ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু।

মেয়র বলেন, '২০ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে ফুলেশ্বরী নদী যতটা গিয়েছে সেখানে নদীর ওপর এক বছর সময়কালের রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছে সংস্থা। আবার আগামী এক বছরের রিপোর্ট পাওয়ার পর একটা তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে যে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে নাকি উন্নতি হয়ে আবার অবনতি হয়ে যাচ্ছে।' ভবিষ্যতে ৪৭টি ওয়ার্ডেই এমন স্টাডি রিপোর্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে পুরনিগমের বলে জানিয়েছেন মেয়র।

কৌস্তভ বলেন, 'জলের পিএইচ লেভেল শেষবার যখন মাপা হয়েছিল তখনও ১০-১২ তে চলে যাচ্ছিল, সেই জায়গায় এখন ৮.৬-৮.৭ হয়েছে। জলের মান তুলনামূলক ভালোর দিকেই যাচ্ছে। পরবর্তী স্টাডির পর আরও অনেককিছু বোঝা যাবে।'

দুর্যোগেও ভোট রাজনীতি শিলিগুড়িতে

ঝড়ের পরই দুয়ারে গৌতম, শংকর ও শিখা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ভোট বড় বালাই! বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয়তা কয়েকগুণ বেড়েছে। আর তাই তো, ঝড়বিপত্তির মাঝেও ভোটের রাজনীতি বাদ গেল না। সোমবার রাতে মিনিট দশেকের প্রবল ঝড়বৃষ্টির জেরে একাধিক বাড়ি, দোকানপাটে গাছ ভেঙে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বিভিন্ন জায়গায় রাত প্রায় ১টা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। এদিকে, দুর্যোগের খবর পেয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ও আসরে নেমে পড়েন। অভিযোগ, দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি দেখতে বেরিয়ে রাতে শিখাকে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের কটূক্তির মধ্যে পড়তে হয়। শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড়ের যে বাড়িতে বড় গাছ ভেঙে পড়েছিল সেখানে রাত ১টা নাগাদ শিখা গিয়েছিলেন।

অভিযোগ, শিখাকে দেখে সেখানকার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা কটূক্তি করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর পাঁচ বছর শিখাকে এলাকায় দেখা যায়নি বলে টিপ্পনী করা হয়। শিখা যাতে ওই বাড়িতে না ঢুকে বেরিয়ে যান তা নিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আওয়াজ তোলেন। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডলের নেতৃত্বে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ। এনিয়ে মঙ্গলবার শিখার বক্তব্য, 'মানুষ যেখানে বিপদের মধ্যে রয়েছেন সেখানেও তৃণমূল নোংরা রাজনীতি করছে। এটা তৃণমূলের ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে।

যে বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়েছিল সেখানে যাওয়ার পর তৃণমূল নেতারা আমাকে উদ্দেশ্য করে অনেক কিছু বলেছেন। মানুষের বিপদের সময় যাতে কোনও ঝামেলা না তৈরি হয়, সেজন্য কোনও প্রত্যুত্তর করিনি। তৃণমূলকে উচিত জবাব মানুষ দেবে।' এদিকে, শিখাকে পাঁচ বছর এলাকায় দেখা না যাওয়ার কারণে মানুষ তাঁকে দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে পালটা দাবি করেন মৌমিতা।

তাঁর বক্তব্য, 'শিখা চট্টোপাধ্যায় রাত ১টার সময় এসে এলাকা গরম করতে চেয়েছিলেন। বিধায়ক হওয়ার পর কেন ওঁকে ৫ বছর এলাকায় দেখা যায়নি, তা এলাকাবাসীরা রাতে জানতে চেয়েছেন। বিধায়ক হওয়ার পর তিনি এলাকার জন্য কিছু করেননি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। আমি সেই সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম। কোনও তৃণমূল কর্মী বিজেপি প্রার্থীকে দেখে কটূক্তি করেননি।'

এদিকে, ভোট ঘোষণার পর ঝড়-বিপর্যয়ের মধ্যে জনগণের পাশে রয়েছেন, সেই আশ্বাস দিতে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী ছুটে বেড়ালেন। সোমবার রাতে বিপর্যয়ের পর শক্তিগড়, খালপাড়ার গান্ধি ময়দানে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে ওই দুই জায়গার পাশাপাশি রথখোলা এবং ১ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি যান।

গৌতম বলেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সমস্ত সহযোগিতা করা হয়েছে।

গান্ধি ময়দানে ভেঙে পড়া গাছ সরানো হচ্ছে। -সূত্রধর

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছি।' রাতে অবশ্য মেয়রের আগে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধি ময়দানে পৌঁছান। যেখানে একটি পান দোকানে একটি গাছ পড়েছে। শংকর বলেন, 'দুর্বল গাছগুলির প্রতি প্রশাসনের বাড়তি নজর দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে তা স্পষ্ট। তবে আর কিছুদিন, তারপর তৃণমূলের বিদায়ের পালা।'

বিজেপির বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : দলের সবাইকে নিয়ে নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিল বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে দলের প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থীরা ছিলেন। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কর্মী-সমর্থকদের প্রার্থীর হয়ে ভোটের লড়াইয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন নেতারা। দলীয় প্রার্থীদের শুভেচ্ছাও জানানো হয়েছে। অভিযোগ, দলীয় প্রার্থী নিয়ে একাংশ সন্তুষ্ট নন। তা মেটাতেই এই নির্দেশ। যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'সবাই দলের হয়েই কাজ করবেন।'

এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে একটি মামলার জামিন নিলেন আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মু। অভিযোগ, ২০২৩ সালে শিলিগুড়ি থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি। মোট ১৯ জন বিজেপি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই মামলাতেই এদিন জামিন নেন তাঁরা। আনন্দময় বলেন, 'তৃণমূল নানা মিথ্যে মামলা দিয়েছে। সেগুলিরই কিছু জামিন নিতে হচ্ছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের।'

আলোচনা

ইসলামপুর, ১৭ মার্চ : ইসলামপুর আশ্রমপাড়া নেচার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে ড্রোন বিষয়ে এক শিক্ষামূলক আলোচনার আয়োজন করা হয়। ড্রোনের গঠন ও রকমফের, কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় তা পড়ুয়াদের হাতেকলমে দেখানো হয়। ড্রোন ওড়ানোর নিয়মাবলি নিয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সোসাইটির সভাপতি রাজা পাল বলেন, 'বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল।'

দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার সেবক রোডে একটি চার চাকা গাড়ির চালক ব্রেকের বদলে এক্সিলারেটরে পা দিয়ে দেওয়ায় সামনে থাকা অপর একটি চার চাকা গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

অটোয় আগুন

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : মঙ্গলবার দার্জিলিং মোড়ে একটি অটোয় আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং মোড় দিয়ে মাটিগাড়ার দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে অটোচালকের নজরে আসে, অটোর ভেতরে থাকা তার দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। এরপর তিনি অটো থেকে নেমে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে অটোতে দাউদাউ করে আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনায় অটোটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে।

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মৃতার নাম শ্বেতা জৈন। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সন্তোষ জৈন। তাঁরা আদতে মংপুর বাসিন্দা। তবে প্রধানপাড়ার ফ্ল্যাট থেকে শ্বেতার দেহ উদ্ধার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শ্বেতার বাপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। তাঁদের অভিযোগ, পণের দাবিতে শ্বেতাকে খুন করা হয়েছে। রবিবার রাতে সেই ফ্ল্যাটে শ্বেতার মৃতদেহ মেলে। সোমবার মৃতদেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। শ্বেতার পরিবারের সদস্যরা সোমবার রাতে ভক্তিনগর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সেই রাতেই সন্তোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শ্বেতার বাপের বাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ বছর আগে শ্বেতা ও সন্তোষের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে। রবিবার শ্বেতা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চিকিৎসা করার নামে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সন্তোষ। এরপর সেই রাতে তাঁদের কাছে খবর যায়, শ্বেতা আর নেই। তাঁর দেহ ভক্তিনগর থানা এলাকার প্রধানপাড়ার ফ্ল্যাটে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্বেতার বাপের বাড়ির সদস্যরা ভক্তিনগর থানায় ফোন করেন। এরপর পুলিশ ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখে, শ্বেতার দেহ ওই ফ্ল্যাটে রয়েছে। সন্তোষও সেই সময় ওই ফ্ল্যাটে ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শ্বেতার মৃত্যুর বিষয়ে সন্তোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁর কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। পুলিশকে সন্তোষ জানিয়েছেন, শ্বেতার মাথায় আঘাত লাগার কারণে তাঁকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। একটি নার্সিংহোমে ঢোকানোর পর চিকিৎসক জানান, শ্বেতা মারা গিয়েছেন। ময়নাতদন্তের কথা শুনে তিনি একপ্রকার জোর করে মৃতদেহটি ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন। শ্বেতার মাথায় কীভাবে আঘাত লাগল সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

হাসমি চকে ইদের বাজার জমজমাট

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : রাস্তার পাশে সারি সারি দোকানে সেমাই, আতর, শুকনো ফল, জামাকাপড় ও জুতো সাজানো। সেই সবের সামনে ক্রেতাদের সমানে আনাগোনা। কেউ এখানে হেঁটে আসছেন, কেউবা অটো বা টোটো থেকে নেমে দোকানগুলোতে ঢুঁ মারছেন।

প্রতিবারের মতো এবারও হাসমি চকের ইদের বাজার সেজে উঠেছে। বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নার কিংবা মহাবীরস্থানে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসছেন, তাঁরাও সেখানে কেনাকাটার পর হাসমি চক ঘুরে যাচ্ছেন। সেবক রোড বা হিলকার্ট রোডে আসা ক্রেতারাও একবার এখানে ঢুঁ মারতে ভুলছেন না।

বিক্রেতারা জানান, এই বাজার প্রায় ৬০ বছর ধরে চলে আসছে। বর্তমান ব্যবসায়ীদের বাবা-ঠাকুরদারাও একসময় এখানেই ব্যবসা করেছেন। ইদের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকেই এই বাজার বসে এবং ধীরে ধীরে তা জমজমাট হয়ে ওঠে। দেবীডাঙ্গার ইস্মিতা খতরি মঙ্গলবার হিলকার্ট রোডের একটি দোকান থেকে ওষুধ কিনে হাসমি চকের এই বাজারে এসেছিলেন।

একটি দোকান থেকে দরাদরি করে তাঁকে ১৩০ টাকা কেজি দরে সেমাই কিনতে দেখা গেল। ইস্মিতা বললেন, 'সেমাই খেতে আমাদের বাড়িতে সবাই খুব পছন্দ করে। ওষুধ কিনতে এসে দোকানগুলো দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই কিনেই ফেললাম। সন্ধ্যায় বাড়িতে তৈরি করব।' জুঁই, গোলাপ এবং চামেলির মতো নানা গন্ধের আতরে শাকিল আহমেদের দোকান সাজানো রয়েছে। ভানুনগরের বাসিন্দা মৌসুমি খাতুনকে মঙ্গলবার ওই দোকান থেকে গোলাপের আতর কিনতে দেখা গেল।

বললেন, 'এরপর পাশের দোকান থেকে ছেলের জন্য একজোড়া জুতোও কিনব।' উৎসবের মরশুমে এখানে কেনাকাটা করতে ভালো লাগে বলে মৌসুমি জানালেন।

পাহাড়ের পাশাপাশি ডুয়ার্স থেকেও কাউকে কাউকে মঙ্গলবার এই বাজারে কেনাকাটা করতে দেখা গেল। রুকসানা পারভিন আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িতে একটি কাজে এসেছিলেন। হাসমি চক থেকে এনজেপি যাওয়ার অটো ধরার আগে তিনি সেমাই ও পাঞ্জাবি কিনে নিলেন। রুকসানা বললেন, 'আত্মীয়রা শিলিগুড়িতে থাকেন বলে মাঝেমধ্যেই এখানে আসতে হয়। ইদের আগে প্রায় প্রতিবছরই এখানে এসে কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরি।'

এমডি আজিম প্রায় ৬০ বছর আগে এখানে দোকান দিয়েছিলেন। ইদের আগে সমীর খান এখন এখানকার দোকান সামলান। গোটা বছর অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ইদের আগে তিনি এখানে কোনওবারই দোকান দিতে ভোলেন না। সমীর বললেন, 'এই সময়টার জন্য গোটা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকি।'

যাহা চাই, তাহা পাই... ক্রেতাদের ভিড়। হাসমি চকে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

উত্তরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা

বিধানসভার নাম	জেলা	প্রার্থীর নাম
মেখলিগঞ্জ (এসসি)	কোচবিহার	পরেশ চন্দ্র অধিকারী
মাথাভাঙ্গা (এসসি)	কোচবিহার	সাবলু বর্মন
কোচবিহার উত্তর (এসসি)	কোচবিহার	পার্থ প্রতিম রায়
কোচবিহার দক্ষিণ	কোচবিহার	অভিজিৎ দে ভৌমিক(হিপ্পি)
শীতলকুচি (এসসি)	কোচবিহার	হরিহর দাস
সিতাই (এসসি)	কোচবিহার	সংগীতা রায় বসুনিয়া
দিনহাটা	কোচবিহার	উদয়ন গুহ
নাটাবাড়ি	কোচবিহার	শৈলেন বর্মা
তুফানগঞ্জ	কোচবিহার	শিব শংকর পাল
কুমারগ্রাম (এসটি)	আলিপুরদুয়ার	রাজীব তিরকি
কালচিনি (এসটি)	আলিপুরদুয়ার	বীরেন্দ্র বরা
আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার	সুমন কাঞ্জিলাল
ফালাকাটা (এসসি)	আলিপুরদুয়ার	সুভাষ চন্দ্র রায়
মাদারিহাট (এসটি)	আলিপুরদুয়ার	জয়প্রকাশ টোপ্পো
ধূপগুড়ি (এসসি)	জলপাইগুড়ি	নির্মল চন্দ্র রায়
ময়নাগুড়ি (এসসি)	জলপাইগুড়ি	রাম মোহন রায়
জলপাইগুড়ি (এসসি)	জলপাইগুড়ি	কৃষ্ণ দাস
রাজগঞ্জ (এসসি)	জলপাইগুড়ি	স্বপ্না বর্মন
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	জলপাইগুড়ি	রঞ্জন শীলশর্মা
মাল (এসটি)	জলপাইগুড়ি	বুলু চিকবরাইক
নাগরাকাটা (এসটি)	জলপাইগুড়ি	সঞ্জয় কুজুর
কালিম্পং	কালিম্পং	প্রার্থী নেই
দার্জিলিং	দার্জিলিং	প্রার্থী নেই
কার্সিয়াং	দার্জিলিং	প্রার্থী নেই
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি)	দার্জিলিং	শংকর মালাকার
শিলিগুড়ি	দার্জিলিং	গৌতম দেব
ফাঁসিদেওয়া (এসটি)	দার্জিলিং	রীনা টোপ্পো এক্কা
চোপড়া	উত্তর দিনাজপুর	হামিদুল রহমান
ইসলামপুর	উত্তর দিনাজপুর	কানাইয়া লাল আগরওয়াল
গোয়ালপোখর	উত্তর দিনাজপুর	মহম্মদ গোলাম রব্বানি
চাকুলিয়া	উত্তর দিনাজপুর	মিনহাজুল আরফিন আজাদ
করণদিঘি	উত্তর দিনাজপুর	গৌতম পাল
হেমতাবাদ (এসসি)	উত্তর দিনাজপুর	সত্যজিৎ বর্মন
কালিয়াগঞ্জ (এসসি)	উত্তর দিনাজপুর	নিতাই বৈশ্য
রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর	কৃষ্ণ কল্যাণী
ইটাহার	উত্তর দিনাজপুর	মোশারফ হোসেন
কুশমণ্ডি (এসসি)	দক্ষিণ দিনাজপুর	রেখা রায়
কুমারগঞ্জ	দক্ষিণ দিনাজপুর	তোরফ হোসেন মণ্ডল
বালুরঘাট	দক্ষিণ দিনাজপুর	অর্পিতা ঘোষ
তপন (এসটি)	দক্ষিণ দিনাজপুর	চিন্তামণি বিহা
গঙ্গারামপুর (এসসি)	দক্ষিণ দিনাজপুর	গৌতম দাস
হরিরামপুর	দক্ষিণ দিনাজপুর	বিপ্লব মিত্র
হবিবপুর (এসটি)	মালদা	অমল কিস্কু
গাজোল (এসসি)	মালদা	প্রসেনজিৎ দাস
চাঁচল	মালদা	প্রসূন ব্যানার্জি
হরিশ্চন্দ্রপুর	মালদা	মহম্মদ মতিবুর রহমান
মালতীপুর	মালদা	আবদুর রহিম বক্সি
রতুয়া	মালদা	সমর মুখার্জি
মানিকচক	মালদা	কবিতা মণ্ডল
মালদা (এসসি)	মালদা	লিপিকা বর্মন ঘোষ
ইংরেজবাজার	মালদা	আশিস কুণ্ডু
মোথাবাড়ি	মালদা	মহম্মদ নজরুল ইসলাম
সুজাপুর	মালদা	সাবিনা ইয়াসমিন
বৈষ্ণবনগর	মালদা	চন্দনা সরকার

বালুরঘাটে বিজেপি শিবিরে জল্পনা, ক্ষোভও

কোন অঙ্কে বাদ অশোক...

ভোট উৎসব

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ মার্চ : কথা ছিল মঙ্গলবার তিনি বালুরঘাটে ফিরবেন। কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় বালুরঘাটে ফেরা হল না বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ির। ভোটের টিকিট তো তিনি পানইনি, ঘটনাচক্রে তিনি ট্রেনের টিকিটও পাননি। তাই আপাতত বালুরঘাটে আসা পিছিয়ে গিয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার থেকেই বিজেপির বালুরঘাটের প্রার্থী বিদ্যুৎ রায় প্রচার শুরু করে দিলেও কোন অঙ্কে বাদ পড়লেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক, এই নিয়ে দলের অন্দরে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা চলেছে দিনভর। সূত্রের খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি অশোককে দিল্লিতে বিশেষ কোনও কাজে লাগাবে। তবে এই 'বাদ পড়া' নিয়ে অভিমান যে অনেক জমেছে, তা অশোকের কথাতেই স্পষ্ট।

কেন টিকিট পেলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে অশোক ফোনে বললেন, 'নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ করেছি। নিশ্চয়ই দল ভালো প্রার্থী পেয়েছে, তাই তাকেই টিকিট দিয়েছে। কেন টিকিট পাইনি, তা দলকেই জিজ্ঞেস করুন।'

আক্ষেপ কিছু রইল কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কোনও আক্ষেপ নেই। উঠল ঝোলা, চলল ভোলা। পশ্চিমবঙ্গের কিছু উপকার করতে এসেছিলাম। পারিনি, বালুরঘাটেরও পারিনি। বিরোধী দলে থেকে কাজ করা খুবই মুশকিল।'

বালুরঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ির বদলে এবারে ভূমিপুত্র হিসেবে বিদ্যুৎ রায়ের ওপর ভরসা করেছে গেরুয়া শিবির। বালুরঘাটের বিশিষ্ট আইনজীবী বিদ্যুৎ ল' কলেজ গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের আন্দোলন সহ নানা আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত থেকেছেন। আর নাম ঘোষণার পর থেকেই প্রকাশ্যে বিরোধিতার ছবি সামনে না এলেও দলের অন্দরে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে নানারকম সমালোচনা চলছে।

নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ করেছি। নিশ্চয়ই দল ভালো প্রার্থী পেয়েছে, তাই তাকেই টিকিট দিয়েছে। কেন টিকিট পাইনি, তা দলকেই জিজ্ঞেস করুন।

-অশোককুমার লাহিড়ি

অশোককে প্রার্থী না করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ নিয়েও চর্চা চলছে। দিল্লির বাসিন্দা অশোক বালুরঘাটে তুলনামূলক অনেক কম সময় দিয়েছেন। এমন একটা অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে বিজেপি কর্মীদের মধ্যেই কিছুটা হতাশা রয়েছে। পাশাপাশি বিরোধীদের তোলা বহিরাগত অভিযোগও বিজেপিকে বিভিন্ন সময় অস্বস্তিতে ফেলেছে। তবে অশোকপন্থীরা বলছেন, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও বছরের বেশিরভাগ সময়ই বাইরে থাকেন। তাঁকে অবশ্য দলের অন্দরে এসব কটাক্ষের জ্বালা পোহাতে হয় না। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর সেখানে গোলমাল বেধেছিল। তখন তাঁকে বালুরঘাটে প্রার্থী করতে চেয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। পরবর্তীতে বিজেপির রাজ্য রাজনীতির সমীকরণে অশোকের সঙ্গে সুকান্তর ঠান্ডা লড়াই চলেছে বলে চর্চা রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তারই খেসারত অশোককে দিতে হল কি না।

অশোককে বাদ দিয়ে বাম ঘরানার মানুষ বলে পরিচিত বিদ্যুৎকে প্রার্থী করতেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দলের একাংশের মধ্যে। দলের নেতা-কর্মীদের প্রার্থী না করে, দলের বাইরে থেকে প্রার্থী এনে দাঁড় করানোর বিরোধিতা করছেন অনেকেই। এমনকি বালুরঘাট শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একজন বুথ সভাপতি ও শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁদের ইস্তফাপত্রও পাঠিয়ে দিয়েছেন দলকে।

যদিও তাঁর কাছে এই ইস্তফাপত্র পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছেন বিজেপি শহর সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত। তিনি বলেন, 'কোথাও কোনও বিক্ষোভ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। দল যাঁকে প্রার্থী করেছে তাঁর হয়েই নির্বাচনে লড়তে আমরা প্রস্তুত।'

ভারতে বসে ছক, ধৃত মার্কিন-ইউক্রেনীয়রা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : পর্যটকের নিরীহ ভিসার আড়ালে লুকিয়ে ছিল আন্তর্জাতিক ভাড়াটে সেনার তকমা! ভারতের মাটি ব্যবহার করে মায়ানমারে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং এদেশের কিছু জঙ্গি সংগঠনকে অত্যাধুনিক ড্রোন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) জালে ধরা পড়ল এক মার্কিন এবং ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিক। এদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা রুজু করে ১১ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির এনআইএ আদালত। ধৃত মার্কিন নাগরিক ম্যাথিউ ভ্যানডাইক আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত নাম, যিনি লিবিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নিজস্ব প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্ম চালানোর জন্য কুখ্যাত। তাঁর সঙ্গেই থাকা ছয় ইউক্রেনীয় সম্ভবত রুশ-যুদ্ধের টাটকা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মায়ানমারের চিন প্রদেশে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ড্রোনের ব্যবহার শেখাচ্ছিল।

তদন্তে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ছক। ইউরোপ থেকে প্রচুর অত্যাধুনিক ড্রোন ভারতে এনে গুয়াহাটি হয়ে মিজোরামের পথ ধরে মায়ানমারে পাচার করা হচ্ছিল। এই

মায়ানমারে প্রশিক্ষণ

বিদেশি ভাড়াটে সেনারা অসম থেকে মিজোরাম হয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করে। বিষয়টি নিয়ে মার্কিন এবং ইউক্রেনীয় দূতাবাস 'গোপনীয়তা'র কারণ দেখিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে বলে জানিয়েছে। এই বিপদের আঁচ আগেই পেয়েছিল মিজোরাম সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা বিধানসভায় আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে, গত বছরের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় দু'হাজার বিদেশি পর্যটকের ছদ্মবেশে রাজ্যে ঢুকে মায়ানমারে গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমেরিকা ও চিনের ভূ-রাজনৈতিক রেষারেষির জেরে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত যে এখন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় নিরাপত্তার এই চরম বিপদের কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্র সরকার তড়িঘড়ি মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বের বেশ কিছু রাজ্যে বিদেশিদের প্রবেশ রুখতে ফের 'প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট' চালু করেছে। কিন্তু এনআইএ'র জালে এই সাত বিদেশির ধরা পড়াটা যে এক বিশাল আন্তর্জাতিক অস্ত্র-ষড়যন্ত্রের হিমশৈলের চূড়া মাত্র, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

মুখোমুখি 'মা-ছেলে'

প্রথম পাতার পর

এদিন বলছিলেন, 'দল ভরসা রেখেছে। ওপরমহলের নির্দেশ আর মানুষের চাহিদা মেনে এমন প্রার্থী দাঁড় করানো হল। সবাই রিনার হয়ে কাজ করবেন।'

ফাঁসিদেওয়া আসনে টিকিটের দৌঁড়ে ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাও। বহুদিন আগে দলের শীর্ষমহল তাঁকে কার্যত সবুজ সংকেত দিয়েও ছিল বলে দাবি রোমা ঘনিষ্ঠদের। কিন্তু বিষয়টিতে জল ঢালে 'দাদা'র আপত্তি।

কারণ কী? রোমাকে মহকুমা পরিষদের টিকিট দিয়েছিলেন কাজল। তাঁর জয়েও কাজলের অবদান অনস্বীকার্য। অভিযোগ, জেতার পর নাকি রোমা লবি বদলে ফেলেন। বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের দিকে ঝুঁকে যান। কাজল মেনে নিতে পারেননি। শিলান্যাস থেকে উদ্বোধন, নানা কাজে কাজলকে এড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল রোমার বিরুদ্ধে। তবে, 'দাদা'র প্রভাব বুঝতে পেরে শেষমেশ তিনি ফের কাজলের দিকে ফের ঝোঁকার চেষ্টা করেন, কিন্তু ততদিনে রিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কাজল। রিনার বক্তব্য, 'রোমার এখনও অনেক সময় রয়েছে। এবার হয়নি, আগামীবার হতে পারবে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি সঙ্গে আছেন।'

তবে, রিনাকে জেতাতে না পারলে কাজলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর পছন্দেই ভরসা রেখেছে দল। এদিনই বিধাননগর বাজারে দেওয়াল লিখন করেন রিনা। বাজারে জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ।

গৌতমের মতোই শংকর মালাকারের টিকিট প্রাপ্তিতে খুব একটা অবাক হননি কেউই। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে তিনি সক্রিয়। বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে। গতবছর দলবদল করে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। প্রার্থী করার শর্তেই ঘর বদল হয়েছিল বলে চর্চা রয়েছে। শংকর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'সবাই পথে নেমেছেন। জয় নিশ্চিত।'

তৃণমূলের একাংশ অবশ্য মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দাকে প্রার্থী হিসেবে চাইছিলেন। শংকর শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাসিন্দা। সেই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে 'বহিরাগত' তকমা দিতে শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের কটাক্ষ, 'শংকরকে এই বিধানসভার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবারও করবেন।'

এই আসনে তৃণমূলের চাপ বাড়াচ্ছিল শিলিগুড়ির বিতর্কিত মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তালিকায় ঠাঁই না পেয়ে তাঁর নির্দলে দাঁড়ানোর জল্পনা ছড়িয়েছে। যদিও তাঁর কথা, 'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। দল কী বলে, দেখতে হবে। নয়তো অন্য ব্যবস্থা রয়েছে।'

এদিকে, নাম ঘোষণা হতেই প্রচারে বেরিয়ে পড়েন গৌতম। সাংবাদিক বৈঠক সেরে বাড়ির বাইরে এসে হাসিমুখে 'ভিকট্রি' চিহ্ন দেখিয়ে সবুজ আবিরে সেজে ওঠেন। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কলেজপাড়া, বাঘা যতীন পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটেছেন। স্লোগান উঠছিল মুহুর্মুহু।

দীর্ঘদিন আগেই গৌতমের ছবি দিয়ে ফ্লেক্স, ফেস্টুন তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'শিলিগুড়ি নিজের অভিভাবককেই চায়' ট্যাগলাইনে প্রচারও চলছে। মঙ্গলবার দুপুরে প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই মেয়রের বাড়ির নীচে ভিড় জমতে শুরু করে। হাতে হাতে মিষ্টির প্যাকেট, ফুলের তোড়া এবং আবির। গৌতমের বক্তব্য, 'আমি মাতৃভূমিতে ফিরেছি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ মেটাব। শিলিগুড়ি সহ গোটা রাজ্যের জন্যই কাজ করব।' তাঁর বক্তব্য, 'এখান থেকে ২০ বছর পুরসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। দীর্ঘদিন এই শহরে রাজনীতি করছি।'

বিজেপি প্রার্থী প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'পুরনিগমের ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিজের ওয়ার্ডে তৃতীয় হয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে বিজেপির তথাকথিত গড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।' সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীকে নিয়ে অবশ্য মেয়রের গলায় নরম সুর শোনা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির দুই তৃণমূল প্রার্থীর কাছেই এবার আসন দখল করা বড় চ্যালেঞ্জ। জেতা-হারার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের মানসম্মান।

শহরে ফের জল ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

ফলে শহরে পানীয় জল পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়। এর জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমে পানীয় জল নিয়ে জরুরি অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সেই একই পরিস্থিতি ফিরে এসেছে শহরে। এবার বর্ষার আগেই তিস্তা ব্যারেজে বাঁধের সমস্যা হয়েছে। যে কারণে এবার ক্যানালের মাঝপথে একটা অংশে লকগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে একদিকে জল থাকলেও অন্যদিকে ক্যানাল শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে ফুলবাড়িতে ইনটেক ওয়েল পর্যন্ত জল পৌঁছাচ্ছে না। যার ফলে জল উত্তোলন করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে শহরে জলের ব্যবস্থা করার জন্যে ট্যাংক এবং পাউচ পাঠানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা। কিন্তু সেই ট্যাংক এবং পাউচ পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ। এর জেরে শহরের একাধিক এলাকায় জলকষ্ট শুরু হয়েছে। শহরের ডাবগ্রাম, সন্তোষীনগর, সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন এলাকা, খালপাড়া, ফুলেশ্বরী, ভারতনগর, হাকিমপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সমস্যা হলেও সেটা কাউন্সিলারদের আগাম জানানো হয়নি। কী কারণে সমস্যা হচ্ছে সেটা জানানো তো দূর, জলের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে অভিযোগ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে শহরের মানুষ পানীয় জলের জন্যে কষ্ট করছে সেটা কেউ দেখছে না। এখন মনে হচ্ছে আমাদেরই পুরনিগমে গিয়ে সব দেখাশোনা করতে হবে।'

হত ৪০০

প্রথম পাতার পর

অপর মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত এই হামলাকে গাজায় ইজরায়েলি হামলার সঙ্গে তুলনা করে মৃতদের 'শবে কদরের শহিদ' বলে উল্লেখ করেন। পাকিস্তান অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পাক তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারারের দাবি, 'পাক সেনাবাহিনী কাবুল ও নাঙ্গাহারে জঙ্গি আস্তানা ও অস্ত্রের গুদামে নিখুঁত হামলা চালিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মুখপাত্র মোশারফ জাইদি জানিয়েছেন, কোনও হাসপাতালে হামলা চালানো হয়নি। পাকিস্তানের দাবি, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-কে আফগানিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার পালটা জবাব হচ্ছে এই অভিযান। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে পাকিস্তান সামরিক অভিযানের মোড়কে ঢাকার চেষ্টা করছে বলে নয়াদিল্লির অভিযোগ।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'হাসপাতাল ও সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের লক্ষ্য করে এই আক্রমণকে কোনওভাবেই সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বলে গণ্য করা যায় না।' ভারতের মতে, শান্তি ও করুণার সময় এই রমজান মাসে এই হামলা পাকিস্তানের 'বেপরোয়া আচরণ' এবং 'অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকার মরিয়া চেষ্টা।'

জয়সওয়াল স্পষ্ট করে বলেন, 'কোনও ধর্ম, আইন বা নৈতিকতাই হাসপাতাল এবং সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণকে সমর্থন করতে পারে না।' ভারত এই ঘটনাকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের ওপর নগ্ন আঘাত এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি চরম হুমকি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

আফগানিস্তানে এই নৃশংস ঘটনায় ক্রীড়াজগৎও ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। রশিদ খান, মহম্মদ নবি এবং নবীন-উল-হকের মতো আফগান ক্রিকেটাররা একে 'যুদ্ধাপরাধ' বলে বর্ণনা করেছেন। এক্স পোস্টে রশিদ খান বলেন, 'সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসা পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত, সেটা যুদ্ধাপরাধ।' আইপিএল খেলতে ভারতে আসার অপেক্ষায় থাকাকালীন নবীন-উল-হক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ইজরায়েল এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

গলা কেটে স্ত্রীকে খুন

কিশনগঞ্জ, ১৭ মার্চ : নেপাল সীমান্তবর্তী কিশনগঞ্জ জেলার গলগলিয়া থানা এলাকার ভাতগাঁও গ্রামের এক পরিবারে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত মহম্মদ আলম মানসিক ভারসাম্যহীন। মঙ্গলবার ভোরে তিনি তাঁর স্ত্রী জোহরা খাতুনকে গলা কেটে খুন করেছেন। ঘটনার পর থেকেই আলম পলাতক। আইসি রাকেশ কুমার জানান, সকাল ৭টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বছর পাঁচেক আগে রীতিনীতি মেনে বিয়ে হয় দম্পতির। বধূর বাপের বাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন গুলশানভিটা গ্রামে। ৪ সন্তান রয়েছে তাঁদের। বিয়ের পর থেকে সাংসারিক বিবাদ চলত। ঝগড়া মেটাতে বারকয়েক গ্রামের মুরুব্বিরা সালিশি বসান। তবে তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা গণেশ রায় বলেন, 'এই পরিণতি কেউ কল্পনাও করিনি।' মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-২ মঙ্গলেশ সিং জানিয়েছেন, 'ফেরার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান শুরু হয়েছে।'

ভুট্টাখেতে হাতি

কিশনগঞ্জ, ১৭ মার্চ : নেপাল সীমান্তবর্তী কিশনগঞ্জের বিহারটোলা গ্রামের একটি ভুট্টাখেতের মধ্যে বৃহস্পতিবার থেকে ডেরা বেঁধেছে হাতির পাল। ওই পালেরই একটি মাকনা গ্রামবাসীর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় দলছুট মাকনাটি প্রথমে স্থানীয় দুর্গা মন্দির সংলগ্ন ভারত-নেপাল সড়ক দিয়ে গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। যদিও গ্রামবাসী সাহস করে হাতিটিকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন সেই যাত্রায়।

মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিনবা রাম বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে হাতির পাল ভুট্টাখেতের ফসল তছনছ করে দিচ্ছে। এমনকি, গ্রামের বেশ কয়েকটি ঘর ভাঙচুর করেছে। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। আরারিয়া এবং কিশনগঞ্জের ডিএফও-র নির্দেশে বন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। রবিবার থেকে লাগাতার তারা হাতিগুলিকে নেপালে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছে। ডিএফও মুকেশ মল্লিক বলেন, হাতির হানা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও তথ্য জানাতে গ্রামবাসী ৮৯৬৯৬৬৭৫৮৭ নম্বরে জানাতে পারেন।

হাওয়া মুখে মুখে

প্রথম পাতার পর

কর্ণজোড়া সংলগ্ন এলাকায় চায়ের দোকানদার অনীতা সরকারের সরাসরি কথা, 'গত বিধানসভা ভোটে মানুষ এত আশা করে পদ্ম ফুলে ভোট দিল। লাভ কী হল? দোকানে বসে যেসব কথা কানে আসে, তাতে মনে হয়, বদলা নিতে মানুষ মুখিয়ে আছে।' শহর ছেড়ে গ্রামে ঢুকলে একের পর এক অনুন্নয়নের ক্ষত। সঙ্গে কাজের অভাবের জন্য আক্ষেপ, হাহাকার।

শীতগ্রাম সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে গ্রাম্য সড়কে জনা পাঁচেক শ্রমিক ট্র্যাক্টরে বসেছিলেন। স্থানীয় ইটভাটায় দিনমজুরের কাজ করতে যাবেন। আলাপ শুরু করতেই আচমকা বয়সে তরুণ শাহজাহান আলি গলা চড়িয়ে বলেন, 'জানেন, ১৪ বছর বয়স থেকে আমি মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়ি এসেও মুক্তি নেই। পাঁচজনের পরিবার চালাতে ইটভাটায় কাজ করছি। ভোটের পর ফিরে যাব।'

জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁ দিকে নেমে গেলে রাস্তা পুরোপুরি হতশ্রী। শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসকে ডানে রেখে অর্ধসমাপ্ত খানাখন্দে ভরা রাস্তার পাশে 'পথশ্রী' প্রকল্পের বোর্ড। তাতে লেখা তথ্য অনুযায়ী প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১ কোটি চার লক্ষ ২৫ হাজার ৪৭৬ টাকা। ২০২৫-এর ১২ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ওই কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময়সীমা ছিল তিন মাস। অর্থাৎ ২০২৬-এর ১২ মার্চ। কিন্তু মাটি খুঁড়েই সব কাজ বন্ধ।

বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে সত্তরোর্ধ্ব আলহাজ আনওয়ারুল হক শোনালেন, 'কোটি টাকার রাস্তা হবে শুনে আনন্দে ছিলাম। কিন্তু কতটা হতশ্রী এখন, দেখতেই পারছেন।' কথা বলতে বলতে বাইকে এসে দাঁড়ালেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আনসার আলি। তাঁরও গলায় হতাশা, 'ঠিকাদার সংস্থা ও বিভিন্ন স্তরে বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম। কিছুই হল না। এখন কী যে করি, বুঝতে পারছি না।'

দূরে দাঁড়িয়েছিলেন সাবেরা খাতুন। এসব কথা শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'এমনই হাল যে, টোটোও এই রাস্তায় আসতে চায় না। শুনলেন তো, এলাকার মেম্বারও নিরুপায়।' এত অসন্তোষের মাঝে ভিন্ন ইঙ্গিতও আছে। বাজারের থলে হাতে তুলসীপাড়া সংলগ্ন এলাকায় ষাটোর্ধ্ব সাধন ঝা রসিকতা করেই বললেন, 'নেতাদের মতো সাধারণ মানুষও সুবিধাবাদ ও ডিগবাজির কলা রপ্ত করে ফেলেছে। ফলে ভোট দেওয়ার আগ পর্যন্ত কে কী করবেন বলা কঠিন।'

ভগ্নপ্রায় বাহিন রাজবাড়ি রায়গঞ্জের একাধিক বদল ও বদলার নীরব সাক্ষী। এবারের ভোটও কি তেমন ঘটনার সাক্ষী হবে?

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-র তরফে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সহযোগিতায় লাগাতার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এমন কথা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি-র জেলা সভাপতি দিলীপ দাস, অমিত সরকার প্রমুখ।

আগামী ২২ মার্চ থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। নবদিশা নামে এই কর্মসূচিতে শিশু সুরক্ষা, নারী পাচার রোধ, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা, পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজও চলবে।

মমতার আবেগে কর্পোরেট কাঁচি

প্রথম পাতার পর

পুরোনো আনুগত্যের দোহাই দিয়ে টিকিট মেলেনি। আইপ্যাকের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং অভিষেকের নিজস্ব সমীক্ষার কোপে পড়ে এবার তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা থেকে নির্দয়ভাবে ছাঁটাই হয়েছেন ৭৪ জন বর্তমান বিধায়ক, যা মোট প্রার্থীর প্রায় ৩৩ শতাংশ। তৃণমূলের ইতিহাসে এমন নির্মম টিকিট কাটার নজির কার্যত নেই বললেই চলে। পারফরমেন্সের মাপকাঠিতে ডাহা ফেল করায় টিকিট কাটা গিয়েছে চারজন মন্ত্রীর— মনোজ তিওয়ারি, জ্যোৎস্না মান্ডি, তজমুল হোসেন এবং বিপ্লব রায়চৌধুরীর। কাজে গাফিলতি এবং নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মাশুল গুনে টিকিট খুইয়েছেন উত্তরপাড়ার তারকা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও পরেশ পাল অবশ্য নিজেরাই অব্যাহতি নিয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় চমক মালদা এবং হুগলিতে। মালদায় গোষ্ঠীকোন্দল ও খারাপ পারফরমেন্সের কারণে বাদ পড়েছেন দীর্ঘদিনের দুই ডাকাবুকো নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও সাবিত্রী মিত্র। কোপ পড়েছে চুঁচুড়ার অসিত মজুমদার, পানিহাটির নির্মল ঘোষ, জোড়াসাঁকোর বিবেক গুপ্ত, এন্টালির স্বর্ণকমল সাহা বা মহেশতলার দুলাল দাসের মতো পরিচিত ও হেভিওয়েট মুখদের টিকিটেও। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য বা জীবনকৃষ্ণ সাহাদের যে ছেঁটে ফেলা হবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ বিস্মিত যে, র‍্যাশন দুর্নীতিতে কারাবাস করেও টিকিট বাগিয়ে নিয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তৃণমূলের অন্দরে যে 'নবীন বনাম প্রবীণ' দ্বন্দ্ব চলছিল, এই তালিকা যেন সেই দ্বন্দ্বে নবীনদের জয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আইপ্যাকের গ্রাউন্ড রিপোর্ট এবং দলের নিজস্ব সমীক্ষায় এই নেতাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা 'অ্যান্টি ইনকামবেন্সি'-র অভিযোগ উঠে এসেছিল। বয়সজনিত কারণ এবং জনসংযোগের অভাবও বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার রাজনীতিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমার কথা বলে এসেছেন। এই প্রবীণ নেতাদের বাদ দিয়ে দল স্পষ্ট বার্তা দিল, অতীতের আনুগত্য নয়, বর্তমানের জেতার ক্ষমতাই এখন শেষকথা।

প্রবীণদের বাদ দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণে তৃণমূল এমন কিছু মুখকে সামনে এনেছে, যাঁদের রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। সদ্য ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখানো প্রাক্তন পেস বোলার শিবশংকর পাল ওরফে ম্যাকো এবং জলপাইগুড়ির ঘরের মেয়ে, এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে সরাসরি ভোটের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রার্থীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এঁদের বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দুর্নীতির দাগ নেই। এঁরা সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই স্বচ্ছ এবং আনকোরা মুখ। উত্তরবঙ্গের মতো জায়গায়, যেখানে গত কয়েকটা নির্বাচনে বিজেপি কড়া টক্কর দিয়েছে, সেখানে তৃণমূলের এই 'ভূমিপুত্র' বা 'ভূমিকন্যা' তাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বপ্না বা ম্যাকোকে প্রার্থী করে স্থানীয় আবেগকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিরোধীদের আক্রমণকে ভোঁতা করে দেওয়ার সুচিন্তিত কৌশল নিয়েছে নবান্ন।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, এই প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত সিলমোহর দিলেও, ব্লু-প্রিন্টটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিম এবং আইপ্যাক। গত কয়েক মাস ধরে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে দফায় দফায় সার্ভে চালিয়েছে এই ভোট কুশলী সংস্থা। বিধায়কদের কাজের খতিয়ান, এলাকায় তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ— এই মাপকাঠিতে কড়া নম্বর দেওয়া হয়েছে। যাঁরা পাশ করতে পারেননি, নির্দয়ভাবে তাঁদের টিকিট কাটা গিয়েছে।

যাঁদের বিরুদ্ধে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তাঁদের পুরোনো ভাবমূর্তির বোঝা থেকে বাঁচাতে সুকৌশলে অন্তত ১৫ জন বিধায়কের আসন বদল করেছে দল। এই তালিকায় রয়েছেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা যাঁকে ঝাড়গ্রাম থেকে সরিয়ে বিনপুরে দেওয়া হয়েছে। সোহম চক্রবর্তী চণ্ডীপুর থেকে করিমপুরে এবং শওকত মোল্লা ক্যানিং পূর্ব থেকে ভাঙড়ে লড়বেন। আসন বদলেছে বিদেশ বসু, নির্মল মাজি, উত্তম বারিক থেকে শুরু করে রুকবানুর রহমানেরও। উলটোদিকে, শূন্যস্থান পূরণে অভিষেক ভরসা রেখেছেন এমন নেতাদের ওপর, যাঁরা বছরভর সংগঠনে মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন বা সংবাদমাধ্যমে দলের হয়ে ঢাল ধরেছেন। অসুস্থ পরেশ পালের জায়গায় বেলেঘাটা থেকে নির্বাচনি লড়াইয়ে কুণাল ঘোষ। ডেবরা থেকে টিকিট পেয়েছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবাংশু ভট্টাচার্য, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, কৈলাস মিশ্র বা খড়দহ থেকে দেবদীপ পুরোহিতের মতো তরুণ ও স্বচ্ছ মুখদের সামনে এনে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারুণ্য এবং পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিতেই এবার তাদের আসল বাজি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রার্থীতালিকার পরতে পরতে তৃণমূলের অন্দরের প্রজন্মের হাতবদলের ছায়া স্পষ্ট। আইপ্যাকের টিম প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুরে বিধায়কদের কাজের খতিয়ান, এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা এবং দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করেছিল। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই আসনপিছু তিনটি নামের প্যানেল জমা পড়ে এবং সেখান থেকেই মমতা ও অভিষেক চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছেন। ছাব্বিশের অগ্নিপরীক্ষায় শাসকদলের এই ঝুঁকি-নেওয়া কৌশল কতটা সফল হবে, তা আগামী ৪ মে ইভিএম খুললেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে এটা নিশ্চিত যে, ভোট ঘোষণার ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এই কর্পোরেট ধাঁচের ছাঁটাই বিরোধীদের হিসাবনিকাশও বেশ কিছুটা ওলটপালট করে দিল।

কমিশনের তৃতীয় শক্তিশেল

প্রথম পাতার পর

প্রকাশের আগে তিনি বলেন, 'বিজেপির কমিশনকে বলব, ক্ষমা করবেন, আপনারা ব্রিলিয়ান্ট খেলছেন। মেঘের আড়াল থেকে খেলবেন। বিজেপির প্রার্থী হওয়া শুধু বাকি আছে ওঁর।'

বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, 'এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এজেন্সি দিয়ে কলকাঠি না নাড়িয়ে, লক্ষ লক্ষ বাইরের লোককে না নিয়ে এসে, গ্যাসের সংকট না করে লড়াইয়ে আসুন। শান্তি ও সৌজন্য রক্ষা করে লড়াই হোক।' 'বয়কট বিজেপি' স্লোগান দিয়ে তাঁর কথায়, 'চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাও ক্ষমা করবে না এদের।' কার্যত ফের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, 'বাংলার অস্তিত্বের লড়াই এটা। আমাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। শুধু মানুষের ক্ষমতা কাড়তে পারেনি।'

স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে মমতা হুংকার দেন, 'দিল্লি জিতবে না। আমরাই জিতব।' কমিশন কিন্তু শুধু পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনার নয়, আরও কয়েকটি পদে রদবদল করেছে একইসঙ্গে। কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাওকে। দক্ষিণবঙ্গের এডিজি করা হয়েছে রাজেশকুমার সিংকে। উত্তরবঙ্গের এডিজি পদে কমিশন এনেছে কে জয়রামনকে।

কমিশন শুধু বদলিতেই থেমে নেই। অপসারিত স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনাকে বাংলা থেকে সরিয়ে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লি পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই পদক্ষেপকে বিজেপি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বললেও তৃণমূলের মতে, এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী এবং প্রতিহিংসামূলক।

ভোটের মুখে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে এমন ঢালাও রদবদল নজিরবিহীন। নবান্নের দাবি, এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হতে পারে। তবে কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে এধরনের রদবদল আরও চলতে থাকবে।

> আমি বরাবরই মাটির কাছে থাকা মানুষ। চেষ্টা করি সবার সঙ্গে মিলেমিশে পাশে থাকতে। বলতে পারেন, এই ভাবনা থেকেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। -শিবশংকর পাল

ম্যাকো নয়, বুড়ো হয়েই ফিরছি তুফানগঞ্জে

তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেওয়ার পর শিবশংকর পাল। মঙ্গলবার।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ মার্চ : অনেক ভেবে নেওয়া সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত আজ বাস্তব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে রাজ্যের শাসক দলের প্রার্থী হয়েছেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশংকর পাল।

সকালে কলকাতার তৃণমূল ভবনে হাজির হয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া। বিকেলে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা। তারপর থেকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসছেন বাংলা ক্রিকেটের ম্যাকো। মঙ্গলবার রাতেই গাড়ি নিয়ে তিনি কোচবিহার রওনা হয়ে গেলেন। আগামীকাল কোচবিহার পৌঁছে সেখানকার রাজনীতির সমীকরণ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তিনি। পরে যাবেন নিজের শহর তুফানগঞ্জে। যে তুফানগঞ্জ থেকে শিবশংকর এক্সপ্রেসের দৌড় শুরু হয়েছিল এক সময়, সেখানেই এবার তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে ফিরছেন। তার আগে ম্যাকোর গলায় আবেগ, 'ম্যাকো নয়, বুড়ো হয়েই ফিরছি তুফানগঞ্জে'।

তুফানগঞ্জে শিবশংকরকে সবাই চেনে, জানে বুড়ো হিসেবে। ম্যাকো নামটা তৈরি হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, যখন তুফানগঞ্জ থেকে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন তিনি। মাঝে গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। নতুন ভূমিকায় মানুষের পাশে থাকার শপথ নিয়ে রাতে কোচবিহার রওনা হওয়ার আগে তুফানগঞ্জের 'বুড়ো' একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদকে। আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে খুলে দিলেন মনের জানালা।

কেন হঠাৎ রাজনীতিতে

আমি বরাবরই মাটির কাছে থাকা মানুষ। চেষ্টা করি সবার সঙ্গে মিলেমিশে পাশে থাকতে। বলতে পারেন, এই ভাবনা থেকেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তুফানগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসেছিলাম ক্রিকেটার হওয়ার লক্ষ্যে। কতটা কী পেরেছি, জানি না। কিন্তু নিজের জায়গাটা কখনও ভুলে যাইনি। তুফানগঞ্জের মানুষের জন্য তো বটেই, বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে চাই।

কখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

(হাসি) আপনি নিজেই জানেন কখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। (পরে সিরিয়াস হয়ে) বেশ কিছুদিন আগে রাজনীতিতে, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল। শুরুতে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলাম, এমন নয়। আগেও অনেকবার এমন প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু এবার মনে হল, অপরিচিত বাইশ গজে কিছু একটা করার চেষ্টা করে দেখি না কী হয়। মানুষের জন্য তো কাজ করতে পারব। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমায় সুযোগ দেওয়ার জন্য।

উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ার উন্নতি ভাবনা

অনেক কিছু ভাবনা রয়েছে। তুফানগঞ্জ থেকে আমি একসময় কলকাতায় এসেছিলাম। অনেক কষ্ট করে ক্রিকেটার হয়েছিলাম। তখনও তুফানগঞ্জে ক্রিকেট ও অন্য খেলার পরিকাঠামোর সমস্যা ছিল। এখনও রয়েছে। চেষ্টা করব উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নতি করার। তাছাড়া তুফানগঞ্জ তো বটেই, উত্তরবঙ্গ থেকে বহু ক্রীড়াবিদ বিস্তর স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় হাজির হওয়ার পর থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যায় পড়ে। সমস্যাটা আমি জানি। চেষ্টা করব, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের।

তুফানগঞ্জের মানুষের জন্য বার্তা

আমি আপনাদের বুড়ো। ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে একসময় কলকাতায় গিয়েছিলাম। আজ তুফানগঞ্জের উন্নতির টানে নয়া ভূমিকায় ফিরছি নিজের শিকড়ে। তুফানগঞ্জে অনেক সমস্যা রয়েছে। সব নিয়েই পরিকল্পনা রয়েছে আমার। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, সুযোগ পেলে ওখানে পাকাপাকিভাবে দমকলের অফিস বানাতে চাই।

আবেগ সরিয়ে রাজস্থান-বধে প্রস্তুত স্যামসন

চেন্নাই, ১৭ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিশ্বজয়ের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। টুর্নামেন্টের শেষ তিন মেগা-ম্যাচে তাঁর অতিমানবিক তিনটে ইনিংস কার্যত একা হাতেই দেশের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল। এবার দেশের নীল জার্সি সামলে হলুদ জার্সিতে আইপিএলের মেগা মঞ্চে নতুন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় সঞ্জু স্যামসন। দীর্ঘ ১১ বছরের পুরোনো সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজস্থান রয়্যালস থেকে এবার তাঁর নতুন ঠিকানা মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)। আর ঠিক মেগা লিগ শুরুর মুখেই নিজের এই বহুচর্চিত দলবদলের আসল রহস্য ফাঁস করলেন সদ্য বিশ্বকাপ-সেরা হওয়া এই তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার।

এদিন সঞ্জু অকপটে জানান, দীর্ঘদিনের পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটা মোটেও সহজ ছিল না। তিনি বলেছেন, 'প্রথমবার আমি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামব। তবে এটা নিয়ে আমি আবেগে ভেসে যেতে একেবারেই রাজি নই। পুরোনো দলের প্রতি আবেগ সরিয়ে রেখেই মাঠে নামব। রাজস্থান রয়্যালস ছেড়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল, ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি শুধুই সামনের দিকে তাকাতে চাই এবং চেন্নাইয়ের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে চাই।'

উল্লেখ্য, ২০১৩ মরশুমে প্রথমবার রাজস্থানের 'গোলাপি' ব্রিগেডে যোগ দিয়েছিলেন সঞ্জু। মাঝে ২০১৬-'১৭ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে দুই বছর কাটানোর পর ২০১৮ সালে ফের পুরোনো দলেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর ২০২৫ পর্যন্ত রাজস্থানেই কাটিয়েছেন তিনি। নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সবাধিক ম্যাচ ও সবাধিক রানের ঈর্ষণীয় রেকর্ডও রয়েছে কেরল ক্রিকেটের এই পোস্টারবয়ের ঝুলিতে।

সেই বর্ণময় রাজস্থান-অধ্যায়ে পাকাপাকিভাবে ইতি টেনে এবার প্রথমবারের জন্য ধোনির সঙ্গে চেন্নাইয়ের ড্রেসিংরুম শেয়ার করবেন সঞ্জু। নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধে নামার আগে সঞ্জুর সংযোজন, 'রাজস্থান বনাম চেন্নাই ম্যাচটা আমার কাছে অবশ্যই একটু আলাদা অনুভূতির। রাজস্থান দলে এমন একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছে, যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছি। দলের সাপোর্ট স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও আমার দারুণ সম্পর্ক। ম্যাচের আগে ও পরে সবার সঙ্গেই কথা হবে। ওদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা এবং সম্মান পেয়েছি। তবে একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে বর্তমানে আমি সিএসকে-র এই নতুন জার্নির জন্য মুখিয়ে রয়েছি। প্রতিপক্ষ রাজস্থান হলেও সম্পূর্ণ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে, চাপমুক্ত হয়েই মাঠে নামব।' ধোনির মগজাস্ত্র এবং সঞ্জুর বিধ্বংসী ফর্ম-এই যুগলবন্দি যে এবার আইপিএলে প্রতিপক্ষ বোলারদের ঘুম ওড়াতে প্রস্তুত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিরুবনন্তপুরমে এক অনুষ্ঠানে সঞ্জু স্যামসন।

> প্রথমবার আমি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামব। তবে এটা নিয়ে আমি আবেগে ভেসে যেতে একেবারেই রাজি নই। পুরোনো দলের প্রতি আবেগ সরিয়ে রেখেই মাঠে নামব।
>
> -সঞ্জু স্যামসন

আসন্ন আইপিএলের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে যোগ দিলেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। মঙ্গলবার।

মাহির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ডিভিলিয়ার্সের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : চেন্নাই সুপার কিংসের অন্দরে এবার এক নতুন সমীকরণ। সদ্য বিশ্বকাপ মাতানো সঞ্জু স্যামসন এখন রয়েছেন স্বপ্নের ফর্মে। আসন্ন আইপিএলে তিনি সিএসকে-তে যোগ দেওয়ায় এবং উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে তাঁর জায়গা কার্যত পাকা হয়ে যাওয়ায়, মহেন্দ্র সিং ধোনির ভূমিকা ঠিক কী হবে-তা নিয়ে লাখ টাকার প্রশ্ন তুলে দিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। প্রোটিয়া কিংবদন্তির মতে, সঞ্জু যদি দলের টপঅর্ডার এবং উইকেটের পিছনের দায়িত্ব একাই সামলান, তবে ৪৪ বছরের মাহিকে ঠিক কোন ভূমিকায় দেখা যাবে, তা নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা রয়েছে।

২০২৪ সালেই চেন্নাইয়ের নেতৃত্বের গুরুভার রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে তুলে দিয়েছেন ধোনি। এবার সঞ্জুর হাতে উইকেটকিপিংয়ের ব্যাটন উঠলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এই জল্পনার মাঝেই এবিডি-র স্পষ্ট যুক্তি, '৮ বা ৯ নম্বরে ধোনির ব্যাটিং করতে নামাটা একেবারেই ঠিক হবে না। ওই পজিশনটা এমএস-এর জন্য সঠিক নয়। আট-নয়ে নামলে মনে হবে, ও যেন জোর করে দলে নিজের জন্য একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। যা মোটেই ওর মতো কিংবদন্তির জন্য মানানসই নয়। আমি চাইব ধোনি ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে আরও ওপরের দিকে তুলে আনুক। অন্তত ৬ নম্বরে খেলুক ও। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি ধোনি ৪ বা ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামে।'

সঞ্জু-ধোনি সমীকরণ নিয়ে জল্পনার মাঝেই জসপ্রীত বুমরাহকে সর্বকালের সেরা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটারের তকমা দিয়েছেন ডিভিলিয়ার্স। তাঁর সাফ কথা, 'বুমরাহর ধারাবাহিকতার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ২০ ওভারের ম্যাচে যে কোনও পরিস্থিতিতে ও বল করতে প্রস্তুত। নতুন হোক বা পুরোনো বল, চাপের মুহূর্ত হোক কিংবা সুপার ওভার-বুমরাহ ঠিক দলকে উইকেট এনে দেয়। ওর হাতে বল তুলে দিলে, জয়ের রাস্তা ও নিজেই তৈরি করে দেবে।' পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ সালে অভিষেকের পর ২৭০টি টি২০ ম্যাচে ৩৪৫ উইকেটের মালিক বুমরাহ। দেশের হয়ে ৯৫ ম্যাচে ১২১টি এবং মুম্বইয়ের হয়ে ১৪৫ ম্যাচে ১৮৩টি উইকেট রয়েছে তাঁর। শুধু শুকনো পরিসংখ্যান নয়, ম্যাচ-উইনিং পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতাই তাঁকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করেছে।

অন্যদিকে, সঞ্জুর এই স্বপ্নের ফর্মের নেপথ্যে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের কঠিন সিদ্ধান্তকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন রিকি পন্টিং। আইসিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'ঈশান কিষানকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে আসার সাহসী সিদ্ধান্তটাই শেষ পর্যন্ত ভারতের বিশ্বজয়ের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে।' ভারতের বর্তমান দল টি২০ ফর্ম্যাটের সর্বকালের সেরা কি না, সেই মেগা-বিতর্কও উসকে দিয়েছেন পন্টিং। তাঁর মতে, গত ৫-৬ বছরে সাদা বলের আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের এই একচ্ছত্র আধিপত্য অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই।

ধোনির হুঁকো-আসক্তি ফাঁস বিলিংসের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনি নাকি ঘোর হুঁকো-আসক্ত! খোদ চেন্নাই সুপার কিংসে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ স্যাম বিলিংস এবার মাহির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন। ইংল্যান্ডের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি, আইপিএল চলাকালীন টিম হোটেলে নিয়মিত হুঁকোয় (শিশা) টান দিতেন ধোনি। এমনকি, তাঁর হুঁকো সাজিয়ে দেওয়ার জন্য টিম হোটেলে একজন বিশেষ 'শিশা-ম্যান'-ও বহাল থাকত! ২০১৮ এবং ২০১৯ মরশুমে সিএসকে-তে ধোনির নেতৃত্বে খেলা বিলিংস অবশ্য অধিনায়কের দরাজ প্রশংসাও করেছেন। তিনি জানান, মাহি নিজে হুঁকো খেলেও সতীর্থদের কখনও জোর করতেন না। বিলিংসের কথায়, 'বিশাল স্টারডম থাকা সত্ত্বেও নেতা হিসেবে ধোনি অসম্ভব শান্ত এবং মাটির কাছের মানুষ। ওর ঘরের দরজা সতীর্থদের জন্য সবসময় খোলা থাকত। আমরা দুজনেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্ধ ভক্ত হওয়ায় একসঙ্গে বসে ম্যাচ দেখতাম। আর ওর ঘরেই থাকত সেই শিশা-ম্যান, যার একমাত্র কাজ ছিল ধোনির হুঁকোর দেখভাল করা!'

জেমস ফস্টার

সিএসকে-তে সঞ্জুদের নয়া স্যর

চেন্নাই, ১৭ মার্চ : আসন্ন আইপিএলের আগে নিজেদের কোচিং স্টাফে বড়সড়ো রদবদল করল চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন উইকেটকিপার জেমস ফস্টারকে দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করল সিএসকে ম্যানেজমেন্ট। অতীতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফস্টারের। স্টিফেন ফ্লেমিং, মাইক হাসি এবং এরিক সিমন্সের মতো হেডিওয়েটদের পাশাপাশি এবার ফস্টারের মূল দায়িত্ব হবে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং দলের নয়া রিক্রুট সঞ্জু স্যামসনের মতো উইকেটকিপারদের সঙ্গে ফিল্ডিংয়ের মানোন্নয়নে কাজ করা।

আজ শুরু নাইটদের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : একে একে হাজির হতে শুরু করেছেন অনেকেই। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, ব্লেসিং মুজারাবানি থেকে শুরু করে অনেক ক্রিকেটারই দুপুর থেকে রাতের মধ্যে কলকাতায় হাজির হয়েছেন। বিকেলেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানে। তিনি শহরে পা রাখার পরই কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সরকারিভাবে আসন্ন মরশুমের অধিনায়ক হিসেবে রাহানের নাম ঘোষণাও হয়েছে। দলের নতুন কোচ অভিষেক নায়ার ও তাঁর সহকারী শেন ওয়াটসনও পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। সূত্রের খবর, বুধবার সকালে আরও কয়েকজনের কলকাতায় পৌঁছানোর কথা।

নেতা রাহানেই

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি কেকেআরের। ব্যর্থতায় ভরা মরশুম শেষে দলে বিস্তর বদল হয়েছে নাইটদের। কোচ ও কোচিং স্টাফরাও বদলে গিয়েছেন। যদিও অধিনায়ক হিসেবে অভিজ্ঞ রাহানের উপরই ভরসা রাখা হয়েছে। এহেন রাহানের নেতৃত্বে আগামীকাল বিকেলে আসন্ন আইপিএল মরশুমের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু করতে চলেছে কেকেআর। রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছানোর পর নাইটদের বোলিংয়ের বড় ভরসা বৈভব অরোরা জানিয়েছেন, নতুন বোলিং কোচ টিম সাউদির সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

এদিকে, হর্ষিত রানাকে নিয়ে নাইট শিবিরে এখনও কোনও নয়া তথ্য নেই। কেকেআরের অন্দরের খবর, হর্ষিতকে পুরো মরশুম পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই আগামীর ভাবনা শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হর্ষিতের বদলির নাম ঘোষণাও হয়ে যাবে বলে খবর।

কামিন্সদের নিয়ে সংশয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : চোটের কারণে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারেননি প্যাট কামিন্স এবং জশ হ্যাজেলউড। এই দুই অভিজ্ঞ পেসারের অভাবে বোলিং আক্রমণ এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, অন্যতম ফেভারিট হওয়া সত্ত্বেও গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। সেই চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। আর সেই কারণেই আসন্ন আইপিএলের শুরুর দিকের বেশ কয়েকটি ম্যাচে প্যাট কামিন্স (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) এবং জশ হ্যাজেলউডের (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) মাঠে ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর সংশয়। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর হলো, মেগা লিগের শেষার্ধের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে এই দুই তারকাকে মাঠে দেখার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের (সিএ) কড়া ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, কামিন্সরা বর্তমানে কড়া রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। আগামী ২৮ মার্চ বেঙ্গালুরু বনাম হায়দরাবাদ হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে তাঁদের খেলার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এখনও তাঁদের মাঠে ফেরার চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেয়নি। আসন্ন অ্যাশেজ ও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কথা মাথায় রেখে অজি মেডিকেল টিম ফিটনেসের ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে তবেই আইপিএল খেলার বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে চাইছে।

বোর্ড সূত্রের খবর, "দুজনের ফিটনেস পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। তাই এখনও ফিজিওর কাছ থেকে চূড়ান্ত সবুজ সংকেত পাননি কামিন্স ও হ্যাজেলউড। তবে চোটের যা অবস্থা, তাতে টুর্নামেন্টের শেষদিকে খেলতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পুরো বিষয়টি এখন ঝুলে রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল টিমের ছাড়পত্রের ওপর। সেই সবুজ সংকেত মিললেই আইপিএলের শেষবেলায় নিজেদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে ভারতে উড়ে যাবেন কামিন্স এবং হ্যাজেলউড।" আইপিএলের মতো মেগা টুর্নামেন্টে এই দুই অজি তারকার অনুপস্থিতি যে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুর পেস আক্রমণকে শুরুতে কিছুটা হলেও ভোঁতা করে দেবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাবুলে পাক-হামলা, সরব রশিদ-নবিরা

কাবুল, ১৭ মার্চ : পবিত্র রমজান মাসে রক্তস্নাত আফগানিস্তান। পাকিস্তানের বর্বরোচিত বিমানহানায় রীতিমতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে প্রতিবেশী এই দেশটি। সাধারণ মানুষের বাড়িঘর থেকে শুরু করে হাসপাতাল-বাদ যায়নি কিছুই। লাগাতার এই বোমাবর্ষণে চারশোর বেশি নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে, আহত আড়াইশোরও বেশি। দুই দেশের সীমান্ত সংঘাত এবং টিটিপি (তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান) ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই মর্মান্তিক ও অমানবিক ঘটনায় গোটা আফগানিস্তানের পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছে সেদেশের ক্রিকেটমহলও। পাক সেনাবাহিনীকে সরাসরি 'খুনি' বলে তোপ দেগেছেন রশিদ খান, মহম্মদ নবিদের মতো বিশ্বতারকারা।

সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রশিদ লিখেছেন, 'কাবুলে পাক বিমানহানায় সাধারণ মানুষের প্রাণহানির খবরে আমি বিচলিত এবং গভীরভাবে মর্মাহত। নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মেডিকেল পরিকাঠামোয় ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত-যেভাবেই আক্রমণ করা হোক না কেন, তা স্পষ্টতই যুদ্ধ-অপরাধ। পবিত্র রমজান মাসে এই বর্বরোচিত আক্রমণ কেবল প্রতিহিংসা এবং ঘৃণার আগুনকেই আরও উসকে দেবে। রাষ্ট্রসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তারা অবিলম্বে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করুক। এই কঠিন সময়ে দেশবাসীর পাশে আমি সর্বতোভাবে আছি। আশা করি, খুব দ্রুত আমরা এই গভীর ক্ষত কাটিয়ে উঠব।'

> গতকাল রাতে শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা কাবুল। তারপর শুধু আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় সেই হাসপাতাল থেকে, যেখানে পাকিস্তান আচমকা বিমানহানা চালিয়েছে।
>
> -আজমাতুল্লাহ ওমরজাই

প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ নবিও তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, 'হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে পাক সেনার হানায় প্রাণ হারাতে হয়েছে কয়েকশো নিরীহ মানুষকে। হয়তো কোনও সদ্যোজাতের মা তার সন্তানের নতুন নামকরণ নিয়ে ভাবছিলেন, আর ঠিক তখনই সব শেষ! তাও আবার পবিত্র রমজান মাসে, এটা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।' তরুণ পেস বোলিং অলরাউন্ডার আজমাতুল্লাহ ওমরজাইও ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে লিখেছেন, 'গতকাল রাতে শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা কাবুল। তারপর শুধু আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় সেই হাসপাতাল থেকে, যেখানে পাকিস্তান আচমকা বিমানহানা চালিয়েছে।'

ক্যান্ডিডেটসে সমস্যা নেই প্রজ্ঞা, দিব্যাদের

চেন্নাই, ১৭ মার্চ : ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধ এবং ইরানের প্রত্যাঘাতে পশ্চিম এশিয়ায় তৈরি হয়েছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। এরই মাঝে ২৮ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল পশ্চিম এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাসে বসতে চলেছে ক্যান্ডিডেটস দাবার আসর। যা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি। তবে প্রতিযোগিতায় নামতে চলা বাকি তিন ভারতীয় রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, দিব্যা দেশমুখ এবং রমেশবাবু বৈশালী প্রস্তুতি নিচ্ছেন পুরোদমে। সাইপ্রাসে যাওয়া নিয়ে সমস্যা নেই তাঁদের।

বৈশালী এবং প্রজ্ঞার দীর্ঘদিনের মেন্টর আরবি রমেশ বলেছেন, 'হাম্পি নিজের সমস্যার কথা জানিয়েছে। বাকিরা কি কোনও মন্তব্য করেছে? হাম্পি খেলতে চাইছেন না বলে, বাকিরাও খেলবে না ব্যপারটা এরকম না।' একইসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য, 'প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। বাকিদের সেটাকে সম্মান জানানো উচিত।'

অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিব্যার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত আমরা ঠিক করেছি দিব্যা সাইপ্রাস যাবে এবং খেলবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

> হাম্পি নিজের সমস্যার কথা জানিয়েছে। বাকিরা কি কোনও মন্তব্য করেছে? হাম্পি খেলতে চাইছেন না বলে, বাকিরাও খেলবে না ব্যপারটা এরকম না।
>
> -আরবি রমেশ
> (বৈশালী ও প্রজ্ঞার মেন্টর)

বোর্ডকে তীব্র আক্রমণ লিভিংস্টোনের

লন্ডন, ১৭ মার্চ : দল থেকে বাদ পড়ার পর চরম অবহেলার শিকার হয়েছেন। এবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ও ম্যানেজমেন্টকে তীব্র আক্রমণ করলেন তারকা অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। গত এক বছর জাতীয় দলের বাইরে তিনি। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম মাত্র এক মিনিটের ফোন কলে তাঁকে ছাঁটাইয়ের খবর দিয়েছিলেন। এরপর বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি-র আচরণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে। লিভিংস্টোনের কথায়, 'দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। পরে যখন রব কি-র সঙ্গে কথা বলি, তিনি স্পষ্ট জানান যে আমার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে তাঁর কাছে আরও ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে!'

ক্ষুব্ধ লিভিংস্টোন জানান, জাতীয় দলে থাকলে কদর মেলে, না থাকলে কেউ ফিরেও তাকায় না। অফফর্মে থাকার সময় কোচদের কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি তিনি। উলটে তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি নাকি ক্রিকেট নিয়ে 'বেশি ভাবেন'। ইসিবি-র এই অপেশাদার আচরণের তীব্র সমালোচনা করে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রশংসা করেছেন তিনি। আরসিবি তাঁকে রিলিজ করার আগে কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলেন। আসন্ন আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে নিজেকে চেনাতে মরিয়া এই তারকা।

প্রত্যাবর্তনে নজর লিভারপুলের

ঘরের মাঠে বাড়তি সতর্ক বার্সেলোনা

বার্সেলোনা ও লন্ডন, ১৭ মার্চ : প্রথম লেগে হারতে হারতে ড্র। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নকআউটে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বার্সেলোনা।

খাতায় কলমে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের থেকে শক্তিশালী বার্সেলোনা। কিন্তু প্রথম লেগে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যায়নি। বরং এডি হাউয়ের প্রশিক্ষণে অ্যান্থনি গর্ডনরা প্রায় অঘটন ঘটিয়েই ফেলেছিলেন। শেষ মুহূর্তে লামিনে ইয়ামাল পেনাল্টি থেকে না গোল করলে খালি হাতে ফিরতে হত বার্সাকে।

দ্বিতীয় লেগে কোনও বার্সা অত্যন্ত সাবধানী, সেটা বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'নিউক্যাসলের প্রেসিং খুব ভালো। ওরা অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং রক্ষণেও নজর কেড়েছে। এটা অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। আমাদের পুরো ম্যাচে নিখুঁত ফুটবল খেলতে হবে।' নিউক্যাসেলের হয়ে নিয়মিত গোল পাওয়া গর্ডনই বার্সার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও প্রথম লেগে গোল করা হার্ভি বার্নস, অ্যান্থনি এলাঙ্গা, জোয়েলিন্টনরা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় আজ

বার্সেলোনা বনাম নিউক্যাসল ইউনাইটেড
রাত ১১.১৫ মিনিট

টটেনহাম হটস্পার বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

লিভারপুল বনাম গালাতাসারে

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম আটালান্টা
রাত ১.৩০ মিনিট

সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে তাই রক্ষণ সামলে আক্রমণে যেতে চাইছেন ফ্লিক। নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে রক্ষণ ভাঙতে রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে আপফ্রন্টে রেখে ড্যানি ওলমোকে হয়ত ফলস নাইন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন তিনি। প্রথম লেগে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডাররা একপ্রকার বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন লামিনেকে। তবে দ্বিতীয় লেগে নিজের জাত চেনাতে মরিয়া বার্সার বিস্ময় বালক।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে বার্সা কোচ ফ্লিক হঠাৎই নিজের কোচিং কেরিয়ারের দাঁড়ি টানার জল্পনা উসকে দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমি কোচ হিসেবে আর কোনও নতুন ক্লাবে যাব না। বার্সেলোনাই আমার শেষ ক্লাব। কোচ হিসেবে এটাই আমার শেষ চাকরি।'

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে লিভারপুল প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে নামবে গালাতাসারের বিরুদ্ধে। তুরস্কের ক্লাবটি প্রথম লেগে অল রেডসকে হারিয়ে কিন্তু অঘটন ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয় লেগে অ্যানফিল্ডে পালটা লড়াই দিতে মরিয়া আর্নে স্লটের ছেলেরা। দ্বিতীয় লেগে আর্নে স্লটের তুরুপের তাস হতে পারেন অভিজ্ঞ মহম্মদ সালাহ। অল রেডসদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন গালাতাসারের নাইজেরীয় তারকা ভিক্টর ওসিহেন। পরিসংখ্যান বলছে, দুই ক্লাবের সাক্ষাৎকারে সবচেয়ে বেশি জয় পেয়েছে তুরস্কের দলটি। সেই পরিসংখ্যান দ্বিতীয় লেগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে গালাতাসারেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম লেগে আটালান্টার বিরুদ্ধে বড় জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রয়েছে। তবে দ্বিতীয় লেগে নামার আগে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির চিন্তা গোলকিপার সমস্যা। চোটের কবলে দলের তিন গোলকিপার ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, জোনাস আর্বিগ ও ভেন উলরিখ। ফলে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা ১৬ বছরের গোলকিপার লিওনার্দ প্রেসকোটকে খেলাতে বাধ্য হচ্ছে জার্মান ক্লাবটি। আর সেটা দেখেই অলৌকিক প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছে আটালান্টা। পাশাপাশি অপর ম্যাচে ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে খেলবে টটেনহাম হটস্পার। প্রথম লেগে ৫-২ গোলে দিয়েগো সিমিওনের ছেলেরা জিতেছিল। দ্বিতীয় লেগে অঘটন ঘটাতে মরিয়া স্পার্স।

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল।

অনুশীলনে ফিরলেও রবসন রোবিনহোকে নিয়ে সংশয়ে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট।

মুম্বই ম্যাচেও অনিশ্চিত রবসন

আলবার্তোর চোটে উদ্বেগ বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে উদ্বেগ বাড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। রবসন রোবিনহোর পর চিন্তা বাড়াল আলবার্তো রডরিগেজের চোট।

মঙ্গলবার অনুশীলনের সময় কিয়ান নাসিরির সঙ্গে সংঘর্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আলবার্তো। তৎক্ষণাৎ ছুটে যান দলের ফিজিও ও চিকিৎসকরা। কিছুক্ষণ মাঠেই তাঁর শুশ্রূষা হয়। এরপর আর অনুশীলন করতে পারেননি বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। মাঝপথেই মাঠ ছাড়েন। খোঁড়াতেও দেখা যায় আলবার্তোকে। সবুজ-মেরুন টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি চোট গুরুতর নয়। তবে সূত্রের খবর, আলবার্তোর চোট নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে বাগান থিংকট্যাংক। চোটের তীব্রতা এখনও বোঝা যায়নি। তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন বুঝলে বুধবার চোটের জায়গায় স্ক্যান করানো হতে পারে। তারপরই বোঝা যাবে মুম্বই ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কি না।

এদিকে, এদিন অনুশীলনের শুরুটা দেখে মনে হয়েছিল মুম্বই ম্যাচে মাঠে ফিরবেন রবসন। বল পায়ে মাঠে নেমেছিলেন মোহনবাগানের ব্রাজিলিয় তারকা। বেশ কিছুক্ষণে সতীর্থদের সঙ্গে ঘাম ঝড়াতেও দেখা যায় তাঁকে। তবে ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলন শুরু হতেই সাইড লাইনে ফিরে গেলেন রবসন। যথারীতি ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করলেন বাকি সময়টা। এতেই বোঝা গেল জনি কাউকো, নুনো রিজদের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। তবে সূত্রের খবর, দ্রুত ফিট হচ্ছেন রবিনহো। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবেও তাঁকে ব্যবহার করতে পারেন সের্জিও লোবেরা। এছাড়া ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে আপুইয়াকে এদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ।

চাপ বাড়ছে ব্রুজোঁর ওপর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ : অনুশীলন শুরুর আগে মাঠেই ম্যারাথন মিটিং ইস্টবেঙ্গলে। প্রায় চল্লিশ মিনিট ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন রইলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

কার্যত খাদের কিনারা থেকে চাকরি বাঁচিয়ে ফিরেছেন অস্কার। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচই সম্ভবত স্প্যানিশ কোচের কাছে শেষ সুযোগ। এই পরিস্থিতিতে ম্যানেজমেন্টের তরফে তাঁকে কী বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কী চাইছেন, দলের বাকি সদস্যদের কাছে এদিন তা স্পষ্ট করে দেন ব্রুজোঁ। তবে তাঁর ওপর যে প্রবল চাপ তৈরি করা হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল।

ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচ পিছোচ্ছে

এতদিন অনুশীলনে এসে সাধারণত সাইডলাইনেই বসে থাকতেন দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো। তবে এদিন মাঠে নেমে কার্যত নজরদারি চালালেন তিনি। ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই কি সিংটোর ভূমিকায় বদল এল? সেই জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ অস্কারকে যদি ভবিষ্যতে দায়িত্ব থেকে সরানো হয় সেক্ষেত্রে হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থংবোই। ম্যানেজমেন্টের একটা বড় অংশ তেমনটাই চাইছে।

এদিকে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচ ২১ মার্চ। তবে ওইদিন ইদ। যে কারণে সূচি বদলের আবেদন জানিয়েছিল মহমেডান। শোনা যাচ্ছে ওই ম্যাচ দু'দিন পিছিয়ে ২৩ তারিখ করা হচ্ছে। যদিও আয়োজকদের তরফে এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ দলের জার্সি তুলে দিলেন সানিয়া মির্জা, ঝুলন গোস্বামী ও স্নেহ রানার হাতে।

ম্যাচের সেরা আকিব আলম। -প্রতাপকুমার ঝা

আকিবের দাপট

জামালদহ, ১৭ মার্চ : হরিহর গুহ, বিন্দুরানি গুহ, সমলা ফার্মেসি ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার রাইজিং স্টার ৩ রানে মহাকাল ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইজিং ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ২০০ রান তোলে। আকিব আলম ও রাজু ঝা ৪৭ রান করেন। দিলদার ও বাপি বসাকের অবদান যথাক্রমে ৩৫ এবং বাপি বসাক ২৬। বিক্রম বর্মন ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে মহাকাল ১৫.৫ ওভারে ১৯৭ রানে অল আউট হয়। রাহুল দত্ত ৬৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা আকিব নেন ২ উইকেট।

সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি বিসিবি-র

ঢাকা, ১৭ মার্চ : ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ আর বরদাস্ত করা হবে না। বাংলাদেশ সরকারকে এবার কড়া ভাষায় সতর্ক করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গত বিসিবি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের ভিত্তিতে ক্রীড়ামন্ত্রক ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ বোর্ড। সোমবার এক বিবৃতিতে বিসিবি জানিয়েছে, এই ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে অতীতে জিম্বাবোয়ে এবং শ্রীলঙ্কার মতো দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে নিবাসিত করেছে আইসিসি।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের পুনর্নির্বাচন ঘিরে প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল এবং ঢাকার একাধিক ক্লাব দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ তুলেছিল। তার ভিত্তিতেই এই তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু আইসিসি-র কড়া নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিসিবি-র দাবি, এই তদন্ত কমিটি অবিলম্বে বাতিল করা হোক। বরং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কের সমাধান চাইছে তারা। আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ক্রিকেটের স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতা যেন কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেটাই বিসিবি-র প্রধান লক্ষ্য।

ফের জাতীয় দলে উপেক্ষিত নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ১৭ মার্চ : বিশ্বকাপে কি নেইমারকে দেখতে পাওয়া যাবে? ব্রাজিলীয় তারকার বিশ্বকাপ দলে থাকা নিয়ে সংশয় আরও বাড়ছে।

চলতি মাসের শেষদিকে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। সোমবার সেই ফ্রেন্ডলি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন সেলেকাও কোচ আন্সেলোত্তি। এবারও স্কোয়াডে ঠাঁই হয়নি নেইমারের। ফলে বিশ্বকাপে তাঁর দলে ফেরার আশা আরও ক্ষীণ হচ্ছে।

ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি আগেই জানিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ ফিট না হলে নেইমারকে দলে রাখবেন না। সেই কারণে এবারও ব্রাজিলীয় তারকাকে ছাড়াই দল ঘোষণা করেছেন। তবে নেইমারের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেননি আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'সম্পূর্ণ ফিট না হওয়ায় ফ্রেন্ডলি ম্যাচের জন্য নেইমারকে দলে রাখা হয়নি। তবে বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে উঠলে ওকে দলে রাখা হবে। আমার দরকার সম্পূর্ণ ফিট ফুটবলার। নেইমারকে আরও পরিশ্রম করে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট করে তুলতে হবে।'

দলে ফিরতে না পেরে হতাশ নেইমার। তবে এখনও তিনি বিশ্বকাপে খেলার আশা ছাড়ছেন না। নেইমার বলেছেন, 'দলে ফিরতে না পেরে আমি হতাশ। তবে হাল ছাড়ছি না। আগামীদিনে অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দিতে চাই। আমার একটাই লক্ষ্য, বিশ্বকাপে খেলা।' এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ দলে ঢোকাটা নেইমারের পক্ষে বেশ কঠিন। আপাতত স্যান্টোসের জার্সিতে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়াই লক্ষ্য ব্রাজিলীয় তারকার।

বিশ্বকাপ খেলার আশা ছাড়ছেন না নেইমার।

কার্লোতেই আস্থা ব্রাজিলের

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ মার্চ : ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিল দলের হেড কোচ হিসেবে কার্লো আন্সেলোত্তির মেয়াদ বাড়ানো প্রায় নিশ্চিত। গত বছর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দলের পারফরমেন্সে স্থিতিশীলতা এনেছেন ৬৬ বছরের এই ইতালিয়ান। আগামী বিশ্বকাপের আগে বা পরে এই চুক্তির সরকারি ঘোষণাও হয়ে যাবে বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোদ আন্সেলোত্তি নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর প্রশিক্ষণে ১৪টি জয়ের পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার যোগ্যতা অর্জন পর্বেও ভালো জায়গায় রয়েছে সেলেকাওরা।

ওপেন, কিপিং করবেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : গত বছরের আইপিএলে মিডল অর্ডারে খেলেছিলেন। কিন্তু ওপেনিংয়ে নেমে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্করা প্রতি ম্যাচে দলকে নিয়ম করে ডুবিয়েছেন। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আসন্ন আইপিএলে লোকেশ রাহুলকে ওপেনিংয়ে ফেরাতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, ৩৩ বছরের রাহুল উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বও সামলাবেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের শিবিরে এমন সম্ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও গত বছর মিডল অর্ডারে নেমে টুর্নামেন্টে দলের পক্ষে সর্বাধিক ৫৩৯ রান করেছিলেন রাহুল।

মেক্সিকোতে খেলতে চায় ইরান

মেক্সিকো সিটি, ১৭ মার্চ : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে আমেরিকার বদলে নিজেদের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে খেলতে চেয়ে ফিফার কাছে দরবার করল ইরান। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইরানি দলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরই ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহদি তাজ স্পষ্ট জানিয়েছেন, ট্রাম্প যখন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না, তখন তাঁরা আমেরিকায় খেলতে যাবেন না। তাই ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে সরানোর জন্য ফিফার সঙ্গে জোরদার আলোচনা চালাচ্ছে ইরান।

ম্যাচের সেরা গোপাল দে (বাঁয়ে) ও পাপ্পু দাস। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কঠিন গ্রুপে হরমনপ্রীতরা

আমস্টারডাম, ১৭ মার্চ : চলতি বছরের পুরুষদের হকি বিশ্বকাপে কঠিন গ্রুপে ভারত। ১৫-৩০ অগাস্ট অনুষ্ঠেয় টুর্নামেন্টে হরমনপ্রীত সিংরা 'ডি' গ্রুপে রয়েছেন। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস। একই চিত্র ভারতীয় মহিলা দলেরও। 'ডি' গ্রুপে তারা খেলবে চিন, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিল্টন, ১৭ মার্চ : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড। মঙ্গলবার হ্যামিল্টনে টসে হেরে কিউয়িরা ৬ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে। সর্বাধিক ৬০ রান করেন ডেভন কনওয়ে। জবাবে কিউয়ি বোলারদের দাপটে ১৫.৩ ওভারে ১০৭ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। জর্জে লিন্ডে (৩৩) ও রুবিন হার্মান (১৯) ছাড়া সেভাবে কেউ লড়াই করতে পারেননি। লকি ফার্গুসন ও বেন সিয়ার্স ৩টি করে উইকেট পান।

জয়ী ইঞ্জিনিয়ারিং, অপারেটিং

আলিপুরদুয়ার, ১৭ মার্চ : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্যোগে রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল নকআউট নাইট ক্রিকেটে সোমবার ইঞ্জিনিয়ারিং ৪০ রানে হারিয়েছে কমার্সিয়াল দলকে। ইঞ্জিনিয়ারিং টসে জিতে ৪ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা গোপাল দে ৫৮ রান করেন। সাগর শিকদার ৯ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে কমার্সিয়াল ৯৩ রানে অল আউট হয়। জয়দীপ নাথের অবদান ২৯ রান। কুণাল তামাং ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

পরে অপারেটিং ৪৭ রানে জিতেছে অ্যাকাউন্টসের বিরুদ্ধে। অপারেটিং প্রথমে ২ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পাপ্পু দাসের সংগ্রহ ৮৬ রান। উৎপল রায় ৮২ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে অ্যাকাউন্টস ৭ উইকেটে ১০২ রানে আটকে যায়। উৎপল রায় ৩২ রান করেন। সনাতন সিংহ ১১ রানে ফেলে দেন ২ উইকেট।

কিরণচন্দ্র ট্রফি শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেট বুধবার শুরু হবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে সালেসিয়ান কলেজ শিলিগুড়ি ও জয়গাঁর ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়। পরে মুখোমুখি হবে আইআইএলএস দাগাপুর ও জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজ। প্রতিযোগিতায় মোট ২২টি দল অংশ নেবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা দীপক রায় - কে

20.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80B 79090 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, ডিয়ার লটারি যে কেউ চেষ্টা করতে পারে যা সর্বত্র কোটিপতি করে তোলে। ডিয়ার লটারি কর্তৃক প্রদত্ত এক কোটি টাকার বিশাল পুরস্কারের পরিমান দেখে আমি অভিভূত। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে তিয়াস দাস। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে হারল শিলিগুড়ি

মালদা, ১৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে সংস্থার ময়দানে শুরু হল সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট। প্রথম দিনের খেলায় উত্তর ২৪ পরগনা ১৬১ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়িকে। টসে জিতে উত্তর ২৪ পরগনা ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা তিয়াস দাস ১১১ ও রেহুল ঘোরাই ৭৪ রান করে। নিরুপম বর্মন ও যুবরাজ সিং ২ উইকেট নেয়। জবাবে শিলিগুড়ি ৩৯ ওভারে ১৮১ রানে অল আউট হয়। নিরুপম বর্মন ৬২ ও যুবরাজ সিং ৪১ রান করে।

সেরা জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি

জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুধারানি সরকার ট্রফি অন্তঃ ক্লাব মহিলা ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১৬-১৪, ১৫-১৩ পয়েন্টের হারিয়েছে ভিএসসিসি দলকে। নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগারের মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ফাইনালের সেরা মল্লিকা রায়।

খেতাব জয়ের পর জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। ছবি : অনীক চৌধুরী

জিতল দিশা স্পোর্টিং

কোচবিহার, ১৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার দিশা স্পোর্টিং ক্লাব ৫ উইকেটে জিতেছে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে কোচিং ক্যাম্প ৪০ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়। সাগ্নিক করের সংগ্রহ ৩০ রান। ম্যাচের সেরা ধীমান সরকার ১৯ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে দিশা ৩১.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। ইন্দ্রনীল সরকার রেখে এসেছেন ৩০ রান। মিরাজ হক ১০ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ধীমান সরকার। ছবি : জয়দেব দাস